1863

বাঙ্গালার মসনদ।

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।]

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed by M. Ghosh

College Square Calcutta,

১৩১৭।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক রচনার সাহায্য লইয়াছি। এই জন্য উক্ত বন্ধুদ্বয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নানাকারণে এই নাটকখানিকে মনোমত করিতে পারি নাই। পাঠক ও দর্শক-মণ্ডলী ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সরফরাজ	...	মুরশিদাবাদের নবাব।
আহম্মদ	...	ঐ উজীর (১ম)।
আলিবর্দ্দি	...	পাটনার নায়েব সুবেদার।
মর্ত্তজা	...	সরফরাজের উজীর (২য়)।
গাউস খাঁ	...	ঐ সেনাপতি।
মর্দ্দান আলি	...	ওমরাও।
লুৎফুল্লা	...	ঐ
পীর খাঁ	...	ঐ
বাখর খাঁ	...	ঐ
নোয়াজেস্	...	আহম্মদের পুত্র।
আলমচাঁদ	...	সরফরাজের দেওয়ান।
চিন্তামণি	...	আলিবর্দ্দির দেওয়ান।
ছেদন খাঁ	...	সরদার।
মহম্মদ আলি	...	ঐ
মস্তাফা খাঁ	...	ঐ
সা হায়দারি	...	ফকীর।
নন্দলাল	...	হিন্দু সরদার।
বিজয়	...	ঐ
জালিম	...	বিজয়ের পুত্র।
ফতেচাঁদ জগৎশেঠ	...	হিন্দু ওমরাও।
খাপি খাঁ	...	আলিবর্দ্দির ভৃত্য।

সরদারগণ, মাঝীগণ, প্রহরী, ওমরাওগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রাবিয়া	...	...	সরফরাজের স্ত্রী।
মালেকা	...	...	গাউসের স্ত্রী।
ঘেসেটী	...	...	আলিবর্দ্দির কন্যা।
জিন্নেত উন্নীসা	...	...	সরফরাজের মাতা।
নাকীবিবি	...	...	জনৈকা রমণী।
রমাবতী	...	...	বিজয়ের স্ত্রী।

গ্রাম্যরমণীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

বাঙ্গালার মস্‌নদ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহিঃ কক্ষ।

আলিবর্দ্দী ও আহম্মদ।

আহম্মদ। তোমার চিন্তা কর্‌বার কিছুমাত্রও প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ওপর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি কাজে যখন যেমন অগ্রসর হব, তোমাকে সংবাদ পাঠাব।

আলি। তা' হ'লে এখন আমি কি ক'র্‌ব?

আহ। তুমি এখনি পাটনা রওনা হও।

আলি। নবাবের হুকুমের বিরুদ্ধে কোন্ সাহসে রওনা হই!

আহ। সাহস আমি। আমি কি তোমাকে বিপদগ্রস্ত কর্‌বার জন্যই মুর্‌শিদাবাদ ছেড়ে যেতে ব'ল্‌ছি। তুমি যা'তে পাটনা যেতে পার, আমি আগে হ'তেই তার ব্যবস্থা ক'রেছি।

আলি। তার পর? যদি নবাব আমাকে তলব করেন!

আহ। তার জবাব দিহি আমি ক'র্‌বো—তোমার ভাবনা কি? তোমার নামে নায়েব নাজিমীর বাদসাহী সনন্দ আনবার কথা সুজার্থাঁর কানে উঠেছিল, তাই আমার চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। নইলে এ বেশে আজ তোমাকে মুর্‌শিদাবাদে প্রবেশ ক'র্‌তে হ'ত না। এই

আহম্মদের কৃপায় মুর্শিদ কুলীর জামাতা হ'য়েও সুজা খাঁ যে বেশ পর্‌তে পেয়েছিল, সেই সুবেদারের বেশে তোমাকে সাজিয়ে মুর্‌শিদাবাদের সমস্ত ওম্‌রাওকে দিয়ে আগ বাড়িয়ে তোমাকে সহরে প্রবেশ করাতুর্ম। মূর্খ সরফরাজকে আর মসনদ দখল কর্‌তে হ'ত না।

আলি। একে কি রকম বুঝ্‌ছেন!

আহ। কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। যে দিন সমস্ত শক্তির উপর অধিষ্ঠিত হ'য়েও, সে তার ন্যায়তঃ প্রাপ্য নবাবী পিতাকে দান করেছিল, সেদিন তাকে মূর্খ মনে ক'রেছিলুম। অবশ্য এখনও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ হীন না হ'লেও, তাকে ভাল রকম বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এ নবাবের সঙ্গে কি পথ অবলম্বন ক'রে কার্য্য ক'র্‌বো তাও এখনও ঠিক্ ক'র্‌তে পার্‌ছি না। এ আহম্মোক নবাব কি যে চায়, তা কোন ওম্‌রাও অনুমান ক'র্‌তে পার্‌ছে না। বিলাসিনীর বাহুর উপাধানে মাথা রাখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে সে নবাবকে আমি আয়ত্ত ক'রেছিলুম। বাংলার যেখানে যা মান সম্ভ্রমের চাকরী আছে, সমস্তই আমার লোক দিয়ে ভরিয়েছিলুম, এক মসনদ ছাড়া সমস্ত মুলুকটাই আমি এক রকম হাত ক'রেছিলুম। কিন্তু সরফরাজকে আয়ত্তে আনা দূরে থাক্ এখনও ভাল ক'রে চিন্‌তে পারলুম না। বহুমূল্য নজর নবাবের পায়ের কাছে ধর্‌লুম, নবাব মর্য্যাদার সহিত ফিরিয়ে দিলে, ছুঁলে না। তোমাকে গোপন ক'র্‌ব কেন, শ্রেষ্ঠ রূপের প্রলোভনে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ক'রেছি, অকৃতকার্য্য হ'য়েছি।

আলি। তবেই ত নিরাশার কথা হ'ল ভাই সাহেব!

আহ। নিরাশ! আহম্মদ এ জীবনে হয়নি। দু' দিন তার সঙ্গে ব্যবহার ক'র্‌তে পার্‌লে, তার চরিত্র আমার অজ্ঞাত থাক্‌বে না। নিরাশ এ জীবনে হইনি, হবনা। সামান্য মুহুরীগিরি থেকে উজীরী পেয়েছি, মসনদ অধিকার না করে ছাড়বোনা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

(বাখর খাঁর প্রবেশ)

বাখর। জনাবালি সেলাম।

আহ। কি খবর ?

বাখর। খবর ভাল নয়। নবাব (আলিবর্দ্দীর প্রতি) আপনাকে তলব ক'রেছেন।

আলি। আজ রাত্রেই !

বাখর। এখনি—বলেছেন, বিশেষ প্রয়োজন—আলিবর্দ্দী খাঁকে এখনি তলব দাও। এই তলবানা চিঠি। (চিঠিদান)

আলি। (চিঠি পড়িয়া) কি কর্ত্তব্য ভাই ?

আহ। নবাব একা, না কাছে কেউ আছে ?

বাখর। এখন নেই, আগে ছিল।

আহ। কে বাখর্ ?

বাখর। মর্দ্দান আলি ও হাজি লুৎফুল্লা।

আহ। বুঝেছি—আমার চিরশত্রু এ নবাবের প্রিয় হ'য়েছে। তারই পরামর্শে নবাব তোমাকে তলব ক'রেছে।

বাখর। কাল নবাব দরবার ক'র্‌বেন।

আলি। কি কর্ত্তব্য ভাই ?

আহ। কর্ত্তব্য ? কিছুতেই নবাবের সঙ্গে আজ দেখা করা কর্ত্তব্য নয়। বাখর তোমার বন্ধুত্বে নির্ভর ক'রেই এতকাল আমি মুর্‌শিদাবাদে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বাখর। কি ক'র্‌তে হবে গোলামকে হুকুম করুন।

আহ। তুমি গিয়ে নবাবকে বল যে, আলিবর্দ্দী খাঁ তলবানা চিঠি পাবার আগেই পাটনা রওনা হ'য়েছে। চিঠি তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও।

বাখর। এই খোলা চিঠি ফেরত নিয়ে যাব?

আহ। তাই ত! বেশ, তুমি আমার নাম ক'র। বল, জরুরী মনে ক'রে আমি হুজুরালীর চিঠি খুলেছি। হুজুরালী যদি আমাকে তলব করেন, আমি এখনি হুজুরে হাজির হ'তে প্রস্তুত আছি।

বাখর। বেশ, তাই ব'ল্‌ব।

[প্রস্থান।

আহ। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রনা আলিবর্দ্দী! বাখর চেহেলসেতুনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ কর। নওয়াজেসকে সঙ্গে করে শুধু দু' চার জন শরীর রক্ষী নিয়ে চলে যাও। ঘেসেটীকে আমি পরে পাঠিয়ে দেব।

আলি। বেশ।

আহ। যাবার সময় একবার জগৎ শেঠ ও আলম চাঁদকে সেলাম দিয়ে যেতে পার্‌লে ভাল হয়। কিন্তু কি করে তা হবে?

আলি। তা আমি ঠিক ক'র্‌ব—সে বিষয়ে আপনাকে ভাব্‌তে হবে না।

আহ। তা হ'লে আর দাঁড়িয়ো না—রাত্রির অন্ধকারের সহায়তা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

ঘেসেটী।

ঘেসেটী। যাত্রার একপালা শেষ হ'য়ে গেছে, এইবার দ্বিতীয় পালার আরম্ভ ক'র্‌তে হবে। প্রথম পালায় সুজাউদ্দীনকে দুনিয়া ছাড়িয়ে যাত্রা শেষ ক'রেছি। দ্বিতীয় পালায় সরফরাজ তুমি। এবার তোমাকে দুনিয়া ছাড়িয়ে, আমার পিতার নবাবী প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত ক'র্‌তে হবে। তবে এবারের রণজয় বড়ই দুরূহ। সুজাউদ্দীনের বৃদ্ধা মহিষী জিন্নেতউন্নীসা আমার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়াতে পর্য্যন্ত সাহস করেনি। কিন্তু এবারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। নবাব যুবক— আর তার পার্শ্বে রূপের সমস্ত অহঙ্কার স্পর্দ্ধা নিয়ে যুবতী রাবিয়া। এ কটাক্ষে পারস্যবীর রোস্তমের বল ধর্‌তে না পার্‌লে এ যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। পার্‌বোনা? পার্‌তেই হবে। দর্পণ আমার এই কোমল বাহু দিয়ে আমারই চিবুক ধরে, আমারই নয়ন কটাক্ষে কটাক্ষ বিনিময়ে আমাকে যুদ্ধে যাবার ইঙ্গিত ক'র্‌ছে। আমার এ আসনাইয়ের লড়াইয়ে তুই কত বল ধরিস্‌ আমি একবার দেখ্‌ব রাবিয়া। বাঁদী!

(নোয়াজিসের প্রবেশ)

নোয়া। তার বদলে বান্দা।

ঘেসেটী। একি! তুমি এখনও যাওনি!

নোয়া। (হাস্য) আমি পাশ কাটিয়ে চাচার কাছ থেকে সরে এসেছি।

ঘেসেটী। ও মূর্খ! তুমি ক'র্‌লে কি?

নোয়া। ভারী মজা ক'রেছি। চাচা বল্লেন নোয়াজেস, তোমাকে

এখনি আমার সঙ্গে পাটনা যেতে হবে। আমি বুঝ্‌লুম, পেড়াপীড়ি ক'র্‌লে চাচা ছাড়্‌বে না। বল্লুম্‌ যাব। চাচা শুনে ভারী খুসী—বল্লে এত দিন্‌ পরে তোমার বুদ্ধি এসেছে। কেন যাব প্রশ্ন ক'রনা, বিলম্ব ক'রনা, এখনি যাবার জন্য প্রস্তুত হও। অমনি বিনা বাক্য ব্যয়ে চাচার ঘোড়াতে চেপেই বল্লুম, এই প্রস্তুত। চাচা হাঁ হাঁ করে উঠ্‌ল, তোৎলা খাপি খাঁ শালা আং আং করে উঠ্‌লো। আর আং আং ক'র্‌লে কি হবে, আমি ছুট্‌লুম ব'লেই পগার পার। চাচা আর কি করে, আর একটা ঘোড়ায় চেপে আমার পাছু পাছু ছুট্‌লো। ছুটে যখন আমার পাছু ধ'র্‌তে পার্‌লে না, তখন চেঁচিয়ে ব'লে দিলে "রাজমহলে আমার অপেক্ষা কর।" আমি আচ্ছা ব'লে ছুটের উপর ছুট দিলুম। তারপর আর এক পথ দিয়ে ঘুরে তোমার কাছে উপস্থিত হ'লুম।

ঘেসেটী। তাই ত! এযে সব মতলব ফাঁস হ'ল—এ বোকা স্বামী নিকটে থাক্‌লে ত কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হবে না।

নোয়া। কি ঘেসেটী! চুপ ক'রে রইলে যে? আমাকে দেখে কি তোমার স্ফূর্ত্তি হ'ল না।

ঘেসেটী। স্ফর্ত্তি—কি বল্লে নোয়াজেস্‌ স্ফূর্ত্তি! তোমার মতন বোকা স্বামী যার—তার কখন কি স্ফূর্ত্তি থাক্‌তে পারে!

নোয়া। কি আমি বোকা! আমি চাচাকে ফাঁকি দিয়ে চলে এলুম—আমি বোকা।

ঘেসেটী। চাচাকে ফাঁকি দিলে না নিজে ফাঁকি পড়্‌লে। ভবিষ্যতে যা কিছু উন্নতির আশা ছিল সব পণ্ড করে ফেল্‌লে।

নোয়া। কিসে পণ্ড হ'ল?

ঘেসেটী। কিসে পণ্ড হ'ল, তা' যদি বুঝ্‌তে পার্ব্বে তা হ'লে আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হ'য়ে—বাংলার উজীর হাজী আহম্মদের জ্যেষ্ঠা

পুত্রবধূ হ'য়ে আমার এত দুঃখ কেন? কোথাকার .কে তারা সব নবাব সরকারে বড় বড় চাকরি করচে। আর উজীরের বড়ছেলে হয়ে সুবেদারের বড় জামাই হয়ে তুমি কিনা একটা তুচ্ছ দারগাগিরি করতে কবুতরায় পড়ে রয়েছো। তোমার কি ঘৃণা আছে না লজ্জা আছে! তোমার ভাই জৈনুদ্দীন সেও রংপুরের ফৌজদার। আমার ভগিনী আমিনা মহল থেকে ফিরে এসে দেমাকে মাথা তুলে যখন .আমার সঙ্গে কথা কয়. তখন মনে হয়, মেদিনী যদি দ্বিধা হয়, আমি জীয়ন্ত কবরে প্রবেশ করি। নরাধম মূর্খ স্বামী! ভবিষ্যতে ফৌজদার হবার আশায় এক দিন সাধ করে অঙ্গ সাজিয়েছি, তাও তোমার সহ্য হল না!

নোয়া। কি করে বা ফৌজদার হব, আর কোথাকার ফৌজদার হব সেটা আগে বল, তবেত আমার বিশ্বাস হবে!

ঘেসেটী। হুগলীর ফৌজদার গিরি খালি হয়েছে তা জান! নবাব সুজাখাঁ মৃত্যুর কিছু দিন আগে ফৌজদার পির খাঁকে বরখাস্ত করেছে। তোমার বাপ্ তোমায় সেই চাকরি দেবার চেষ্টায় আছে। তুমি সরকারের বিনা হুকুমে তশীল ছেড়ে এসেছ জান্‌লে নবাব তোমাকে সে চাকরিতে কি বাহাল করবেন! এই জন্যে বাবা রাতারাতি তোমাকে পাটনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুরশিদাবাদে আমাদের অনেক শত্রু, তাদের মধ্যে যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, তাহলে তোমার চাকরি পাওয়া ঘুচে যাবে; তোমার বাপের সম্ভ্রম নষ্ট হবে। তোমার বাপ নবাবকে বলেছেন তুমি কবুতরায় আছ। আমার বাপ তোমাকে আন্‌তে নিজে হুকুমনামা নিয়ে চলে গেছে।

নোয়া। হোঃ হোঃ হোঃ!

ঘেসেটী। আবার হোঃ হোঃ কেন? কথাটা মাথায় প্রবেশ করলে না বুঝি!

নোয়া। খুব প্রবেশ করেছে ঘেসেটী! পিরখাঁর ফৌজদারি নবাব আমাকে দেবে! পির খাঁ একে কালোয়াত! তার চোখে সুরফাঁকতাল ঠোঁটে ঠুংরি! তার ওপর তার অন্দরে টোরী-ঝিঝিট-খাম্বাজ-পিলু-বারোঁয়া এই এমনি থেকে আরম্ভ করে, এত বড় বড় রাগিণী। সারেঙের ছড়িতে কুলোয় না—তার চাকরী ছিনিয়ে নেবে বাবা! বাবা কি বুদ্ধিতে সুজা খাঁকে বশ করেছিল? যে জোরে বাবা বাঙ্গলার উজীরী পেয়েছে, সে জোর আমার থাক্‌লে আমি এত দিন বাবাকে ঠেলে উজীর হয়ে যেতুম।

ঘেসেটী। কি বললে বেয়াদব!

নোয়া। সে যাই বল বিবি! বেয়াদবই বল, বোকাই বল, আমি সে সব কথায় ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার মন যখন যা বলে তাই বলি, মন যখন যা কর্‌তে চায় তাই করি। ভাই আমার রংপুরের ফৌজদার হয়েছে, তাতে আমি সুখী। যদি সে নিজ বুদ্ধি বলে সেই উচ্চ পদ পেয়ে থাকে—আর তা যদি আমি জান্‌তে পার্‌তুম—তা হ'লে আমার সুখের অবধি থাক্‌তো না।

ঘেসেটী। হুঁসিয়ার বেয়াকুব! ফের যদি এ রকম কথা কও, তা হলে আমি বাবাকে এখুনি ডাক্‌বো।

নোয়া। ডাকোনা বাবাকে, কবুতরার দারগাগিরি করছি, না হয় মোরোগ চরার মুহুরী গিরি করব।

(খাপিখাঁর প্রবেশ)

খাপি। য়্যা য়্যা হুং হুং উজুর য়্যা—

নোয়া। ওরে বেটা খেঁকশিয়াল! ফেউর মতন পিছনে পিছনে আছ?

খাপি। কেং কেং য়্যানো থাক্‌বো না! নাও চল।

নোয়া। কোথায় যাব?

খাপি। কোথায় তাকি হুজুর জান না।

নোয়া। আমি যদি না জানি, তোর বাবার কি? দেখ্ বেটা এক কথায় যদি বল্‌তে না পারিস তাহ'লে যাবনা।

খাপি। এক কথাতেই বলব তার আর কি!

নোয়া। তুই বেটা যে দিন এক কথাতেই বল্‌তে পারবি, সে দিন আমি তোকে আমার দারগা গিরি বক্‌সিস দেব।

খাপি। ইস্ তা আর দিতে হয় না।

নোয়া। তবেরে পাজি বেটা দিতে হয় না আমি কি মিথ্যাবাদী! বল্ বেটা এখনি বল্ আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি।

খাপি। এই যে বলছি। পাং! পাং! পাং!

নোয়া। বল্ বেটা বল্, (খাঁপির কথা কহিবার চেষ্টা) বল্ বেটা, বল্ পাজী বেটা—ঠকিয়ে তুমি আমার দারগা গিরি নেবে!

খাপি। কে তোমার দাং আং আং আরগা গিরি চায়।

নোয়া। তুই চাস্‌না তোর বাবা চায়, ঠকিয়ে আমার দারগা গিরি নেবে? আমার সাধের দারগা গিরি! বিবি চটে লাল—বাপ রেগে কাঁই—আমার এমন সাধের দারগাগিরি তুমি ঠকিয়ে নেবেরে বেটা তোতলা!

খাপি। আমি বলব না!

নোয়া। তাই বল্! আমি নিশ্চিন্ত হলুম। শোন ঘেসেটী! যদি ফৌজদারি আমায় নিতে হয় তা হলে তোমাদের এমন নীচ সাহায্যে আমি তা গ্রহণ কর্‌বো না। যদি নিজের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে সৎকার্য্যের ফলস্বরূপ কখন আমার ভাগ্যে ফৌজদারি লাভ ঘটে, তবেই তাই আমার যথার্থ উপভোগ্য বস্তু বলে আনন্দের সহিত গ্রহণ কর্ত্তে পারি, নতুবা নয়। আর তোমাকে বলি, তোমার প্রবৃত্তি অদম্য তেজে যে মুখে ছুটেছে, যদিও তা উপদেশে রোধ কর্ত্তে পারবো

না, তবু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমায় বলে যাই, সরফরাজ সুজা খাঁ নয়। স্বামীর সামান্য ফৌজদারির জন্য ধর্ম্ম বিক্রয় কর্ত্তে গিয়ে অবিক্রেয় অপযশের বোঝা মাথায় করে ঘরে ফির না। যতই সাজ সজ্জা কর, যতই সুগন্ধে দেহ লিপ্ত কর, যতই চোখে সুরমা লাগিয়ে কটাক্ষ প্রস্তুত কর, সর্‌ফরাজকে প্রলুব্ধ কর্ত্তে পারবে না।

ঘেসেটী। কি! এমনি করে অপমান! চাচা! [প্রস্থান।

খাপি। হুজুর, চল! (ইঙ্গিত)

(আহম্মদের প্রবেশ।)

আহ। বেআদব তুমি চাচার সঙ্গে পাটনায় যেতে পথ থেকে পালিয়ে এসেছ! তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! যদি নিজের মঙ্গল চাও তাহ'লে খাপি খাঁর সঙ্গে ফিরে যাও!

নোয়া। কেন বাবা! সবে মাত্র এক দিন আমি এসেছি, কি মঙ্গল না বল্লে আমি যেতে পারি না!

আহ। পাটনায় যাও, আমার ভাই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।

নোয়া। আমার বুদ্ধিমান্ পিতা থাক্‌তে পিতৃব্যের কাছে বুঝ্‌তে যাব কেন?

আহ। খবরদার নোয়াজেস! তক্‌রার ক'রনা।

নোয়া। বলুন আপনাদের মঙ্গলের জন্য, আমার জন্য নয়।

আহ। বেশ তাই। তোমার নয়, আমাদেরি মঙ্গলের জন্য। তুমি সৎপুত্র, আমার মঙ্গলের জন্য এখনি মুর্‌শিদাবাদ সহর ত্যাগ কর।

নোয়া। বেশ। আয় খাপি খাঁ চলে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

আহ। ভাল একটা আহাম্মুখের পাল্লায় প'ড়ে অস্থির হ'তে হয়েছে। আরে হতভাগা—এত যে উদ্‌যোগ আয়োজন ক'র্‌চি—এ

সব কা'র জন্যে—তোর চাচাকে যদি একবার মুরশিদাবাদের মসনদে বসাতে পারি, কালে বেঁচে থাকলে তুইও যে বসবিরে হতভাগা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

সরফরাজ খাঁ।

সর। সাত দিন ঘরে ব'সে মাথা ঘামিয়েও কিছু মীমাংসা ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না। কি মূর্ত্তি নিয়ে আমি প্রজার সুমুখে উপস্থিত হই? রাজ্য রক্ষা করি, না আত্মরক্ষা করি? রাজ্য রাখ্‌তে হ'লে আত্মাটা চিরদিনের জন্য শয়তানের কাছে বিক্রয় ক'রে ফেলতে হয়। সাত বৎসর ধরে, নিভৃতে, নীরবে ঈশ্বরের মহিমাময় নাম শুধু হৃদয় মধ্যে পুরে এই যে আমি সাধন ক'রে এলুম, এই সাত দিনের রাজ্য চিন্তাতেই মন থেকে তা একরূপ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। এ কয়দিন তাঁকে একবারও স্মরণ ক'রেছি কিনা স্মরণে আনতে পারছি না। রাজদণ্ড হাতে ক'রতে না ক'রতেই যদি এই অবস্থা, হাতে ক'রলে কি অবস্থা হবে তাতো বুঝ্‌তে পারছি না! পিতার অস্তিত্বের অন্তরালে বসে আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখ্‌বার সুন্দর অবকাশ পেয়েছিলুম। পিতার রাজত্বকাল মধ্যে একদিনও আমি মুরশিদাবাদ ছেড়ে অন্যত্র যাইনি। অথচ আমি মুরশিদাবাদবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাতামহ প্রসিদ্ধ লোক-চরিত্রবেত্তা মুরশিদ কুলি খাঁ জানতেন—আমি কাফের। শত তিরস্কারেও আমার মুখ থেকে আমার হৃদয়বল্লভের নাম বার ক'রতে পারেন নি। ঘৃণায় তিনি

আমার মুখ দর্শন ক'র্‌তে চাইতেন না। পিতা জান্‌তেন আমি স্ত্রীলোক, মা জান্‌তেন আমি শিশু, স্ত্রী জানে আমি অলস। বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লে এসেছি। কিন্তু আর ত লুকুনো চলে না। রবি-দীপ্ত দ্বিপ্রহরে প্রজার পিপাসিত লোচনের সম্মুখে আর ত আত্মগোপন করা চ'ল্‌বে না। তা' হ'লে কি করি?

নেপথ্যে। আপ্‌কো যো খোস্ হায়।

সর। একি, কে বল্‌লে! আমার মনের কথার এ অপূর্ব্ব উত্তর কে দিলে? কোন্ হায়রে? একি বেগম সাহেব, তুমি এখানে!

(রাবিয়ার প্রবেশ)

সর। বাইরে কথা কইলে কি তুমি?

রাবিয়া। কই না জাঁহাপনা!

সর। তবে কে কইলে?

রাবিয়া। কি কথা জাঁহাপনা?

সর। আপ্‌কা যো খোস্ হায়।

রাবিয়া। কই, আমি ত বলি নি।

সর। কে ব'ল্‌লে, সন্ধান নাও দেখি।

রাবিয়া। সমস্ত প্রজাকে বিদ্রোহী করে, তবে কি আপনি ঘর থেকে বেরুবেন জাঁহাপনা?

সর। আগে তার খোঁজ নিয়ে এস, তবে আমি তোমার কথার জবাব দেব। [রাবিয়ার প্রস্থান।

(জিন্নেতউন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব!

সর। পুত্র বল মা!

জিন্নেত। না, তা কেন ব'ল্‌ব। যখন সংসারের ভেতর মায়ের

আদর দেখাতে আস্‌ব, তখন তোমাকে পুত্র ব'ল্‌ব। এখন মুলুকের কথা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি! মুলুকের মালিক তুমি, সকলে যে আখ্যায় তোমায় সম্বোধন করে, আমিও তাই ক'র্‌ব!

সর। কি ব'ল্‌তে এসেছ বল।

জিন্নেত। কাল তুমি দরবার ক'র্‌বে শুনতে পাচ্ছি। তাই ব'ল্‌তে এসেছি, যদি দরবারই কর, তা হ'লে সকলের আগে উজীরকে বরখাস্ত কর।

সর। বিনা দোষে বরখাস্ত কেমন ক'রে ক'র্‌বো মা।

জিন্নেত। বিনা দোষ! ওই বেইমানই আমার স্বামীর প্রাণ নিয়েছে।

সর। সে কথা এখন ব'ল্‌লে ত আর চ'ল্‌বে না—সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

জিন্নেত। উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই বা তাতে কি? তুমিই ত নবাব। আমি বিচার প্রার্থনা ক'র্‌ছি। সেই নরাধমই নানা প্রকারে আমার স্বামীর চরিত্র কলুষিত ক'রেছে। তারই জন্য আমি স্বামী পাইনি। নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর কন্যা হ'য়েও আমি এতকাল লাঞ্ছনায় জীবন কাটিয়েছি। স্বামীর মৃত্যুকালেও বেইমান আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে দেয়নি।

সর। তাতে উজীরের দোষ বেশি কি পিতার দোষ বেশি জান?

জিন্নেত। আগে ত তোমার পিতা ওরূপ ছিলেন না। যে দিন থেকে ওরা দুই ভাই তাঁর সঙ্গী হ'য়েছিল, সেই দিন থেকেই তাঁর মাথা বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল।

সর। উজীর দোষী তুমি ধর্ম্মতঃ ব'ল্‌তে পার?

জিন্নেত। ঠিক কেমন ক'রে বল্‌ব?

সর। তা হ'লে আমিই বা তোমার কথা কেমন ক'রে রাখ্‌বো! আমার বোধ হয় সে বিষয়ে পিতা যত দোষী, ওরা দু' ভাই তত দোষী নয়।

জিন্নেত। স্ত্রী কন্যার ইজ্জত বেচে যারা সম্ভ্রম কেনে—তুমি তাদের সঙ্গী করে কি রাজত্ব ক'র্‌তে পার্‌বে? কোন দিন চক্রান্ত ক'রে তোমার না অনিষ্ট ক'রে বসে। তুমি বালক—দুনিয়ার কিছুই জান না।

সর। সেটা তো তোমারই দোষে মা! তোমার অন্যায় সন্তান বাৎসল্য আমার যত অনিষ্ট করেছে, ওরা তার চেয়ে বেশি কি অনিষ্ট ক'র্‌বে। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কোন কার্য্য ক'র্‌তে শিখিনি। পিতা আমাকে নায়েব সুবাদার নিযুক্ত ক'রে পাটনায় পাঠাতে চাইলেন, তুমি একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না বলে আমাকে যেতে দিলে না। শেষে ঢাকার নায়েব নাজিমী আমাকে দেওয়া হ'ল। তুমি পদ্মা পারের ভয় দেখিয়ে আমাকে ঘরে বসিয়ে রাখ্‌লে। আলিবর্দ্দী একদিন মাত্র মুরশিদাবাদে এসে যে রকম পরিচিত হ'য়ে গেছে, মুরশিদ কুলি খাঁর দৌহিত্র আমি পঁচিশ বৎসরেও সেরূপ পরিচিত হ'তে পার্‌লুম না।

জিন্নেত। ছিঃ!—সে ত দুর্নাম নিয়ে গেছে—তা'রা দুই ভাই নবাবকে হত্যা ক'রেছে, এ কথা সমস্ত সহরে রাষ্ট্র।

সর। যাই হ'ক্ তাদের ত একটা পরিচয় হ'য়েছে, আমার যে কিছু নেই!

জিন্নেত। না বাপ্, পরিচয় না হয় তাও ভাল, অমন পরিচয়ে তোমার দরকার নেই!

সর। বস্—সেই আশীর্ব্বাদ কর আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই। অতি যত্নে তুমি আমার পরিচয় ডুবিয়ে রেখেছিলে—ডুবিয়ে মায়ের

কাজ করেছিলে। এখন আবার তা ভাসিয়ে তোল্‌বার এত ব্যাকুলতা কেন মা ?

জিন্নেত। এত হুঁসিয়ার লোক, সরকারে নকুরি ক'র্‌ছে, তারা থাক্‌তে তোমার ভাবনা কি !

সর। আমার ভাবনা কিছু নেই। ভাবনা তাদের ! জেনানা মহল থেকে একটী সুসজ্জিত স্বর্ণক্ষুরগর্দ্দভ বেরুবে, তারা তাই দেখ্‌বার প্রত্যাশায় সাতদিন ধরে দরবারে গলা বাড়িয়ে বসে আছে। গর্দ্দভটীকে দেখ্‌লেই তারা নিশ্চিন্ত হয়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তাদের ভাবনা বাড়্‌ছে।

জিন্নেত। তবে আমি আর বেশী কি ব'ল্‌ব, তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে তাই কর। [প্রস্থান।

(রাবিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

সর। কে ব'ল্‌লে জান্‌তে পার্‌লে।

রাবিয়া। ও একটা বাঁদী আর একটা বাঁদীকে তামাসা ক'রে বল্‌ছিল।

সর। তুমি সেই বাঁদীকে একবার ডেকে আন।

রাবিয়া। এই তুচ্ছ কথার জন্য তাকে আর ডাকিয়ে কি হবে। এ বাঁদী যা' জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তার উত্তর এখন কি বলুন।

সর। কি প্রশ্ন ক'রে ছিলে, আর একবার বল বেগম সাহেব।

রাবিয়া। আপনি দরবার ক'র্‌তে আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন কেন ?

সর। না, আর বিলম্ব করবোনা—আমার কার্য্যের মীমাংসা হ'য়েছে। আর, তুমি যখন আমার জীবনপথে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী, তখন যাত্রা করবার পূর্ব্বে তোমাকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাবিয়া। করুন।

সর। পিতা মৃত্যুকালে গোপনে আমাকে একটী পরামর্শ দিয়ে

গেছেন। ব'লে গেছেন রাজ্য শাসনের কূট নীতিতে তুমি একেবারেই অভ্যস্ত নও। যদি সুশৃঙ্খলে রাজ্য চালাতে চাও, তা হ'লে পুরাতন কর্ম্মচারীর একজনকেও কর্ম্মচ্যুত ক'রনা। বিশেষতঃ হাজী আহম্মদকে কোনও কারণে, তা সে কারণ যতই গুরুতর হ'ক, বর্‌খাস্ত কর'না। বরখাস্ত ক'র্‌লে ছ'মাসও তুমি রাজ্য রাখ্‌তে পার্‌বে না। এদিকে মা হাজী আহম্মদকে বরখাস্ত ক'র্‌তে একান্ত অনুরোধ ক'রে গেছেন। এখন তোমার মত কি বল, কা'র কথা রাখ্‌বো?

রাবিয়া। মা দুনিয়ার কিছুই জানেন না। আপনি পিতার পরামর্শানুসারেই কার্য্য করুন।

সর। কিন্তু আর একটা কথা ব'লে গেছেন। সে তোমার পক্ষে বড় বিষম কথা।

রাবিয়া। আমার পক্ষে বিষম কথা! আমাকে কি ত্যাগ ক'র্‌তে ব'লে গেছেন?

সর। তার চেয়েও বেশি।

রাবিয়া। তবে কি খুন?

সর। তার চেয়েও বেশি। তোমাকে জীবন্তে দগ্ধ ক'র্‌তে হুকুম দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন, তোমার এক-পত্নীনিষ্ঠ হ'য়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। আমার মতন নিত্য নূতন আমোদ নিয়ে থাক্‌তে হবে। প্রতি সন্ধ্যায় ফররাবাগে ইয়ারকির তোড় চালাতে হবে। আর উজীরকে সেই ইয়ারকির খোরাক জোগানো কাজে নিযুক্ত রাখ্‌তে হবে। তাকে শুধু রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখ্‌লে, অল্পদিনের ভেতরেই তোমাকে রাজ্যচ্যুত করবার পন্থা বার ক'রে ফেল্‌বে। যদি রাজ্য ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে এই ক'টী কাজ কর—উজীরকে রাখ, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্য্যন্ত হরদম্‌ ইয়ারকি দাও—রাতে একদম ঘুমিয়ো না, আর বেগম মহলের কানাচেও যেয়ো না। রাবিয়া বেগমের

চোখের জলে তুমি রাজনীতির শুষ্ক পথকে সিক্ত কর। মা ব'লেছেন, তুমি আমার কথা রাখ—বেইমানকে বরখাস্ত কর। এইবার বল কি ক'রব।

রাবিয়া। কেন, মহাত্মা নবাব মুরশিদকুলিও ত এক-পত্নী-নিষ্ঠ ছিলেন।

সর। তখন দুধ কলা দিয়ে পোষা সাপ ফণা তোলবার যোগ্য হয়নি। এখন তারা দু'ভাই প্রকাণ্ড ফণাধর অজগর। তারা দিল্লী থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন মুল্লুকেরই সুবাদারী সনন্দ নিজেদের নামেই আনাবার চেষ্টায় ছিল। শুধু পিতার জন্য পেরে ওঠেনি। এখনও তারা চেষ্টায় আছে। নিবৃত্ত কর্‌তে হ'লে, উজীরকে পিতার মতন রমণী সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত রাখতে হয়। বল রাবিয়া, একেবারেই স্থির করে বল কি করি।

রাবিয়া। জাঁহাপনা বাঁদী আর কি বল্‌বে, আপ্‌কো যো খুস্‌ হ্যায়।

সর। বেশ, রাবিয়া বেশ। ওহি বাত বোলনা, হামারা যো খুস্‌ হ্যায়। (চক্ষে রুমাল দিয়া রাবিয়ার প্রস্থান।) বা! বা! পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বক্ষে গজমতি হার—সমস্ত বিলাস বর্ম্মের আবরণের মধ্যেও রাবিয়া ঈর্ষার শর-সন্ধানকে ব্যর্থ করতে পারলে না! মর্ম্ম-পীড়িতা কুরঙ্গিণী বিদ্ধ-বক্ষ লুকিয়ে টল্‌তে টল্‌তে দ্রুত চলে গেল। আপনার লোভে আপনি আহত হয়েছে, এ মর্ম্মবেদনা তরু লতাকেও জানাবার উপায় নাই। বা! রাবিয়া বা! রূপের দরিয়া আজ নিজের তরঙ্গে নিজেকে আঘাত করছে, চুম্বন-প্রয়াসী সমীরণ ব্যাপার দেখে অপ্রতিভ হয়ে স্থির! বা! রাবিয়া বা! (বাখরের প্রবেশ) বাখর! ফর্‌রা বাগ সাজিয়ে রাখ্‌তে উজীরকে বলে এসেছ?

বাখর। আজ্ঞে জাঁহাপনা! উজীর সাহেব আগে হতেই তার বিপুল আয়োজন করেছেন।

সর। বেশ, এখন এক কাজ কর। একটী দরবেশের পোষাক তুমি কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমার জন্য তইরি করিয়ে রাখ।

বাখর। কেন জঁাহাপনা!

সর। কাল রাত্রে আমি একবার ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করব।

বাখর। সেকি জঁাহাপনা, তা কেমন করে হবে!

সর। কেন হবে না?

বাখর। চারি দিকে দুষমন।

সর। কত?

বাখর। তা হিসেব করে বলবো কেমন করে! কে যে দুষমন নয় তাতো বল্‌তে পারি না।

সর। বেটা একটা আন্দাজী হিসেব বল না—মিছে তকরার করিস কেন!

বাখর। প্রায় সবই দুষমন। জঁাহাপনা! তাহ'লে সত্য কথা বলি, এ সহরের উঁচু নীচু যে যেখানে আছে, উজীর তাদের এরূপ বশ করেছে যে, তারা সবাই আলিবর্দ্দীকে চায়, আপনাকে চায় না।

সর। তাই বল, বাহিরে শত্রু ভিতরে শত্রু! বাখর! দরবেশের পোষাক এনে দে!

বাখর। সত্যি সত্যিই বেরুবেন?

সর। এই ত বেরিয়ে রয়েছি! শুধু একটা আবরণ—বাখর! একটা আবরণ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-কক্ষ।

আলিবর্দ্দী।

আলি। কি করব! কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সব বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু কিছুতেই লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ওরে! (সটকা লইয়া খাপিখাঁর প্রবেশ) সট্‌কা রাখ, রেখে দেওয়ান এল কি না খবর নে।

খাপি। যো হুকুম।

আলি। আর শোন্, যদি দেখিস না এসে থাকে, তাহ'লে এক দৌড়ে তার বাড়ীতে চলে যাবি।

খাপি। এখান থেকে ছুটবো?

আলি। এখান থেকে ছুটবি কিরে পাজি!

খাপি। আজ্ঞে হুজুর যে বললে।

আলি। আমি কি তোকে এখান থেকে ছুটতে বললুম?

খাপি। হুজুর বল্লেন, যদি দেখিস্ সে না এসে থাকে! বললে না?

আলি। তাতো বল্লুম, তাতে কি!

খাপি। তাতেই সব। আমি ত দেখে এলুম সে আসেনি।

আলি। যা বেটা যেতে হবে না, দেউড়িতে থাক্‌গে যা। এলে বরাবর সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বি।

খাপি। যো হুকুম!

আলি। আর দেখ! আমি এসেছি যেন বেগম সাহেব জান্‌তে না পারে।

খাপি। কেং কেং কেং।

আলি। যা বল্লুম করগে, কেং কেং কেং ক'রে মরিসনি। যানা বেটা।

খাপি। এই যে যাচ্চি!

[খাপিখাঁর প্রস্থান।

আলি। বুঝতে পাচ্ছি অন্যায় করছি, কিন্তু বাংলার মসনদের প্রলোভন ত্যাগ কর্ত্তে পাচ্চি না! অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সামান্য মুহুরির শতধাছিন্ন মলিন আসন থেকে সিংহাসনের বাহুপ্রমাণ অন্তরে এসে দাঁড়িয়েছি। বুঝতে পাচ্ছি একবার ছুঁতে পারলেই সে আসন চিরদিনের জন্য আমার। এ প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছি না। বাংলার সিংহাসন গ্রহণের এমন সুসময় আর আসবে না। দিল্লীর এখন শোচনীয় অবস্থা। এক সময় দিল্লীর এই অবস্থায় পাঠানেরা বাংলায় স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখন আবার সেই দিন এসেছে! একবার সিংহাসনে বসতে পারলেই আমি বাংলার স্বাধীন নরপতি হতে পারি। বড় প্রলোভন—বড় প্রলোভন!

(চিন্তামনির প্রবেশ।)

চিন্তা। জনাবালি গোলামকে তলব করেছেন কেন?

আলি। এই যে ভাই এসেছো! আমি ব্যাকুল হয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছিলুম।

চিন্তা। কেন জনাবালি! কোন কি বিপদ ঘটেছে?

আলি। সমূহ বিপদ! তাই থেকে কিসে উদ্ধার পাব, সেই বিষয় স্থির করবার জন্য জরুরী তোমাকে ডাকিয়েছি।

চিন্তা। আপনি কখন মুরশিদাবাদ থেকে এলেন্?

আলি। এই এসে দাঁড়িয়েছি! এখনও পর্য্যন্ত মহালে প্রবেশ করিনি। বেগম সাহেব পর্য্যন্ত আমার আগমন জানেন না। শীঘ্র একটা কর্ত্তব্য স্থির করতে না পারলে আমাকে বড়ই বিপদগ্রস্থ হতে

হবে! আমি নবাবের তলব আনা চিঠি অমান্য করে পাটনা চলে এসেছি।

চিন্তা। আপনিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

আলি। তা তো গিয়েছিলুম! দু'দিন পর্য্যন্ত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করলুম। ভায়ের ইচ্ছা আমি মুরশিদাবাদে না থাকি, তবুও দু'দিন রইলুম! নবাবের বার হলনা দেখে কাল রাত্রে চলে আসছি, এমন সময় হুজুরে হাজির হবার জন্য এক জরুরী তলব আনা চিঠি এসে উপস্থিত হল! শুনলুম মর্দ্দান আলির সঙ্গে পরামর্শ করে নবাব আমাকে এই চিঠি পাঠিয়েছে। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলুম, ভাইয়ের কিন্তু তা অভিপ্রায় ছিল না। তাই কিছুতেই সরকারে হাজির হতে দিলেন না। তাঁরই ইচ্ছায় আমি মুরশিদাবাদ সহর ত্যাগ করে চলে এসেছি।

চিন্তা। ভালই করেছেন! থাকলে আপনাদের বিপদ ঘটত। মর্দ্দান আলির পরামর্শেই কাল রাত্রে নবাব আপনার ওপর তলব আনা চিঠি পাঠিয়েছে। না গেলে আপনার বিপদ হত। মর্দ্দান আলি আপনাদের দুই ভাইয়ের চির শত্রু। সুতরাং তার পরামর্শ কিছুতেই আপনাদের অনুকূল নয়।

আলি। তা হলে চলে এসে ভাল করেছি?

চিন্তা। খুব ভাল করেছেন। দেখা হলে আর আপনি মুরশিদা-বাদ থেকে আসতে পারতেন না। আপনার পরিবর্ত্তে মর্দ্দান আলি এসে পাটনা শাসন করত। দুই ভাইকে আয়ত্তে এনে নবাব আপনাদের কি অনিষ্ট যে না করতে পারেন তা বলতে পারিনা।

আলি। এখন?

চিন্তা। বুদ্ধিমানের সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা কর্ত্তব্য। আপনি প্রস্তুত হন।

আলি। কি নিয়ে প্রস্তুত হব। নবাব ভোজপুরী জমিদারদের বিদ্রোহ দমনের জন্য যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, এখন যদি তাদের তলব করেন!

চিন্তা। তলব করলেই যে যেতে হবে, তার মানে কি?

আলি। এ তুমি কি বলছ দেওয়ান!

চিন্তা। যাতে না যেতে হয় তার এখনি ব্যবস্থা কর্‌চি্। খাপি খাঁ!

(খাপিখাঁর প্রবেশ।)

মুস্তাফা খাঁকে সেলাম দাও।

খাপি। আং আং সেত অনেকক্ষণ দিয়েছি। তিনি আইচেন।

(মুস্তাফা খাঁর প্রবেশ)

চিন্তা। নন্দলাল সিং বাবুকে সেলাম দাও! (খাপি খাঁর প্রস্থান) খাঁসাহেব! আপনার পলটনের তলবানা আন্‌তে জনাবালি মুরশিদাবাদে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে তিনি সরকার থেকে এক পয়সা আদায় কর্‌তে পারেননি।

মুস্তাফা। ইয়া আল্লা! তবেই তো মুস্‌কিল! অনেক স্তোক বাক্য দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রেখেছিলুম। যখনি তারা জান্‌তে পার্‌বে তাদের টাকা পাওয়া কঠিন, তখনি তারা বিদ্রোহী হবে। আমি তাদের কিছুতে শান্ত করতে পারবনা।

চিন্তা। কিন্তু আপ্‌নার পল্টন নবাবের প্রাণ! নবাব সব ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু আপনার পল্টনের ন্যায় প্রভু ভক্ত বীর সকলকে তিনি প্রাণ থাকতে ত্যাগ কর্‌তে পারেন না। তাই তিনি নিজের তহবিল থেকে টাকা নিয়ে আপনাদের সমস্ত চুকিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছেন। কাল প্রাতঃকালে আপনাদের সমস্ত পল্টনকে ছাউনিতে থাকতে আদেশ করুন। আমি নবাবের সম্মুখে পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত চুকিয়ে দেব।

মুস্তাফা। বহুত আচ্ছা সেলাম। জনাবালি! নইলে যে কি বিপদ উপস্থিত হ'ত, তা আমি আপনাকে অনুমানেও বলতে পারছি না।

চিন্তা। কিন্তু ভাই! নবাবের বহু কষ্টের সঞ্চিত অর্থ। তারদিকে আপনারা একটু দৃষ্টি রাখেন এই আমাদের অভিপ্রায়।

মুস্তাফা। দৃষ্টি কি বলছেন জনাব! আমরা হুজুরালির গোলাম। হুজুরালি আমাদের দারুণ অর্থাভাবে যে উপকার করলেন, আমার পণ্টন—জেনে রাখুন জনাব—আজ থেকে হুজুরের প্রাণ রক্ষার জন্য জান পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকবে।

চিন্তা। বহুত আচ্ছা, সেলাম!

[মুস্তাফার প্রস্থান।

আলি। এসব কি করেছ দেওয়ান! আমি যে তোমার ব্যাপার দেখে বড়ই বিস্মিত হচ্ছি!

চিন্তা। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই জনাবালি! আপনি যেদিন থেকে মুরশিদাবাদ গেছেন, সেদিন থেকে এক লহমারও জন্য আমি নিশ্চিন্ত নই। এই চার হাজার রোহিলা সৈন্যের রসদ ও তন্‌খা দেওয়ার ভার রায় রায়ান আলমচাঁদ আমার উপর দিয়েছিলেন। প্রথম দুইমাস আমি পূর্ব্ব প্রথানুসারে রীতিমত সময়ের মধ্যে সৈন্যদের রসদ ও তন্‌খা দিয়ে আসছিলুম। তৃতীয় মাসে বৃদ্ধ নবাবের পীড়ার সংবাদ আমার কর্ণ গোচর হল। আপনারা কে কি মনে করেছিলেন জানিনা, আমি কিন্তু পীড়ার কথা শোনা মাত্রেই বুঝেছিলুম, এবার নবাবের আর নিস্তার নাই। তাই ভেবে আগে থাকতেই সাবধান হয়েছিলুম। নবাবের রোগের দোহাই দিয়ে রীতি মত তন্‌খা বন্ধ করেছিলুম। এইরূপে অল্পে অল্পে সমস্ত পণ্টনের তিন মাসের তন্‌খা হস্তগত করে রেখেছি। পূর্ব্বে নবাবকে সমস্ত সেপাই ভক্তি করত বলে,

কেউ এতদিন কোনও অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করেনি। তাদের বিশ্বাস ছিল, যেই নবাব সেরে উঠ্বেন অমনি তিনি একদিনে তাদের সমস্ত বখেয়া মাহিনা চুকিয়ে দিতে হুকুম দিবেন। আমিও তাদের সেই আশা দিয়ে রেখেছিলুম। নবাবের মৃত্যু সংবাদ শোনবা মাত্র তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে গেল। তারা তখন উন্মত্তের মত আমার কাছে ছুটে এলো। আমি প্রথমে তাদের সরকারের কাছে টাকা প্রাপ্তির সম্বন্ধে হতাস করে দিলুম। তার পর—আর আপনাকে কি বলব—অল্পে অল্পে আপনার নামের দোহাই দিয়ে তাদের আবদ্ধ করে এসেছি। আর আজ সরকারের প্রবল শক্তিশালী পল্টনকে জনাবালির পল্টনে পরিণত করেছি।

আলি। বন্ধুবর, তোমার এই অপূর্ব্ব কার্য্যের পুরস্কার, আমার কোষাগারের সমস্ত রত্ন রাশি একত্র করলেও অযোগ্য! ভাই আমার এই উন্মুক্ত বক্ষ ভিন্ন আর কিছুই তোমাকে দেয় নাই! কৃপা করে নিজ বক্ষে গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।

চিন্তা। কিছু করতে হবে না জনাবালি! আমি আপনার গোলাম। সুধু আমি আপনার প্রীতি ভিক্ষা করি। যদি আপনার বিপদ আমার কর্ণ গোচর হত, তা হ'লে চার হাজার রোহিলা উন্মুক্ত অসি হস্তে আপনাকে মুক্ত করতে মুরশিদাবাদ অভিমুখে ধাবিত হত। মুর্শিদা-বাদে এমন কোন পল্টন নেই যে তাদের গতিরোধ করতে সমর্থ হয়। তার পর আপনার প্রভুভক্ত বীর নন্দলালের অধীনে পাঁচ হাজার প্রভুভক্ত অজেয় রাজপুত। সে গেলে আপনাকে মসনদে না বসিয়ে ফিরে আসৃত না।

আলি। বস্ আর অধিক বলবার প্রয়োজন নেই! বুঝলুম, এরূপ বন্ধু-ভাগ্যে ভাগ্যবান আলিবর্দ্দীকে অপদস্থ করতে—ক্ষুদ্র সরফ রাজত পরের কথা দিল্লীশ্বরের ও সাধ্য নাই!

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। গোলামকে কেন তলব করেছেন জনাবালি ?

আলি। আমি মুরশিদাবাদ থেকে ফিরে এসেছি তুমি এর পূর্ব্বে কি সংবাদ রেখেছ ?

নন্দ। একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন জনাবালি !

আলি। জিজ্ঞাসা করবার কারণ না থাক্‌লে জিজ্ঞাসা করব কেন !

নন্দ। জনাবালি জান্‌তে পেরেছি ! সুধু তাই কেন, কখন কোন্ মুহূর্ত্তে আপনি উজীর সাহেবের গৃহত্যাগ করেছেন, কখন জগৎ সেটের সঙ্গে দেখা করেছেন, নোয়াজেস খাঁর জন্য কোন্ স্থানে অপেক্ষা করেছেন—সমস্ত খবর রেখেছি।

আলি। তা বুঝ্‌তে পেরেছি। তুমি তোমার সেই চরটিকে আমার কাছে এনে উপস্থিত করতে পার ?

নন্দ। কেন জনাবালি ?

আলি। আমি তাকে এই মতির মালা বক্‌সিস দেবো। এবয়স পর্য্যন্ত আমি অনেক অশ্বারোহী দেখেছি, কিন্তু এরূপ কুশলী অশ্বারোহী আমার আর কখন দৃষ্টি গোচর হয় নাই। আমি তার কাছে হার মেনেছি।

নন্দ। বাঙ্গালার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঘোড় সোয়ার পরাভব স্বীকার করেছে ! এর চেয়ে তার অধিক কি পুরস্কার হতে পারে জনাবালি !

আলি। আমি স্বহস্তে তাকে পুরস্কার দেবো ! প্রথমে নবাবের চর মনে করে তাকে আমি ধরবার চেষ্টায় ছিলুম। কিন্তু সে লুকোচুরি খেলিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে আমায় পরাস্ত করেছে। কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে, কখন বিদ্যুৎ-গতিতে পশ্চাৎ থেকে এসে আমার আশুগতি প্রসিদ্ধ অশ্ব আসমানকে পশ্চাতে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শেষে অবশ্য সে ধরা পড়েছে, তা না হলে আমি

নিশ্চিন্ত হতে পারতুমনা। তাকে তোমার গৃহে প্রবেশ করতে দেখেছি।

[নন্দলালের প্রস্থান।

চিন্তা। এখন তাকে আনাচ্ছেন কেন!

আলি। আমি এখনি এ সংবাদ আমার ভাইয়ের কাছে না পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছিনা। নবাবের চার হাজার পাঠান পল্টন আমার হয়েছে একথা তাঁর কর্ণগোচর হলে, তিনি মুরশিদাবাদে দ্বিগুণ উৎসাহে আমার কার্য্য করতে সমর্থ হবেন। কাল দরবার সুতরাং এশুভ সংবাদ দিয়ে আজ তাঁকে বলীয়ান করতেই হবে।

চিন্তা। তা হলে সংবাদ পাঠানো অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহ'লে অনুমতি করুন আজকের মতন বিদায় হই।

আলি। শুধু বিদায় হই বললে চলবেনা। তোমার বুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে আমি একপদও অগ্রসর হতে অসমর্থ। চিন্তা কর, কেমন করে এবিষম সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হই।

চিন্তা। কিসের সমস্যা জনাবালি! নবাবের সঙ্গে সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, অথবা আর কোন ও অভিপ্রায় আপনার মনে আছে?

আলি। বুদ্ধিমান দেওয়ান! তোমাকেও বুঝিয়ে বলতে হবে!

চিন্তা। তাই বলুন। তাহলে মুরশিদাবাদের দিকে চাচ্ছেন কেন; দিল্লীকে হাত করুন, মুরশিদাবাদ হাতে আসতে কতক্ষণ?

আলি। কি ক'রে হাত ক'রব?

চিন্তা। বেশ, গোলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করবে! [প্রস্থান।

আলি। চিন্তামণির চিন্তা—এবারে আমি নিশ্চিন্ত!

(বিজয় সিংহকে লইয়া নন্দলালের প্রবেশ।)

নন্দ। এই জাঁহাপনা সেই অশ্বারোহী। ইনি আমার ভগিনী-পতি—নাম বিজয় সিং।

আলি। আপনি কি রাজপুতানা-বাসী ?

বিজয়। আজ্ঞে না জাঁহাপনা, বাঙ্গালী। আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা মানসিংহের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন। এসে এই খানেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা চৌহান রাজপুত, পূর্ব্ববাস জঙ্গীপুর, এখন বিষ্ণুপুর।

আলি। তুমি এ অশ্বারোহণ বিদ্যা কার কাছে শিখেছিলে ?

বিজয়। বিষ্ণুপুরের রাজার কাছে। তিনি আমার আত্মীয়।

আলি। বর্ত্তমান রাজা ?

বিজয়। না জনাবালি! এঁর পিতামহ দুর্জন সিংহ। আমার পিতামহ তাঁর বক্সী ছিলেন। আমার পিতামহ ও সেই রাজা উভয়ে বাংলা জয়ের সঙ্কল্প করেন। সেই সঙ্কল্পে তাঁরা বিশ্ববিজয়ী মল্ল সৈন্যের সৃষ্টি করেছিলেন। পিতামহের এক দামামায় বিষ্ণুপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গল এক মুহূর্ত্তে লক্ষ সৈন্য রাজধানীকে উপহার প্রদান করতো।

আলি। তার পর ?

বিজয়। তার পর কোথা থেকে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে রাজা দুর্জনকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিগ্‌বিজয় লালসার নিবৃত্তি হয়। বৃদ্ধ রাজধানী বিষ্ণুপুরে শ্রীমদন মোহন জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেইখানেই জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। জনাবালি! সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের বীরত্বগর্ব্ব আবার ভীম অরণ্যের অন্ধকারে আবৃত হয়েছে!

আলি। তুমি কি সে অপূর্ব্ব সৈন্য গঠন দেখেছ ?

বিজয়। শুধু কি দেখেছি জনাবালি, তার কিয়দংশের অধিনায়কত্ব ও করেছি। কেন আপনি ত জানেন, প্রবল-প্রতাপ মুরশিদ কুলি খাঁ বাংলার সমস্ত জমীদারের প্রভুত্ব নষ্ট করতে পেরেছিলেন, এমন

কি দুর্জ্জয় সীতারাম রায়কেও তিনি সবংশে নিধন করেছিলেন; কিন্তু দুর্জন সিংহকে বশে আন্‌তে পারেননি। যতবার তিনি বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন, ততবারই তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলে আস্‌তে হয়েছে। তথাপি তখন সৈন্যদল গঠনের প্রারম্ভ। সেই নূতন ধরণে শিক্ষিত সৈন্য নিয়ে রাজা যদি একবার মুরশিদাবাদে এসে পড়ত, তাহলে দিল্লীর এই দুর্দ্দিনে, বাংলার উপর মোগল সম্রাটের আধিপত্য রাখা ভার হয়ে উঠত। যেই দল গঠন সম্পূর্ণ হল, অমনি রাজা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করে চিরজীবনের মত অস্ত্রত্যাগ করলেন! বাংলায় হিন্দুর আধিপত্য এখন ঈশ্বরের বুঝি অভিপ্রেত নয়! নিষ্ফলাবিদ্যা শিক্ষা করে আমি পাগলের মতন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আলি। এ রাজা?

বিজয়। জনাবালি! এ রাজাও পিতামহের দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজ্য ভোগ পরিত্যাগ করে দীন-বেশে মালা হাতে দিন রাত মদন মোহন জী'র দ্বারে পড়ে আছেন। তাঁর লক্ষ সৈন্য অধিনায়ক-হীন হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলা জয়ে আমি তাঁকে অনেক বার উত্তেজিত করেছি। কিছুতেই রাজাকে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করতে পারিনি! শেষে বিরক্ত হয়ে, তাঁর দত্ত জায়গীর ফেলে আমি চলে এসেছি।

আলি। বেশ, তাদের আমার কাজে নিযুক্ত করতে পার না?

বিজয়। ভগবানের নাম নিয়ে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোন প্রলোভনে তারা অন্য কোনও রাজার চাকরি করবে না। তারা প্রেমের বৃত্তি নিয়ে রাজার দাসত্ব করে, অর্থের জন্য নয়।

আলি। তবে তোমাকে আমি কি পুরস্কারের প্রলোভন দেখাবো?

বিজয়। জনাবালি! ভাই নন্দলাল যখন আপনার ভৃত্য, তখন

আমিও আপনার ভৃত্য। পুরস্কার চাই না। কি করতে হবে আদেশ করুন।

আলি। আমার মাকে এই মতির মালাটী দিতে হবে, প্রতিশ্রুত হও, তবে তোমাকে আদেশ করি। নতুবা তোমার সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই।

বিজয়। তবে—দিন।

আলি। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তোমাকে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হয়ে, আমার ভাইকে এক পত্র দিতে হবে—পারবে?

বিজয়। পত্র দিন।

আলি। বীর! তুমি ভিন্ন অন্যের একাজ অসম্ভব।

বিজয়। পত্র দিন।

আলি। আমার সঙ্গে এস। লালসা! তোমার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক থেকে বাহু প্রসারে আমাকে সহায়তার প্রলোভন দেখাচ্ছ! অপদস্থ হবার ভয়ে পাটনায় ফিরে এসে, এখন আমি মসনদে পদ স্থাপনের জন্য পা বাড়াতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু হিন্দু! তুমি কি? এ রকম সৈন্য বল থাক্‌লে, আমি আজ দিল্লীর অধীশ্বর হতে পারতুম! কি প্রলোভনে তুমি চির দিনের পোষিত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করলে! একটা মৃৎপুত্তলির সম্মুখে নিজের সমস্ত পুরুষত্ব অঞ্জলি দিয়ে নিষ্ফল আলস্যে আত্মা মগ্ন করাই কি তোমার পরিণাম!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গৃহের সম্মুখ।

জালিম ও রমাবতী।

রমা। কিরে বালক, কিসের উল্লাস করছিস্? ওদিকে তোর বাপ যে নবাবের নকুরী নিলে!

জালিম। মিছে কথা মা!

রমা। আর মিছে কথা! এখনি দেখবি তোর বাবা, নবাব আলিবর্দ্দী দত্ত শৃঙ্খল গলায় দিয়ে তোকে আদর করতে আসছে।

(বিজয় ও নন্দলালের প্রবেশ।)

জালিম। হাঁ বাবা তুমি নাকি নবাবের নকুরী নিয়েছ?

বিজয়। কে বললে? নবাবের একান্ত অনুরোধে তাঁর একটা উপকার করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি।

রমা। হাতে ওটা কি?

বিজয়। নবাব তোমাকে এই মতির মালা উপহার দিয়েছেন।

রমা। আমাকে উপহার! কিসের জন্য? এ অসম্ভব কথায় আমি বিশ্বাস করব কেন?

নন্দ। না ভগিনী বিশ্বাস কর। নবাব তোমাকে কন্যা সম্বোধন করে এই মালা পরতে অনুরোধ করেছেন। আমরা কেহই নিতে চাইনি, কিন্তু রমা, নবাবের সাগ্রহ অনুরোধ আমরা এড়াতে পারিনি।

রমা। না ভাই, ও মালা আমি গ্রহণ করব না। আমার ভ্রাতৃ-জায়াকে প্রদান কর।

নন্দ। নবাবের অপমান ক'র না।

রমা। অপমান আমি কারও করছিনি। কিন্তু আমি কুলমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করে এ মালা গ্রহণ করতে পারি না। আমার দাদা-শ্বশুর নিজ হাতে বকুল ফুলের মালা রচনা করে, আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। দেবার সময় বলেছিলেন—"নাও বৌ! আমার কুল বধূ হয়ে, এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কর না। সমস্ত গজমতি একত্র করলেও এর সৌরভের কণাও তাতে খুঁজে পাবে না।" দাদা শ্বশুর বেঁচে থাক্‌লে যুদ্ধে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যালকওভগিনী-পতির মধ্যে যে কোন এক জনের জন্য রণাঙ্গনে আমাকে অশ্রু জল ফেল্‌তে হত। তোমার ভগিনী-পতির অধীন দুর্দ্ধষ মল্ল সৈন্যে বাংলা ভরে যেত।

বিজয়। তাঁর মিষ্ট বাক্যে আমি তাঁর উপহার প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। বেশ, আমি যখন এনেছি, তখন এ সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।

রমা। বেশ, আমি তোমার হাত থেকে গ্রহণ করছি। নিয়ে ভ্রাতৃজায়াকে উপহার দিচ্ছি।

বিজয়। তার পর শোন—আমি অঙ্গের অসাধ্য এক কাজ করতে নবাব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছি। সে কথা শুনে কাপুরুষের মত আমি না বল্‌তে পারিনি!

রমা। কি বল।

বিজয়। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হ'তে হবে; সেখানে উজীরের হাতে এক পত্র দিতে হবে।

জালিম। এই ত বাবা তুমি নকুরী করতে যাচ্ছ!

বিজয়। নকুরী নয়—অনুরোধ।

রমা। আমরা কেমন করে বিশ্বাস করব!

বিজয়। আমিই বা কেমন করে বিশ্বাস করাব!

রমা। বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জালিম। আমি ও যাব।

বিজয়। যাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য পথে অপেক্ষা করতে পারব না।

রমা। দরকার কি?

জালিম। দরকার কি?

নন্দ। না ভগিনী, এরূপ অসম্ভব কার্য্য কর না।

রমা। কিছু ভয় নেই ভাই, দেখব তোমার ভগিনী-পতি কত বড় সওয়ার। আমরা বসন্তের পাখী। যেখানে শীতের সমাগম সেখানে আমরা থাকতে পারি না।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

গ্রাম্য রমণীগণ।

গীত।

এস সোণার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে।
এস মা লক্ষ্মী বস মা লক্ষ্মী থাক মা লক্ষ্মী ঘরে॥
গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল, মাঠে মাঠে দেছ ধান;
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা, দুধের নদীতে তুলেছ বান।
টলমল করে নদীর জল, ধুয়ে নেছ জ্বর জ্বালা।
তোমারি যতনে সাজাম রতনে পরেছো ডিঙ্গার মালা।
সদা দুধে ভাতে রাখগো, অচলা হইয়া থাকগো।
তোমারই অন্ন অন্নপূর্ণা দিব মা তোমারি করে,
সাজাব তোমার সোণার অঙ্গ তোমারি কমল হারে॥

(ছদ্মবেশে সরফরাজ ও বাখর।)

সর। বাখর! গ্রাম্য রমণীরা কি গানের সুরে দেশের অপরূপ সৌভাগ্যের এক মোহিনীমূর্ত্তি অঙ্কিত করে চলে গেল!

বাখর। তাতো শুনলুম। আপনার মহামান্য পিতা ও মাতামহ যত্ন করে এই ছবি আঁকার রঙ সংগ্রহ করে চলে গেছেন, আপনিও যত্ন সহকারে এই ছবির সৌন্দর্য্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

সর। আমি! যদি কিছু দিন এই বাংলার মসনদে বসতে পাই, তা হ'লে এই ছবি আগ্রহের সঙ্গে চূর্ণ করে দেবো।

বাখর। একি বলছেন হুজুরালি!

সর। ওই মোহিনী মূর্ত্তির অন্তরালে, যবনিকার অপর পার্শ্বে কি বিভীষিকাময় মুখের দন্ত বিকাশ রমণীদের গানের লয়ের সঙ্গে দেখা দিয়ে গেল, সেটা বুঝতে পারলে না!

বাখর। কই হুজুরালি! সেটাত বুঝতে পারি নি!

সর। একটু নিবিষ্ট চিত্তে শুনলে বুঝতে পারতে। বাংলার সৌভাগ্য চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। ভাগ্যলক্ষ্মীর আর অগ্রসর হবার স্থান নাই। অথচ রাণী চঞ্চলা—সীমান্তে এসেও তার গতির নিবৃত্তি হবে না। সুতরাং সুজা খাঁর রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের অন্ত হল। ভাগ্যশ্রী বিপরীত পথে চলবার জন্য পা বাড়িয়েছে। এখন থেকে যে বাঙ্গলার নবাবী করবে, তার মত ভাগ্য-হীন আর নাই।

বাখর। এ সব আজগুবি ভাব, কোথা থেকে মনে আনছেন জনাবালি।

সর। মূর্খ একটু যত্ন করে প্রণিধান কর। রমণীরা কি বলে গেল, একটু নিবষ্ট চিত্তে যদি শুনতে, তা হ'লে দেশের দুর্দ্দশার আভাস বুঝতে পারতে।

বাখর। বাস্তবিকই ত আমি মূর্খ, একটু বুঝিয়ে বলুন জনাবালি।

সর। আমার মাতামহ টাকায় চার মন চাল বরাদ্দ করে, প্রজাদের পরিতোষের সহিত আহারের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর বিনানুমতিতে একটী তণ্ডুল কণা বাঙ্গলার বাইরে যেতে পেত না। ঢাকার নায়েব সুবেদার সায়েস্তা খাঁ এ কার্য্যে আমার মাতামহকেও পরাস্ত করেছে। তার সময়ে চাল এক দোয়ানিতে এক মন—টাকায় আটমন। যশোবন্ত রায় তাকেও পরাস্ত করে আরও অল্প মূল্যে চাল বেচবার ব্যবস্থা করেছিল। ফল কথা বিনামূল্যে অন্ন—ভিখারী ও নবাবের এক আহার! বুঝলে কি বাখর! বাঙ্গলার পর্ণকুটীর থেকে আরম্ভ করে, বিশাল অট্টালিকা পর্য্যন্ত মাতামহ ও পিতার কল্যাণে কেবল নবাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। অভাব চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে কার্য্য চলে গেছে। শুনলে না রমণীরা বল্‌লে কি! গৃহে গৃহে শক্তিমান পুরুষ প্রয়োজনাভাবে নিদ্রিত। দেখতে পেলে না মুরশিদাবাদের পথপার্শ্বের তরুতল মুরশিদাবাদের আম্রকানন কেবল নিদ্রিত নরনারীতে পূর্ণ। তাদের পার্শ্বে সবলকায় কুক্কুর ঘোর নিদ্রায় দেশের বিরাট আলস্যের দৃশ্য দেখাচ্ছে। যারা জেগে আছে, তারা নিদ্রিতের অপেক্ষাও সংজ্ঞাহীন। অত্যধিক মাদক সেবনে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে কেবল পরনিন্দায় সময় অতিবাহিত করছে।

বাখর। জাঁহাপনা! ঝড় উঠলো। আসুন, আপনার ভাগীরথী-তীরস্থ উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করি।

(নেপথ্যে) গেলরে গেলরে (শব্দ ও কোলাহল) মাঝী ভিড়ে যা কিনারায় লাগা)

সর। ব্যাপার কি বাখর?

বাখর। জনাবালি! এক ডিঙ্গি নদী গর্ভে ঝড়ে পড়েছে। গেল

গেল রাখতে পারলে না, মাঝীরা ঝাঁপ দিলে—আরোহী ডুবলো! একজন না দুই জন! হে খোদা রক্ষা কর!

সর। বাখর যে কোন উপায়ে আরোহীকে রক্ষা কর। তীরের নিকটে এসে প্রাণ হারাবে! রক্ষা কর।

বাখর। যো হুকুম জাঁহাপনা—খোদার নাম নিয়ে ঝাঁপ দিলুম, রক্ষা কর্ত্তা তিনি। [বাখরের ঝম্প প্রদান।

সর। আমিই বা দাঁড়িয়ে আছি কেন? যদি একজন বিপন্নকেও রক্ষা করতে পারি। তাইত! এই যে এক জন রমণী এ দিকে জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে! ঈশ্বর! বিপন্নকে দেখিয়েছো, সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করবার শক্তি দাও। [ঝম্প প্রদান।

(রমাবতীকে লইয়া সরফরাজের প্রবেশ।)

রমা। কি করলে ফকীর, আমার স্বামী প্রচণ্ড স্রোতে ভেসে গেছেন। আমার প্রাণ নদীর গর্ভে, আমার এ দেহ রক্ষা ক'রে কি করলেন! তীরের সমীপে এসে তিনি জলমগ্ন হয়েছেন।

সর। এস মা আমার সঙ্গে। ক্ষণেক এই তীর ভূমিতে অবস্থান কর, আমি আবার তোমার স্বামীর অন্বেষণে ভাগীরথী গর্ভে ঝাঁপ দিতে চল্লুম। শুধু একবার দেখবার অপেক্ষা। আশ্রয়ে অবস্থান কর বিবি সাহেব, আর ঈশ্বরের কাছে স্বামীর রক্ষা প্রার্থনা কর। শুধু তাঁর করুণা। করুণাময় করুণাময়! যে হস্তে রমণীকে রক্ষা করিয়েছো, দাসের সে হস্তের কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখ না।

রমা। রক্ষা কর ফকীর রক্ষা কর, তা হ'লে চিরদিন আমি তোমার কেনা হয়ে থাকবো।

[উভয়ে প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

(রমাবতী।)

রমা। তাইত! কি করলুম! অহঙ্কারে গর্ব্বে আত্মহারা হয়ে, স্বামীকে অবিশ্বাস ক'রে স্বামী পুত্র দু'টীকেই জাহ্নবীতে বিসর্জ্জন দিলুম! যিনি আমাকে রক্ষা করে আমার স্বামীকে রক্ষা করতে গেলেন; তিনিও ত এখনও ফিরিলেন না! আমার স্বামীর প্রাণ রাখতে তিনিও কি জলে নিমজ্জিত হলেন! কই কোথায় কিছুইত আর দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেলে প্রভু! কোথায় গেলি জালিম! কোথায় আপনি দয়াময়! ভাগীরথী! উন্মত্ত তরঙ্গ বক্ষে ধরে আজ তোর একি বিশ্বনাশিনী মূর্ত্তি মা! ফিরিয়ে দে, করজোড়ে তোর কাছে আমার ধর্ম্ম ভিক্ষা করি। মা আত্মহারা হয়ে, আমার আপনার সামগ্রীকে রক্ষা করতে আর একটী অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়েছি। মা! এক জন পর-দুঃখ-কাতর মুসলমান আমার দুঃখের কথা শুনে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে জলে ঝাঁপ খেয়েছেন। তিনি যদি না ফেরেন, আমার সর্ব্বস্ব যাবে—ধর্ম্ম যাবে! মা এই অধম কন্যাকে কোলে নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা কর। কই মা! এখনও ত কাউকে দেখতে পেলুম না—আর কি—কই—কে—কোথায়—কেউ ফিরলো না! জাহ্নবী! তবে তাদের সঙ্গে আমাকেও তোমার গর্ভে স্থান দাও।

(বাখর ও বিজয়ের প্রবেশ)

(পশ্চাৎ হইতে বিজয় সিংহ রমার হস্ত ধরিল)

বিজয়। কি কর রমা! আত্মঘাতিনী হও কেন! এই মহাত্মা ফকীরের কৃপায় প্রাণ পেয়েছি।

রমা। য়্যাঁ—ফিরেছ! ক্ষুধার্ত্ত উন্মত্ত দরিয়ার জঠর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ!

বিজয়। আমি এসেছি—জালিম কই?

রমা। জালিম আমার হস্তচ্যুত হয়ে, তোমার অন্বেষণে জাহ্নবী-গর্ভে চলে গেছে।

(জালিমের হস্ত ধারণ করিয়া সরফরাজের প্রবেশ।)

সর। কেন যাবে মা! ঈশ্বর যার প্রতি কৃপা করেন, তার কিছু যায় না। দুনিয়ার জীব তার নকুরি করতে অগ্রসর। দরিয়া তার আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় বস্তুকে তরঙ্গ বাহু দিয়ে তুলে ধরে। দেখ দেখি মা এটী কার সন্তান?

রমা। তাইত—তাইত! এ সব আপনি কি করলেন ফকীর! হজরৎ! ঐশ্বরিক সামর্থে শক্তিমান না হ'লে, কখন কেউ এ অসম্ভব কার্য্যত করতে পারে না!

(মাঝীর প্রবেশ।)

মাঝী। জাঁহাপনা! হুকুম।

সর। ছিপ নিয়ে চলে যাও। বাখর! দেখ দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথীরও চাঞ্চল্যের অবসান হ'ল।

বাখর। আজ যাও, কাল নবাব দরবারে বক্‌সিস্ পাবে।

[মাঝীর প্রস্থান।

বিজয়। জাঁহাপনা! নবাব? এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবের জন্য আপনি এই মহামূল্য জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন! হুজুরালি একটা বিষম অভিমান নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলুম। সে অভিমান চূর্ণ হ'ল। মনে করেছিলুম, আমি অন্নাভাবে মলেও নবাবের চাকরি গ্রহণ করব না। জাঁহাপনা সে অভিমান চূর্ণ করতে মানবের মূর্ত্তিতে সময়ে

সময়ে ছদ্মবেশী দেবতা পৃথিবীতে বিচরণ করেন তা জান্‌তুম না। হুজুরালি আমি আপনার গোলাম।

রম্ভা। আমারও অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। পাছে স্বামী নবাবের নকুরী গ্রহণ করেন, এই জন্য পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলুম। জনাবালি! এই নবীন বয়স এই সুকান্ত দেহ, এই অতুল ঐশ্বর্য্য যিনি এক নগন্য অপরিচিত বিপন্নের জন্য মুহূর্ত্তে দরিয়ায় বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম, তার তুল্য ফকীর তো আমি এ দুনিয়ায় আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! হজরৎ! আমি পুত্র ও স্বামী নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হলুম।

সর। বাখর! উপযুক্ত স্থান দিয়ে এদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নদী-তীর।

মর্ত্তজা, মালেকা ও গাউস খাঁ।

মর্ত্তজা। দেখ দোস্ত! সহরে প্রবেশ করবার আগে, এস একবার কোন লোকের কাছে মুরশিদাবাদের খবর নিই।

মালেকা। এখানে আমি এক জনের গান শুনলুম।

মর্ত্তজা। তার আশ্চর্য্য কি! রাহী লোক কত যাচ্ছে আসছে। হয়ত তার ভেতরে কেউ গান গাইছে।

মালেকা। সে রাহীর গান নয়। দিল্লী সহরে ঘরের বারান্দায় বসে একবার সেই ওস্তাদের গান শুনেছিলুম। আর আজকে শুনলুম।

গাউস। গানের কিছু কায়দা আছে নাকি মালেকা?

মালেকা। কায়দা? মেরি খসম! উস মাফিক উম্‌দা খেয়াল হাম কভি নেহি শুনা। আমি অনেক ওস্তাদের গান শুনেছি, কিন্তু এ রকম গানের কায়দা কখন শুনিনি।

মর্ত্তজা। তা হলে বোধ হয় ওই বাগানের ভেতর মজলিস্ চল্‌ছে।

মালেকা। না মেরি দোস্ত ও আদমিকো জুদা মজলিস হায়। যাঁহা ইয়ারকি চলতা, জবর ওস্তাদ হুঁয়া মিল্‌তা নেহি।

মর্ত্তজা। তুমি একজন সুর সমজওয়ালি। তুমি যখন বলছ, তখন রাহীও নয়, ওস্তাদ ও নয়, তাহলে দানাওনা কিছু হবে।

মালেকা। তা সে যা বল। আমি কিন্তু সে গলার আর এক খানি গান শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম, আজ বুঝি শুনলুম।

(নেপথ্যে)। ও জটী সাম্নুমানলে জাদিয়া খাঁগম তেরে শোয়ে—

মর্ত্তজা। ওই আস্‌ছে বিবি ? তোমার জবর ওস্তাদ এইদিকেই আস্‌ছে।

(পীরখাঁর প্রবেশ)

পীরখাঁ। ও জটী সাম্নুমান্‌লে জাদিয়া খাঁ গম্‌ তেরে—মেয় তেরে শোয়ে—নবাব আজ ফর্‌রা বাগে আস্‌ছে। সাতদিন ধরে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা কর্‌তে পারছি না। যত শালা ধড়িবাজ তাকে ঘেরাও করে রেখেছে, দেখা কর্‌তে পারছি না। কিন্তু কতদিন শালারা নবাবকে লুকিয়ে রাখ্‌বে ? আমি পীরখাঁ কালোয়াত, আমাকে ফাঁকী দেওয়া কি খেসো বুদ্ধি উজীরের কাজ ! কেমন ? আজত নবাবকে বেরুতে হল—কই লুকিয়ে রাখতে পারলে না ! (গীত) এ জটী ইত্যাদি।

মর্ত্তজা। কি বিবি ওস্তাদ ত মিললো, এইবার একবার তার সঙ্গে মুলাকাত কর।

মালেকা। তাইত, শুনতে কি ভুল করলুম ? দিল্লীতে বাড়ীর বারান্দায় বসে, দূর প্রান্তর থেকে যে দেব কণ্ঠের সঙ্গীত শুনেছি, সে মধুর ভজন শুনে অবধি দিল্লীর সমস্ত ওস্তাদের ওস্তাদী আমার কাছে ছেলেখেলা বলে বোধ হয়েছে। মনে হল, বাংলার দরিয়া এতদিন পরে সেই সুরের প্রতিধ্বনি আমার কাণে তুললে ! তাইত !

গাউস। বন্ধু ! ওকেই একবার সহরের খবরটা জিজ্ঞাসা করনা কেন !

মর্ত্তজা। মিয়া সাহেব সেলাম। আপনি কি সহর থেকে আস্‌ছেন ?

পীরখাঁ। সে খবরে তোমার দরকার কি ?

মর্ত্তজা। দরকার না থাক্‌লে জিজ্ঞাসা করব কেন?

পীরখাঁ। কেয়া বেয়াদব?

মর্ত্তজা। আচ্ছা মিয়া বেয়াদবি বোধ হয় মাফ্ কর।

পীরখাঁ। কেয়া—মাফ্ করেগা! বদ্‌মাস ডাকু রাহাজান—মাফ করেগা!

মর্ত্তজা। তব কি ফাঁসি দেগা ভেইয়া?

পীরখাঁ। কি বেয়াদব—ভেইয়া!

মর্ত্তজা। তবে সেঁইয়া।

পীরখাঁ। কেয়া উল্লুক! তেরা মরণেকো পর্ উঠা?

মর্ত্তজা। কই, আভিত দেখতা নেই মিয়া!

গাউস। মাফ্ কিজিয়ে মিয়া সাহেব, উ বাউরা হায়, আপ চলা যাইয়ে।

পীরখাঁ। কেয়া! হাম চলা যাগা, আর তোম রহেগা?

গাউস। বেশ, তাহলে তোমার যা খুসী তাই করো।

পীর। কেয়া, তোমকো হুকুমসে করেগা?

গাউস। তোমাকে ভ্যালা খবর নিতে বলুম তো বন্ধু! একি বিপদ্?

মর্ত্তজা। বিবি সাহেব! একটী ঝকমারী করে ফেলেছি। দয়া করে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

মালেকা। ওস্তাদ! মাফ্ কিজিয়ে। ইন লোগকো কুছ কসুর নেহি হায়। আপকো কালোয়াতি গান শুন্‌কে ইন্‌লোগ বাউরা হোগিয়া।

পীরখাঁ। সচ্? ইয়ে—সচ্?

মালেকা। আপ্ সিন্ধু-ভৈরবীকো পর বাঁরোয়াকো করতব লাগায়া—জান উখাড় যাত্মা সা'ব

পীরখাঁ। ইয়ে—আপ্‌ত সমজদারণী মালুম হোতা!

মালেকা। আপ্‌কো মেহেরবানিসে থোড়ি সমজদারণী হুঁ।

পীরখাঁ। বহুত আচ্ছা, থোড়া সবুর—হাম আভি ফিন্‌ আওয়েঙ্গে—থোড়া সবুর। মেয় তেরে মেয় তেরে। আপকো বড়া জোর নসীব হ্যায়। মেয় তের শোয়ে। আপ্‌ বেগম বন্‌ যায়েঙ্গি।

মালেকা। আপ্‌কো মেহেরবানি হ্যায়ত চট্‌ বন্‌ যাই।

পীরখাঁ। আলবৎ—আলবৎ—আলবৎ—থোড়া সবুর! আল্‌বৎ মেহেরবানি হোগা—হামারি একঠো বড়া জরুরী কাম হ্যায়। মেয় তেরে। মেয় ছোটে আদমী নেহি—ফৌজদার—সম্‌ঝা?

মালেকা। উত বাঁদী পহেলা সমঝ লিয়া হুজুরালি!

পীর। বহুত আচ্ছা—থোড়া সবুর—মেয় তেরে মেয় তেরে শোয়ে। (প্রস্থান)

গাউস। আর সবুর কেন দোস্ত, এইবেলা সরে পড়া যাক্‌ চল। একি সহসা আলোকমালায় ভাগীরথী-বক্ষ উজ্জলিত হয়ে উঠলো যে!

মালেকা। বাঃ—বাঃ—সহরের কি শোভা! মরি মরি! ভাগ্যে অপেক্ষা করেছিলুম, নইলে ত এ শোভা দেখ্‌তে পেতুম না! আজ সহরে যাবার বাসনা পরিত্যাগ ক'রে এস আমরা এই নির্জ্জনে বসে শ্রীময়ী মুরশিদাবাদ নগরীকে দেখি।

গাউস। বেশ দেখ। দিল্লীর বায়ু এত উষ্ণ হয়ে উঠলো যে, আর সহ্য করতে পারলুম না। তাই আর দিল্লীতে থাক্‌তে প্রবৃত্তি হ'ল না। মনের দুঃখে মুরশিদাবাদে—ক্ষুদ্র সুবেদারের মুরশিদাবাদে অদৃষ্ট পরীক্ষা কর্‌তে চলেছি। এখানে আস্‌তেই এই প্রথম আলোক-উল্লাস দেখলুম। দিল্লীতে আর তা দেখবার আশা নেই। নীল যমুনা অন্ধকার মেখে এখন কালিন্দী হয়েছে। এখানেও এ উল্লাস আর দেখ্‌তে পাব কিনা বল্‌তে পারি না। তাহ'লে দেখ মালেকা,

বেশ ক'রে এ শোভা দেখে নাও। নয়নাকর্ষণ করেছে, নয়ন নিমীলিত করনা।

মর্ত্তজা। বেশ, তোমরা একটু বিশ্রাম কর, আমি একবার এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে দেখে আসি।

গাউস। বেশী বিলম্ব করনা বন্ধু। কি জানি যদি এখানে থাকবার সুবিধা বোধ না করি, তা হলে অন্যত্র যেতে হবে।

মর্ত্তজা। যদি একান্ত বিলম্ব দেখ, তা হ'লে আমাকে ঐ বাগানের কাছেই সন্ধান কর। আমি ও জায়গার নিকট ছেড়ে অন্যত্র যাব না।

[প্রস্থান।

গাউস। মালেকা! সেই লোকটা আস্‌ছে না! সঙ্গে দু'পাঁচজন অস্ত্রধারী সৈন্য দেখছি যে!

মালেকা। তাইত! পাপিষ্ঠের মনে দুরভিসন্ধি আছে নাকি!

গাউস। বুঝ্‌তে পারছি না মালেকা! চল স্থান ত্যাগ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর, পীরখাঁ ও সৈন্যগণ।)

পীরখাঁ। দেখ্‌লে আপনার তাক্ লেগে যাবে।

উজীর। তাতো যাবে—কই দেখান।

পীরখাঁ। কিন্তু আমাকে হুগলীর ফৌজদারীতে ফের বহাল কর্‌তে হবে জনাবালি!

উজীর। সেত বললুম—আর কতবার বলব। আপনি আমার মন জুগিয়ে চলুন, দেখুন আমি আপনাকে খুসী করতে পারি কিনা।

পীরখাঁ। মেয় তেরে—মেয় তেরে শোয়ে।

উজীর। তেরে তেরে করলেত হবে না! কোথায় সে বিবিকে দেখেছেন দেখান।

পীরখাঁ। এই যে দেখাচ্ছি জনাব! বিবি সাহেব! তাইত এই খানেইত দেখেছিলুম!

উজীর। তবেই আপনার ফৌজদারী হয়েছে। আপনার কেবল দমবাজী?

পীরখাঁ। তাইত! কি হল! ও বিবি সাহেব! ও বারোয়াঁ বিবি সাহেব!

উজীর। আপনার সমুদয় কথাই মিথ্যা!

পীরখাঁ। নেহি নেহি জনাবালি—কভি নেহি। কভি নেহি। এ বিবি! কোথা গেলি? এ সুর সমজওয়ালী—কাঁহা গেলি?

উজীর! মাঝি! (মাঝির প্রবেশ) একজন আওরৎকে দেখেছিস্?

মাঝি। হ্যাঁ হুজুর, দেখেছি।

উজীর।. সেকি পার হয়ে গেছে?

মাঝি। আজ্ঞে না হুজুর পার হয়নি। তার সঙ্গে আর দুজন আদমী আছে।

পীরখাঁ। কি জনাবালি. মিথ্যা কথা?

মাঝি। তারা একটু আগে এইখানেই ছিল। তারা এপারেই আছে।

উজীর। আচ্ছা যা। হুঁসিয়ার আজ আর কাউকেও পার করিস নি! না ওস্তাদ আপনার কথা সত্য। (মাঝির প্রস্থান) তারা আমাদের দূরে থেকে দেখ্‌তে পেয়েছে। দেখে সরেছে! আমি তাদের পাকড়াও করবার দোসরা ব্যবস্থা করছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

পীর। যো হুকুম যো হুকুম জনাবালি!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তরুতল।

হায়দারি।

গীত।

তুঝ্ সে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া,
যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।

হায়। এস প্রিয় এস মধুময়! শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'র্‌তে একবার এস। এস প্রিয়র প্রিয় তোমরা কোথা আছ একবার এস। আমি তোমাদের পেয়ে আমার প্রিয়ের আগমন সুখ অনুভব করি। দুনিয়ার যেদিকে চাচ্ছি, সেই দিকেই যেন একটা অসহ্য উত্তাপ আমার চোখের জ্বালা উৎপন্ন কর্‌ছে। কোথায় আছিস্ আয় ভাই—তোরা কোথা আছিস্ আয়। আলিঙ্গিতে, বাহু প্রসারিয়ে আমি ব্যাকুল প্রত্যাশী বসে আছি।

(গাউস খাঁ ও মালেকার প্রবেশ।)

গাউস। তাই ত মালেকা করি কি? অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, বন্ধু ত ফির্‌ল না। আমরা জায়গা ছেড়ে চলে এসেছি, সে হয় ত আমাদের খুঁজ্‌ছে; আমার ত তাকে খোঁজা কর্ত্তব্য?

মালেকা। সে কথা আর ব'ল্‌তে!

গাউস। কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি কেমন করে, অথচ তোমায় কোথাও রেখে যেতে সাহস কর্‌ছি না। বুঝ্‌তে পার্‌ছি এ নবাবটী বড়ই কুৎসিৎ চরিত্রের লোক।

হায়। কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

গাউস। তাই ত! কে একজন গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে না।

মালেকা। 'তাই ত দেখ্‌ছি।

হায়। দেখ্‌ পাগলা! নিজে প্রত্যক্ষ না জেনে, কখন কারও ওপর দোষারোপ করা উচিত নয়। দিব্য দিবালোকে উন্মুক্ত চক্ষুই যে অনেক সময় ভুল দেখে তা জানিস্‌! তবে যাকে দেখিস্‌নি কখন যার সঙ্গে ব্যবহার করিস্‌নি, তার চরিত্র সমালোচনা করে অপরাধী হ'স্‌ কেন?

গাউস। তাই ত! এ ত এক ফকীর! কিন্তু ফকীর কি ব'ল্‌লে! কাকে ব'ল্‌লে! একি আমাকে! আমিও ত যাকে দেখিনি, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষে এক দিনের জন্যও কোন ব্যবহার বিনিময় করিনি, তার চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলুম! হজরৎ—সেলাম!

হায়। সেলাম!

গাউস। আপনি ত দেখ্‌ছি একা—তবে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন?

হায়। তুমিও ত দেখ্‌ছি একা, তবে তুমি কার সঙ্গে কথা কইছিলে?

গাউস। আমার সঙ্গী আছে।

হায়। আমারও সঙ্গী আছে।

গাউস। কই আর কাউকেও দেখ্‌তে ত পাচ্ছি না!

হায়। তবে একা!

মালেকা। এঁকে ত ফকীর দেখ্‌ছি। তা হ'লে আমাকে এঁরই আশ্রয়ে রেখে যাও না!

গাউস। তুমি কি পাগল হ'লে মালেকা! নবাবের অসংখ্য অনুচর। তারা তোমাকে ধ'র্‌তে এলে, উনি কি রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন? মাঝ থেকে ফকীর সাহেবকে বিব্রত ক'র্‌বে কেন?

মালেকা। তুমি ও একা। নবাবের লোক যদি আমায় ধর্‌তে আসে, তুমি কি রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে ?

গাউস। জান যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ত কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না।

মালেকা। তাতে আমার লাভ কি ? তোমার জান গেলে ত আমার গায়ে হাত দেবে। তখন তোমার শোক আর ইজ্জতের ভয়, দু'য়ে পড়ে আমাকে যে পাগল ক'রে তুল্‌বে তার কি! যদি সঙ্গে মর্‌বার সুবিধা না পাই!

গাউস। তাই ত, ঠিক ব'লেছ ত মালেকা!

মালেকা। ধর্ম্মবলকে সন্দেহ কর কেন ?

গাউস। ফকীর সাহেব! আমার স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় দেবেন ?

হায়। আমার আশ্রয়ে রাখ্‌তে সাহস হবে ?

গাউস। নিরুপায়ে সাহস ক'র্‌তে হচ্ছে।

হায়। তা হ'লে, রেখে যাও।

মালেকা। আমার মন বল্‌ছে আপনার আশ্রয়ে থাক্‌লে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ব।

হায়। তোমার মনকে তুমি বিশ্বাস কর ?

মালেকা। বিশ্বাস করা উচিত কি অনুচিত, আপনি বলে দিন জনাবালি!

হায়। তা আমি বল্‌তে পার্‌ব না বিবি! বিশ্বাস কর—থাক্‌তে পার। তা নইলে, যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে, তোমার স্বামী মনকে কিছু না বলে, এ গরীব ফকীরকে যেন উৎপীড়ন না করে।

মালেকা। কি ক'র্‌বো হুকুম কর।

গাউস। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ফকীরের কাছেই থাক।

মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে হজরৎ আমি আমার স্ত্রীকে আপনার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম।

হায়। কতক্ষণে ফিরবে মিয়া ?

গাউস। তা কেমন ক'রে ব'লব জনাবালি! যাচ্ছি, ফেরাফিরি ঈশ্বরের হাত। ক্ষণ হ'তে পারে, দিন হ'তে পারে, বরাবর হ'তে পারে। যদি না ফিরি আপনার কাছেই থাক্‌বে।

হায়। বেশ, রেখে যাও। (গাউসের প্রস্থান) এস মা, কাছে এস।

মালেকা। একটু চিন্তায় পড়্‌লুম যে হজরৎ! স্বামী কি বিপদে পড়্‌বেন।

হায়। সে চিন্তায় লাভ কি মা! তোমার স্বামী ফেরে, আবার তার সঙ্গী হবে, না ফেরে আমার সঙ্গী হবে। এই তোমার স্বামী তোমাকে আমার কাছে এক রকম গছিয়েই গেল! নাও মা, বসে একটী গান শোনাও দেখি। বহুক্ষণ তপ্ত মরু-ভূমিতে ঘুরে প্রাণটা আমার নীরস হ'য়ে গেছে।

মালেকা। আমি গান গাইব!

হায়। কেন দোষ কি ?

মালেকা। আমি গান জানি, আপনি জান্‌লেন কেমন ক'রে ?

হায়। আমার জান্‌বার প্রয়োজন নেই। তুমিই জান, তুমি জান কিনা।

মালেকা। অতি সামান্যই জানি।

হায়। বেশ, অতি সামান্যই গাও।

মালেকা। কি গান গাইব ?

হায়। তোমার যা খুসী।

মালেকা। না বাবা! আপনি বাৎলে দিন।

হায়। বেশ, দিল্লীতে নিজের বাড়ীর বারান্দায় বসে, এক দিন যে গান শোন্‌বার জন্য তুমি ব্যাকুল হ'য়ে ছিলে, সেই গান গাও।

মালেকা। (পদতলে পড়িয়া) হজরৎ! উ আপ্ হায়!

হায়। ওঠ মা! আমার পিপাসিত কর্ণকে শীতল কর।

মালেকা। সে গান জানিনা যে বাবা!

হায়। আপনিই স্ফুরণ হবে—প্রথম কলি ত জানা আছে। গাও।

মালেকা। যো হুকুম হজরৎ।

গীত।

মনুয়া তেরী গুজর গেঁই গুজরাণ রে।
কই দিন সঙ্গে তঙ্গে রহেনা, কই দিন শাল দোশালা অঙ্গে,
কই দিন ভালো চঙ্গে রহেনা, কই দিন যব ভগবান রে॥
কই দিন রিধা সিধা খাদা, কই দিন দুধ মলিদে খাদা,
কই দিন পাত পাতোড়া বাধা, কই দিন তোড়া তান রে।
কই দিন মহল দু মহলামে ঠারি, কই দিন বাগ বাগিচে বাড়ী,
কই দিন রহেনা জঙ্গল ঝাড়ি, কই দিন ঝাড় ময়দান রে।
হিলি মিলি রহেনা দেখে খানা, নেকী কাম শিখাতে রহেনা,
জাগরিত রহেনা রহেনা কি স্বপনা এহি গাত মস্তান রে॥

নেপথ্যে। চার দিকের মোহাড়া আগলাও। আর পালাবে কোথা?

মালেকা। বাবা! আমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে যে!

হায়। এতক্ষণ তোমার সন্ধান ক'র্‌তে পারেনি। তোমার গান শুনে সন্ধান পেয়েছে।

মালেকা। আপনি যে গান গাইতে হুকুম কর্‌লেন!

হায়। তোমার গান শুন্‌তে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল। তোমার গান শুনবো বলে একদিন আমি ব্যাকুল হয়ে দিল্লীর প্রান্তরে বেড়িয়েছি।

মালেকা। তারপর ?

হায়। তার পর খোদা।

মালেকা। তাহ'লে আপনি গাইয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলেন বলুন।

হায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন ? তুমি বুদ্ধিমতী, নিজেইত বুঝ্‌তে পারছ।

মালেকা। হা আল্লা! কি করলুম! তা হ'লে নবাবের লোক ধরতে এলে আপনি নিষেধ করবেন না ?

হায়। নিষেধ করলে, তারা শুন্‌বে কেন ?

মালেকা। বাধা দেবেন না ?

হায়। বাধা দেবার আমার ক্ষমতা কি ?

মালেকা। তা হ'লে কথার মারপেঁচে আমার স্বামীকে প্রতারিত করলেন!

হায়। কথা এক—শুধু তার মারপেঁচেইত দুনিয়া চলছে মা!

মালেকা। দোহাই হজরৎ আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

হায়। রক্ষাকর্ত্তা ঈশ্বর!

মালেকা। দোহাই হজরৎ আপনি ইচ্ছা কর্‌লেই পারেন।

হায়। যাতে আমার অনধিকার, তা করব কেন ?

মালেকা। তাইত! কি করলুম! স্বামী যে আমাকে কাছ ছাড়া করতে চাননি! আমিই যে উপযাচিকা হয়ে, তাঁকে এর কাছে রেখে যেতে বাধ্য করলুম!

নেপথ্যে। বাতী বাতী—একটা বাতী।

মালেকা। পালাবো না, পালিয়েই বা এদের হাত থেকে কেমন করে নিস্তার পাব! ফকীর যদি নবাবের গুপ্তচর হয়, তা হ'লেত পালাবার চেষ্টা করাই বৃথা। না, না মন! বিশ্বাস ক'রে মহতের

আশ্রয় নিলি, আশ্রয় পেয়ে বিশ্বাস ফেলেদিস্ কেন? নে এই ছদ্মবেশী গুরুর পদপ্রান্ত হতে পরিত্যক্ত বিশ্বাস আবার কুড়িয়ে নেঁ।

(নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। তোরা সব দূরে দাঁড়িয়ে থাক, গোলমাল করিস নি! আমি সহজেই কাজ নিষ্পত্তি করছি। ধরবে ত পুঁটীমাছ, তাতে বিশ পঞ্চাশটা পোলো বেরিয়েছে। একটা খুচরো বাই আগে থাকতেই সুপথ চিনে দুটো উচক্কা ছোঁড়ার সঙ্গে বাড়ীর বার হয়েছে তাকে ধরতে কতকগুলো মামদোয় পড়ে যেন দামড়া লাফ লাফাচ্ছে। নে সব ওইখানে খাড়া থাক্। বা! বা! তাইত বলি কোথায় ছুঁড়ীটা গেল। খবর পাবা মাত্রই ছুটেছি। লোকের ঘর, পথ ঘাট চটি মাঠ আতিপাতি করে খুঁজেছি। আমাদের ঘরের লোকের কাছে আটকা পড়েছে তা কেমন ক'রে জানবো! আর কষ্ট কেন সা'জী হুকুম কর, বিবিকে তুলে নিয়ে যাই।

হায়। যাও মা!

মালেকা! কোথায় যাব?

হায়। এই বিবিকে জিজ্ঞাসা কর।

মালেকা। কোথায় যাব বিবি?

নাকী। সমস্তই বুঝে ন্যাকা সাজছ কেন! এর পরে কি তুমি আমাকে তোমার দৌলতের বকরা দেবে? সাঁইজী। বিবিকে একটু আশীর্ব্বাদ দিয়ে দাও, যেন যাবা মাত্রেই নবাব সাহেবের সুনয়নে পড়ে।

হায়। বেশ আশীর্ব্বাদ করছি।

নাকী। বস্। তবে আর কি ফকীরের আশীর্ব্বাদ—খাঁটী পটোল—ফলের সঙ্গে ফুল—নাও চল।

মালেকা। এই ও শয়তানি! আমায় ছুঁস্‌নি।

নাকী। কি ফকির সাহেব! তোমার সুমুখে কি জবরদস্তি করে নিয়ে যেতে হবে?

হায়। মা! ওরা বল প্রয়োগ কর্‌লে, তুমি ত আত্মরক্ষা করতে পারিবে না।

মালেকা। আপনি যেতে বল্‌ছেন্?

হায়। যেতে দোষ কি!

মালেকা। ফকীর! তোমায় যে হজরৎ বলে সম্বোধন করেছিলুম, গুরু বলে আশ্রয় নিয়েছিলুম!

হায়। ভুল করেছিলে মা! হজরৎ তোমার হৃদয়ে, তাঁর আশ্রয় নাও।

মালেকা। ভাল, সেলাম।

হায়। সেলাম।

(বেগে পীর খাঁর প্রবেশ)

পার। মিলেছে বিবি, মিলেছে?

নাকী। মিলবেনাতো কি কালোয়াৎ সাহেব! নাকীর নাকে রূপের গন্ধ—মিলবে না!

পার। ইয়া আল্লা—মাসাল্লা! এ জটী সামুমান্‌লে জাদিয়া খাঁ গম তেরে মেয় তেরে।

নাকী। শুধু তেরে করলে হবে না। শিগ্‌গির উজীর সাহেবকে খবর দাও।

[পীরখাঁর প্রস্থান।

মালেকা। তাইত কি করলুম! অনাশ্রিতা হ'য়ে কাকে ধরলুম! মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে ফকীর তোমাকে আপনার জ্ঞান করেছিলুম। সেই মন টলছে, কত বিভীষিকার কথা আমার কানে তুলছে। খোদা

তুমি আছ, হৃদয় মাঝে স্ত্রধরে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মনকে টান দিচ্ছ। জীবের মঙ্গল বিধাতা! শুধু তোমার ভরসা।

[হায়দারি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হায়। একদিন না একদিন ঘরের মন ঘরে ফিরবে। তবে সাহস করে হৃদয় ধ'রে যা মালেকা চলে যা। সাহস হারালে সব হারাবি। সাহস ধ'রে দুনিয়া পাবি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানের বহির্ভাগ।

বাথর ও সর্‌ফরাজ।

সর্। দেখ্ বাথর! প্রথম দিনটে আমি ছদ্মবেশে এলুম।

বাথর। বেশ করেছেন জাঁহাপনা।

সর্। এখনও দরবারে বসিনি; সুতরাং এখনি এত প্রকাশ্য হওয়াটা ভাল নয়।

বাথর। তাতো ঠিক কথা।

সর্। তবে আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে উজীর এত রোসনাই করলে কেন?

বাথর। তাতে কি! লোকে জানছে কাল নবাব দরবারে বসবেন, তাই সহরে আজ আলো দিয়েছে।

সর্। দেখ্, ফর্‌রাবাগে আমি এর পূর্ব্বে কখন আসিনি।

বাথর। কেন জাহাপনা?

সর্‌। পিতার কুকীর্ত্তির লীলাভূমি ব'লে মা আমাকে আস্‌তে দিতেন না।

বাখর। আপনি এখানে থাক্‌তে পারবেন না।

সর। রাবিয়া নিশ্চয়ই খুব কাঁদছে।

বাখর। না হুজুরালি, আপনি কিছুতেই এখানে থাক্‌তে পারবেন না।

সর। কেন পারবো না! না পারলে আমার নবাবী থাকবে না। নবাবরা ত দুশো পাঁচশো বেগম রাখে। তবে রাবিয়া কাঁদবে কেন? আমি পোনেরশো বেগম রাখবো।

বাখর। না ম'লে, আমিও তা দেখবো।

সর। বেশ তুই যা, উজীর কি আনলে খোঁজ নে। আমি ততক্ষণ এদিক ওদিক একটু বেড়িয়ে বেড়াই। (বাখরের প্রস্থান) তাই ত কি করি! বাগান ভরা ফুল এক সঙ্গে ফুটেও এখানকার অপবিত্রতার গন্ধ দূর করতে পারছে না। কিন্তু রাজ্য! বড় প্রলোভনে আমাকে আকর্ষণ করছে! রাবিয়া কাঁদছে—কি জ্ঞান হারা হয়ে আমার অনুসরণ করেছে, তারই বা ঠিক্ কি? কিন্তু প্রলোভন রাজ্যের প্রলোভন! কই রাবিয়া তুমিও ত বল্‌তে পারলে না! রাজ্যের প্রলোভন তুমিও ত ত্যাগ করতে পারলে না! আমার ইচ্ছার ওপর ভার দিলে কেন? কেন বললে না, আমি রাজ্য চাই না, তোমায় চাই। আর হয় না—লীলারসরসে ডুব দিতে আমি মধ্য সরোবরে এসে পড়েছি। আর হয় না! যদি এসো ফিরে যাও। যদি একান্ত তীরে ফিরতে চাও—খোদার আশ্রয় লও।

(মর্ত্তজার প্রবেশ)

মর্ত্তজা। জনাবালি!

সর। কে আপনি?

মর্ত্তুজা। আমি বিদেশী।

সর। কোথায় আপনার বাস?

মর্ত্তুজা। বাস পূর্ব্বে বোখারায় ছিল; বহুকাল দিল্লীতে ছিলুম।

সর। এখানে কি মনে করে এসেছেন?

মর্ত্তুজা। মনে যে একটা বিশেষ কিছু ক'রে আসা, তা বলতে পারি না। আমার একটী বন্ধু নবাব সরকারে চাকরীর চেষ্টায় এসেছেন। আমি তার সঙ্গে এসেছি। এখানে পৌঁছিতে রাত্রি হয়ে গেল। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আছে। অপরিচিত স্থান বলে তিনি পার হ'তে ইচ্ছা করলেন না। তাই আজ রাত্রের মতন আমরা এখানে রয়ে গেলুম।

সর। কিছু কি জান্তে চাচ্ছিলেন?

মর্ত্তুজা। আপনি এখানকার কে?

সর। আপনি কি নবাবের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন?

মর্ত্তুজা। তাঁর চরিত্র না জান্লে, দেখা ক'রে কি ক'র্ব?

সর। তবে আমার কাছে আপনার বন্ধুর স্ত্রীর কথা তুল্লেন যে!

মর্ত্তুজা। আপনা হ'তে কোনও অনিষ্ট হবে না। আমি লোকের মুখ দেখে মন বুঝ্তে পারি।

(গাউস খাঁর প্রবেশ)

মর্ত্তুজা। একি বন্ধু, তুমি এখানে যে!

গাউস। যাক্, অবশেষে অন্ততঃ তোমাকেও খুঁজে পেয়েছি। কাছে এস শোন।

মর্ত্তুজা। মালেকাকে কার কাছে রেখে এলে?

গাউস। বলছি কাছে এস শোন।

মর্ত্তুজা। তুমি নিঃসঙ্কোচে এঁর কাছে বল্তে পার। এঁকে আমাদের একজন বন্ধু বলেই মনে কর।

গাউস। বিশ্বাস ক'র না।

সর। বলত ভাই, তোমার নির্ব্বোধ বন্ধুকে বুঝিয়ে বলত। ও মুখ দেখে লোকের মন বুঝ্‌তে পারে।

মর্ত্তজা। ব্যাপার খানা কি বল। ভীরুর মতন গোপনে বল্‌তে চাচ্ছ কেন?

গাউস। পাষণ্ড নবাব লোক দিয়ে আমার স্ত্রীকে ধরে এনেছে।

মর্ত্তজা। তুমি কি মরেছিলে?

গাউস। তোমার ফিরতে বিলম্ব দেখে আমি তোমাকে খুঁজতে এসেছিলুম।

মর্ত্তজা। স্ত্রীকে একলা রেখে!

গাউস। তবে আর বলছি কি দুনিয়াকে বিশ্বাস ক'র না! এক ফকীরের আশ্রয়ে তাকে রেখে এসেছিলুম।

সর। এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার হল কেন মিয়া? যে নিজে আশ্রয়-হীন তার আশ্রয়ে তুমি কি বিশ্বাসে স্ত্রীকে রেখে এলে?

গাউস। বিশ্বাস! কি বিশ্বাসে রেখে এসেছিলুম, তা শুনলে আপনি আমাকে পাগল বলবেন। কথার কৌশলে ফকীর আমার ও আমার স্ত্রীর মনে এমন একটা অপূর্ব্ব বিশ্বাস উৎপন্ন করে দিলে যে, স্ত্রীকে তার আশ্রয়ে রেখে দিলুম। রেখে যেন নিশ্চিন্ত হলুম। মনে হ'ল, দুনিয়ার কোন শক্তিমান তার কাছ থেকে আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তারপর ফিরে এসে দেখলুম ফকীরও নেই, স্ত্রীও নেই। শুনলুম নবাবের লোকের হাতে আমার স্ত্রীকে দিয়ে ফকীর সরে পড়েছে।

সর। ফকীর না থাক্‌তে পারে, তোমার স্ত্রী না থাকতে পারে; কিন্তু তুমি ত আছ? তোমার মন ত আছে? সে মনে একবার বিশ্বাসের বীজ বপন করে আবার তাকে তুলে ফেলছ কেন? ফুলের

সৌগন্ধে আপনাকে সুখী করতে ধৈর্য্য না থাকে, অন্ততঃ অঙ্কুর বেরুবার অবসর দাও।

মর্ত্তজা। মিয়া সাহেব! এ গরীবের একটা আবেদন শুনবেন?

সর। কি বলুন।

মর্ত্তজা। আপনার সেরেস্তায় এ গোলামকে একটা নকুরি দেবেন?

সর। আমার সেরেস্তায়! কি কাজ করবে মিয়া?

মর্ত্তজা। যা বলবেন—নকলনবিসী—তাও না দিতে চান, সামান্য ভৃত্য যে কাজ করে সেই কাজ।

সর। তা হ'লে মিনি মাইনেতেও রাজী নাকি মিয়া?

মর্ত্তজা। তাতেই যদি আপনার মত হয়, তাই!

সর। গরীবের প্রতি এত মেহেরবানি কেন মিয়া?

মর্ত্তজা। আপনি দেবেন কি না বলুন?

সর। নবাব সরকারে চাকরি কর ত দিতে পারি।

মর্ত্তজা। নবাব! আমি যদি তাকে দেখতে পাই, এখনি আমার বন্ধুর অপমানের শোধ নিই।

সর। তোমার কি মিয়া?

গাউস। যদি দেখিয়ে দিতে পারেন, আজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকি।

সর। তা হ'লে চল আগে নবাবকেই দেখিয়ে দিই।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নাচঘর।

পীর খাঁ ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

ভেল রঙ্গিলা আঁখি সখীরি দীঘল রজনী জাগি।
হিয়া থির নেহি, ঘন কম্পই, পিয়া পরশ অনুরাগী॥
অঙ্গহি মোচড়ি, চলত গির পড়ি, ক্যায়সে রহব উনে ছোড়ি—
শিথিল কবরী ভেলি, রাঙ্গা বাস খসি গেলি, ভাগল মদন দুখ ভাগী।
মরম সরম ছোড়ি পিয়া লাগি পিয়া লাগি॥

(আহম্মদ ও বাখর খাঁর প্রবেশ)

আহ। এ কেলোয়াৎ সাব্, গান বন্ধ করুন, হুজুরালি আস্‌ছেন।
পীর খাঁ। হুজুরালি হুজুরালি!

(নর্ত্তকীগণের প্রতি শিখাইবার ইঙ্গিত)

আহ। দেখুন আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে চললুম। হুজুরালি এলে যেন ফুর্ত্তির কোন ক্রটী না হয়। আর দেখুন, সেই নয়া বিবি এলে, তাকে তোমরা সব বেগমের মতন আদর করবে।

বাখর। যো হুকুম। তবে কালোয়াৎ সাহেবকে একটা কথা বলে যান। কোথায় কিছু নেই হঠাৎ কথার মাঝ খানে যেন ম্যায় তেরে করে না ওঠেন।

পীর। নেহি জনাবালি! গোলাম ত বেতমিজ নেহি হ্যায়। বেতালা হাম কভি নেহি যায়েঙ্গে।

বাখর। ওইটে আপনি বুঝিয়ে বলে যান। না হ'লে মজলিসের

মাঝ খানে পাঁচটা রংদার কথার ভেতরে মেয়তেরে করে পেটের পিলে যে চমকিয়ে দেবেন, তা হবে না।

আহা। আহা! কালোয়াৎ সাহেবকে কিছুই বলে দিতে হবে না। কালোয়াৎ সাহেব তালে ঠিক আছেন!

বাখর। বস্, তা হ'লেই হ'ল!

[আহম্মদের প্রস্থান।

পীর। কেয়া হাম আনাড়ি হ্যায়!

বাখর। আরে আপ্ আনাড়ি হবে কেন ফৌজদার সাহেব! আপ্ সানাড়ি হ্যায়। কিন্তু তাতে কেয়া হ্যায়! মানুষ মাত্রেরইত একঠো পেট হ্যায়? আর সে পেটমে ত একটা করে পিলে হ্যায়?

পীর। আলবৎ হ্যায়।

বাখর। ও শালা আনাড়ি হ্যায়—

পীর। বেসক!

বাখর। ও শালা আপকো ওস্তাদী সমঝ্তা নেহি। ও শালা আপকো ওস্তাদী গান শুনলেই, চমকাতা হ্যায়।

পীর। ঠিক বোলা!

বাখর। এসিকো ওয়াস্তে ও শালার ভদ্র মজলিসে ঠাঁই নেই হোতা।

পীর। ও শালাকো কাভ ঠাঁই নেই হোগা।

বাখর। তাই পেটকা ভিতরমে মুখ লুকায়কে রয়তা হ্যায়।

পীর। ঠিক বোলা ভেইয়া। ও শালা কাহে পেটমে ডেরা কিয়া!

বাখর। নাক বাহারমে হ্যায়, দোঠো কান বাহারমে হ্যায়, আঁখ হ্যায়, হাত পা গুলো সব হ্যায়, আর ওশালা ভিতরমে ক্যা করতা! উসকো হুঁয়া কুচ কাম নেহি।

পীর। কুচ নেহি।

বাখর। যকৃত রস দেতা হ্যায়, ফুসফুস দম লেতা হ্যায়, কলেজা ধুকধুক করতা হ্যায়—ওশালা ক্যা করতা ?

পীর। কুচ নেহি। সচ্‌ বোলা—ইসিকো ওয়াস্তে শালা লাথ খাতা হ্যায়, আউর ফাট যাতা হ্যায়।

বাখর। এই, আভি আপ্‌ সম্‌ঝা।

পীর। হাম বরাবর সমঝ দার হ্যায়। ম্যায় তেরে—

বাখর। আবার !

পীর। ভুল হোগিয়া ভেইয়া, ভুল হোগিয়া। আরে হজুরালি আতা হ্যায়।

(সরফরাজ, ওমরাওগণ ও আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। হুজুরালি, ফুরসৎ নিন্। আপনার মহামান্য পিতা পোনেরো বৎসর এই ফররা বাগে আনন্দ উপভোগ করে গেছেন, একদিনের জন্য এ বাগানে আমোদের বিরাম হয়নি। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি এই বাগানে। শেষ মুহূর্ত্তে কেবল ঘরে গিয়েছিলেন। তারপর এইখানে আবার তাঁর সমাধি। মৃত্যুর পরও তিনি এস্থান ত্যাগ করতে পারেন নি। কেবল সাতদিন এ বাগান অন্ধকার ছিল।

সর। আমি নবাব হ'লে ফররাবাগ দুনিয়ার লোকে দেখ্‌তে পেত কিনা সন্দেহ। এ পরীর বাস যোগ্য স্থান—আমি এর মর্য্যাদা কি রাখতে পারবো ?

আহ। খুব পারবেন হুজুরালি।

আহ। নাও, বিবি জানেরা জাঁহাপনাকে সব খুসী কর। বহুৎ বক্‌সিস মিল যাগা। হুজুরালি ! গোলামকে তাহ'লে অনুমতি করুন, বিদায় হই।

সর। আপনি বিদায় নিচ্ছেন কেন ?

আহা। আজ্ঞে হুজুরালি! আমি হজ্‌ করে এসেছি—দুনিয়ায় একরূপ ফকিরীই সার করেছি। ফকীরত এস্থানে থাকবার যোগ্য নয়। [প্রস্থান।

সর। বেশ, আমরাত থাকবার যোগ্য। কি বলো কালোয়াৎ।

পীর। আলবৎ! বরাবর জাঁহাপনা বরাবর।

সর। কিন্তু কালোয়াৎ, তুমি আমার বাপের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়েছিলে!

পীর। হাঁ জাঁহাপনা দিয়েছিলুম—হরদম্‌ দিয়েছিলুম।

সর। তা হ'লে আমার সঙ্গে কেমন্‌ ক'রে ইয়ারকি দেবে!

বাখর। ইয়ারের কি বয়স হয় জাঁহাপনা!

সর্‌। বা! বা! আচ্ছাবাৎ হ্যায়।

সকলে। আচ্ছা বাৎ হ্যায়।

পীর। জাঁহাপনা আপনার বাপ্‌কে এ গোলাম খুসী করেছে, আবার আপনাকে খুসী করবে।

সর্‌। তা হ'লে পিয়ারের সামগ্রী কি এনেছ, জল্‌দি নিয়ে এস।

পীর। যো হুকুম।

[পীরখাঁর প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

দেখেছি গো তারে অতি দূরে।
যেমন দেখা ছবি আঁকা, দূর হ'তে প্রাণ স'পেছি তারে।
সে যদি এখন কাছে আসে, কি বলে তারে বসাব পাশে!
কথা শুনে যদি হাসে—অশ্রুত মধু ভাষে—তখনি মরমে যাবগো মরে!
দূরের বঁধু তুমি দূরে থাক, নিকটে এসনা কথা রাখ,
(আমি) আপন রচিত সরমে জড়িত, কাছে এলে দূরে যাব সরে।

(পীরখাঁর প্রবেশ)

পীর। এরে বাপ্—এরে বাপ্!

সর্। কি হ'ল—কি হ'ল কালোয়াৎ?

পীর। ও আওরৎ নয়, জাঁহাপনা নেকড়ী—নেকড়ী!

সর্। নেক্ড়ী কি?

পীর। হুজুরালি! আপনার জন্য বিবিকে আন্‌তে গেলুম। গিয়ে দেখি নাকী বিবি আপনার পাশের ঘরের দরজার সমুখে হুমড়ি হয়ে বসে নাকে হাত দিয়ে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করছে। চারিদিক রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

সর্। কেন জানলে?

পীর। নাকী বিবি, বিবি সাহেবকে তোয়াজ করতে যেই কাছে গিয়েছে—অমনি সে তার নাকে এক থাবা মেরেছে—নাক্‌তো গেছেই —এখন জান থাক্‌লে হয়।

সর্। তুমি কি তাই দেখে পালিয়ে এলে?

পীর। না জাঁহাপনা, আমি পালিয়ে আসিনি। বিবিকে আনবার জন্য যেই দোরটী খুলে ঘরটীর ভেতর মাথাটী গলিয়েছি, অমনি পাশের দিক থেকে ঝাঁপ মেরে গালে এক থাবা। হুজুরালি! সেত থাবা নয়—ঝাঁপতাল।

সর্। তুমি বুঝি সেই খবর দিতে এলে! আর ওদিকে বাঘিনী পিঁজরে ভেঙ্গে পালালো—কেমন?

(নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বেগে নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। হুঁ হুঁ (ইঙ্গিতে দোরে শিকল দেওয়া প্রকাশ) যেঁতে দিইনি যেঁতে দিইনি।

বাখর। দরজা বন্ধ করে দিয়েছ?

সকলে। দিয়েছ? (নাকীর ইঙ্গিতে প্রকাশ)

সর। বহুত আচ্ছ নাকীবিবি—বহুত আচ্ছা। তুমিই আজকে নবাবের মান রক্ষা ক'রেছ। নইলে এত লোক জন থাক্‌তে সে বিবি যদি পালিয়ে যেত, তা হ'লে নবাবের অপমান রাখ্‌তে আর ঠাঁই থাক্‌তো না!

বাখর। কুচ পরোয়া নেই বিবি, যদিই নাক দিয়ে থাকে, সোনা দিয়ে তা বাঁধিয়ে দেবেন—নাকী. তোমায় ফাঁকি দিয়ে যেতে দেবো না।

সর্। ভাই সব—কিছুকালের জন্য তোমরা অপেক্ষা কর, আমি বাঘিনীকে পোষ মানাতে চল্লুম।

বাখর একলা যাওয়া হবে না জাঁহাপনা—গোলাম সঙ্গে যাবে।

সর্। বেশ ইচ্ছা হয়, আস্‌তে পার।

[নাকী, সরফরাজ ও বাখরের প্রস্থান।

১ম ওম। কি কালোয়াৎ সাহেব! নেকড়ীর পিছন পিছন যদি নেকড়ে আসে?

পীর। আনে দেও, হাম উস্‌কো দেখ লেঙ্গে—

(তরবারি হস্তে, গাউস ও মর্ত্তজার প্রবেশ)

গাউস। পাষণ্ড শয়তান নবাব! দুর্ব্বল বুঝে তুমি রমণীর ওপর বীরত্ব দেখাবে মনে করেছ?

সকলে। আরে সামাল, সামাল—(পীরখাঁ ব্যতীত সকলের পলায়ন)

মর্ত্তজা। একধার থেকে কাটতে সুরু কর—কাউকেও বাদ দিয়ো না। তোমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের শোধ নাও। (পীরখাঁকে ধরিয়া) এই যে শালা মেয় তেরে—

পীর। দোহাই বাবা, তোমরা ভুল করেছ—চোদ্দ পুরুষে আমার মেয়তেরে নয়—

গাউস। তুই নস ?

পীর। এই পরীক্ষা করে দেখ বাবা, সে শালার গালত এত ফুলো নয়!

'গাউস। না বন্ধু এত নয়!

মর্ত্তজা। তুই তাকে চিনিস ?

পীর। খুব চিনি বাবা! সে শালা শয়তান। তাই তাকে চিনেও চেনা যায় না বাবা।

গাউস। একটী স্ত্রীলোককে যে ধরে এনেছে, তাকে কোথায় রেখেছে জানিস ?

পীর। জানি বাবা!

গাউস। যদি দেখিয়ে দিস্ তবেই তোকে রাখবো নইলে মেরে ফেলবো।

পীর। তাহ'লে এস বাবা সঙ্গে এসো।

মর্ত্তজা। আর সেই কালোয়াৎ শালাকে দেখিয়ে দিতে পারিস্ ?

পীর। সে শালা কি করেছে বাবা ?

মর্ত্তজা। সেই শালাই যত নষ্টের মূল।

পীর। খুব দেখাবো—সে শালাকে আগে দেখাবো। শালা কেমন. ক'রে আমার চেহারা নকল করেছে। তাতে মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে পড়তে হয় বাবা। গাল ফোলা না থাক্‌লে তোমরাত আমাকে মেরেই ফেলেছিলে।

গাউস। এখনও তোমার বিপদ গেছে মনে করনা। যদি সে বিবিকে না দেখাতে পার, তা হ'লে তোমার মৃত্যু।

পীর। এস বাবা, দেখাই এস।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। না, তুমিত পারবে না, তুমিত পারবে না! তোমার ও কমলোৎপল আঁখি থাকে থাকে দূর গগনের কোন আলুলিত গলিত-কাঞ্চন-কুন্তলার কমল আঁখির ইঙ্গিতে ইঙ্গিত বিনিময় করে, তুমিত দুনিয়ার রূপে মুগ্ধ হতে পারবেনা প্রাণেশ্বর!

(হায়দারির প্রবেশ।

হায়। একি রমণী! উন্মাদিনীর মতন তুমি একি কাজ করেছ?

রাবিয়া। য়্যাঁ? তাইত কি করেছি! কি করেছি ফকীর, কি করেছি খোদাবন্দ?

হায়। কাউকেও না জানিয়ে তুমি গৃহত্যাগ করেছ? আর কি করবে!

রাবিয়া। তাইত! কে আপনি?

হায়। আমি যে হই তুমি কে?

রাবিয়া। আমি? কে আমি—তুচ্ছ রমণী।

হায়। তুচ্ছ রমণী নও—বাঙ্গালার রাজশ্রী। এখনওত তোমার গৃহত্যাগের সময় হয় নি মা! পূর্ণ অধর্ম্ম এখনওত বাংলার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করেনি—মস্তিষ্কে এখনও অস্তিত্ব বোধের শক্তি আছে। যাও এখনি ফিরে যাও। সহস্র প্রহরীর চক্ষু এড়িয়ে ঘরের বার হয়েছ, ধন্য তোমার সাহস।

রাবিয়া। তাইত কি করলুম! খোদাবন্দ! রক্ষা করুন, কেমন করে ফিরবো বলে দিন।

হায়। স্বামীর আচরণ দেখতে কখন অভিলাষিনী হয়োনা। তাতে স্বামীর ক্ষতি হবেনা, দুনিয়ার কারও ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হবে তোমার। সে ক্ষতিতে আকাশ থেকে একবিন্দু অশ্রু পতিত হবে এইমাত্র। দুনিয়ার বালুকা প্রান্তরে পড়তে না পড়তেই শুকিয়ে যাবে। চাতকেও খোঁজ পাবে না। এস নবাব পত্নী, আমার সঙ্গে চলে এস।

রাবিয়া। যে মনের আবেগ বিজলীর ন্যায় দুর্জ্জয় কম্পনে আমাকে ঘরের আশ্রয় থেকে দূর করে দিয়েছে, সেই আবেগ নিয়ে আমি কেমন ক'রে ফিরে যাব! অনুমতি করুন, আমি ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিই।

হায়। তাতে তোমার স্বামীর ত কিছু ক্ষতি নেই মা, ক্ষতি তোমার।

রাবিয়া। তা হোক, হজরৎ আপনি অনুমতি করুন।

হায়। আমি অনুমতি ক'রে কর্ম্মভাগী হব কেন, তোমার ইচ্ছা। নাও, কি করবে একেবারেই স্থির কর। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারবো না।

রাবিয়া। আমি যদি ঘরে না ফিরি, তাহলে কি হবে?

হায়। কি হতে পারে, তুমিই বল। তুমি নবাবের বেগম। সূর্য্য সন্তর্পণে তোমার ঘরে আলোক বিকীরণ করে।

রাবিয়া। স্বামী আমাকে হত্যা করবেন?

হায়। তাও করতে পারেন, আজন্ম অন্ধ-কারাগারে আবদ্ধও রাখতে পারেন।

রাবিয়া। দেখুন খোদাবন্দ! আমি আমার স্বামীকে নাস্তিক জানি, কখনও তার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিনি। অলস জানি, স্বেচ্ছায় কোন কার্য্যেই তাঁর উৎসাহ দেখিনি। দুনিয়ার কাজে যে একটা বুদ্ধির প্রয়োজন তাও দেখিনি। আমার প্রতি যে একটা বিশেষ প্রেম তাও কখন অনুভব করতে পারিনি। তবে একটা জানি—

আমার স্বামী একপত্নী-নিষ্ঠ, নির্ম্মল স্বভাব, সদাশয়। যদি সে গুণও তাঁর না থাকে, তাহলে অমন কাফের স্বামীর কাছে থাকার চেয়ে মৃত্যু কিম্বা অন্ধ-কারাগার কি অধিক যন্ত্রণাকর?

হায়। তা হলে কি করতে চাও?

রাবিয়া। (পদতলে পড়িয়া) সূর্য্য যাকে দেখেনি, তাকে আপনি চিনেছেন—অন্তর্য্যামী বাঁদীকে আশ্রয় দিন।

হায়। পরিণামের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে?

রাবিয়া। পারবো।

হায়। বেশ, আমার সঙ্গে এস।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সুসজ্জিত কক্ষ।

মালেকা।

মালেকা। দোহাই ফকীর দোহাই হজরৎ দুর্ব্বল রমণী আমি, আর আমাকে পরীক্ষা করনা। এস্থানের কি একটা বিষম পূতিগন্ধে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠছে। রক্ষা কর হজরৎ—রক্ষা কর।

সরু। (নেপথ্যে) কই বিবি! কোন ঘরে?

মালেকা। মিলিয়ে গেল—শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়েছিলুম! না না এখনও যে বল্‌তে সাহস হচ্ছে না! খোদা! কেউ না থাক্ তুমি আছ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। ফকীরের একটা কথাও যদি সত্য হয়, যদি যথার্থ ই ঈশ্বর তুমি আমার হৃদয়ে থাক, তা হ'লে এই শঙ্কট সময়ে তার পরিচয় দাও।

(সরফরাজের প্রবেশ)

সর্। বা! বা! কি অপূর্ব্ব রূপরাশি নিয়ে তুমি দুনিয়াতে এসেছ সুন্দরী !

মালেকা। কে আপনি ?

সর্। অনুমান কর—অনুরূপ বুদ্ধি দেখিয়ে রূপের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

মালেকা। আপনি নবাব।

সর্। ঠিক বুঝে বল—আমার মনস্তুষ্টির জন্য চাটুবাক্য প্রয়োগ ক'রনা।

মালেকা। আপনি যেই হন, নিকটে আসবেন না।

সর্। কেন সুন্দরী ?

মালেকা। (ছুরিকা বাহির করিয়া) তা হ'লে আপনার জীবন থাকবে না।

সর্। যদি তোমার বোধ হয়ে থাকে, আমি নবাব, তা হ'লে তোমার মতন সুন্দরীর কোমল হাতের ছুরী দেখে ভয় পাব বলে কি আমি মসনদে বসেছি। বেশ আমি তোমার নিকটে এলুম, জীবন নাও।

মালেকা। আর কাছে এলে, আমি নিজের বুকে ছুরী মারবো।

সর্। তাইবা দেবো কেন ? যে আত্ম রক্ষা করতে জানে সে অপরকেও রক্ষা করতে পারে।

মালেকা। কই রক্ষা কর্ দেখি শয়তান। (নিজের বক্ষে ছুরিকা উত্তোলন ও সরফরাজ কর্তৃক ধারণ)।

সর্। কই সুন্দরী, পারলে না!

মালেকা। (স্বগতঃ) তাইত! কি বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরলে! খোদা! তোমাকে ডেকেও ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারলুম না!

সর্। ছুরীর ওপর সতীত্বের ভর দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত ছিলে সুন্দরী! কই ছুরীত তোমার মর্য্যাদা রাখতে পারলে না।

মালেকা। দোহাই জাঁহাপনা, পরস্ত্রীর হাত ধরবেন না।

সর্। তুমিই বাধ্য ক'রে ধরালে—ছুরী ফেল। (মালেকার ছুরী ত্যাগ) দুনিয়ার কোন্ গুপ্ত কুঞ্জে অঙ্কুরিত হয়ে জঙ্গমা শাললতা, তুমি ইচ্ছা ক'রে আমার উদ্যানে ছায়া দান করতে এসেছ। এসে এখন এত উগ্র হও কেন?

মালেকা। মাফ করুন নবাব, আমি আপনার শরণাগত।

সর্। ভয়ে বলছ, না ভালবাসায় বলছ?

মালেকা। আপনি অবিশ্বাস করছেন কেন?

সর্। বিশ্বাস না হলেই অবিশ্বাস করতে হয়। আমি আজও যখন নিজের মনকে বিশ্বাস করতে পারি না, তখন তোমার শরণাগতি গ্রহণ করবো কেন? আর আমি শরণ দিলেই কি তুমি বিশ্বাস করতে পার? সহসা উত্তর দিয়ে রমণী হৃদয়ের অসারত্ব প্রতিপন্ন কর না। ভেবে বল। বল, মনের উপর বিশ্বাস করে, তুমি কাজ করতে পেরেছ কি না।

মালেকা। তাইত! (নত জানু) আপনি কি নবাবের মূর্ত্তি ধরে আমার আশ্রয়দাতা হজরৎ?

সর্। উঠ ভগিনী! আমি ক্ষুদ্র দীন—ও মহৎ অভিধানের যোগ্য নই। তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবতী, তুমি শরণ পেয়েছ, আমি শরণ প্রার্থী। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তিনি তোমার সাহায্যে আমাকে জীবনের পথে ফিরিয়ে এনেছেন।

(গাউস খাঁ ও মর্ত্তজার প্রবেশ)

গাউস। শয়তান! এখন তোমাকে কে রক্ষা করে? তাইত! একি! আপনি?

সবু। বীর! অস্ত্র উত্তোলন করে, আঘাত করতে এসে পেছিয়ো না।

মর্ত্তজা। পেছুবো—আমরা পেছুবো! দিল্লীর প্রবল প্রলোভন পশ্চাতে ফেলে আমরা সূর্য্যের উদয় স্থান অন্বেষণে বহির্গত হয়েছিলুম। আমরা সেই কিরণ-প্রস্রবণ-মূলে এসে পেছিয়ে যাব! পেছুবো কেন জাঁহাপনা, এই যে অস্ত্রকে যোগ্যস্থানে রক্ষা করছি।

[পদতলে রক্ষা।

গাউস। এখনও যে আমি মনকে বিশ্বাস করতে পারছি না মালেকা! মনের অসাধারণ বলের অহঙ্কার নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করে-ছিলুম। মুরশিদাবাদ প্রবেশ মুখে, আমি নিজের কাছে অপদস্থ, পরাভূত হলুম। কাল প্রাতঃকালে আয়নাতে নিজের এ অবিশ্বাসীর মুখ দেখতে আমার সাহস হবে না। মালেকা! আমি কি করলুম! তোমায় যে আমি তাঁর হাতে আজীবনের ভার দিয়ে এসেছিলুম। এরই মধ্যে আমি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক হলুম! কি করলুম?

মালেকা। মূর্খ স্বামী! দাঁড়িয়ে আছ কেন? অস্ত্র উপঢৌকন দিয়ে এই চরণে আশ্রয় নাও।

মর্ত্তজা। আর মহাপুরুষের উপর যে অবিশ্বাসের অপরাধ করেছো, দূর থেকে সেই ফকীরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাও। জাঁহাপনা! মনের মানুষ খুঁজতে সুদূর বোখারা থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলুম, এতদিন পরে এতদূরে তাঁকে পেয়েছি। আগেই মনের কথায় গোলামী নিয়েছি। জাঁহাপনা! আপনি ত্যাগ কর্‌তে চাইলেও গোলাম আপনাকে ছাড়তে পারবে না।

মালেকা। কি করছ! আমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছনা? জাঁহাপনা ভগিনী সম্বোধনে আমাকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। তুমি নিতে বিলম্ব করছ কেন?

সর্। আবার আশ্রয়! কিসের আশ্রয়—কার আশ্রয় মালেকা! প্রাবৃট্ রজনীর আঁধার ধারা বর্ষণে জর্জ্জরিত পথিক যদি কখন ভাগ্য-বশে দীপালোকিত অট্টালিকায় আশ্রয় পায়, সে কি তা ত্যাগ ক'রে আবার তরুতল আশ্রয় করতে ইচ্ছা করে। বিপন্ন পথিক! আমি ও তোমার মত নিরাশ্রয়! ভাই! তোমার ঈশ্বর কৃপায় প্রাপ্ত আশ্রয়ের একপার্শ্বে আমাকে একটু স্থান দাও।

গাউস। জাঁহাপনা! সে আশ্রয়ে শুধু আপনার অধিকার। আমি তা অবিশ্বাসে ত্যাগ করে এসেছি। এখন কৃতকার্য্যের জন্য আপনার কাছে শাস্তি ভিক্ষা করি।

সর্। বেশ, তা হ'লে, আজ নয়—কাল—দরবারে। বাখর!

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। এসব কারা—জাঁহাপনা?

সর্। কই বাখর! রক্ষা করতে সঙ্গে এলে, কিন্তু কই এ দুই আততায়ীর গৃহ প্রবেশত তুমি রোধ করতে পারলে না!

বাখর। মৃত্যুকে যে অন্দরের পথ দে নিমন্ত্রণ করে এনে, বালিসের নীচে লুকিয়ে রাখে, তাকে রক্ষা করা এ গোলামের ক্ষমতা নয়! জাঁহাপনা আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম।

সর্। (অস্ত্র তুলিয়া) ক্ষমা কর বাখর্! আমি তোমাকেও আজ মনের কথা গোপন করেছিলুম! এই নাও, আমার ভগিনী মালেকা। এঁকে বেগমের সহচরী করে চেহেল সেতুনে রক্ষা কর। এই এঁর স্বামী, আর এই আমার বন্ধু। তুমি এঁদের সঙ্গে নিয়ে তিন সহচরে আমার শরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাক।

বাখর। আগে প্রতিজ্ঞা করুন, গোলামকে নিয়ে এরূপ রহস্য আর করবেন না!

সর্। না—আজ থেকে তোমরা অন্তরঙ্গ। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

আহম্মদ।

আহ। মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে এনেছি। এখন যে আর অনুশোচনা করতেও সাহস করি না! পদ্মপলাশ মনে করে নাগিনীর ফনায় হাত দিয়েছি। পাপিষ্ঠা ধরা দেবার জন্যই যে ফররাবাগের নিকটে বসেছিল, তাকি জানি! মূর্খ পীরখাঁর কথায় অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে রজতলতা মনে করে নাগিনীকে গলায় জড়িয়ে আনলুম! ঠিক হয়েছে—আহম্মুখি। নিজের উজীরীত খেয়ে ফেলেইছি, এখন ভাইয়ের ভবিষ্যতের আশা পর্য্যন্ত নিজ হাতে নির্মূল করতে চলেছি। নিজে চিঠি লিখে পাটনা থেকে আলিবর্দ্দীকে আন্‌তে হবে! এ রকম করে নিজের জালে নিজেকে জড়ানো আমা ছাড়া আর কারও ভাগ্যে কখনও হতে শুনিনি! আমার নামের সাক্ষর দেখলে আলিবর্দ্দী মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করবে না—পত্র পাঠ সে পাঠনা পরিত্যাগ করবে। কি উপায়ে তাকে প্রকৃত কথা জানাই! দুই ভাইকে মুরশিদাবাদে এক সঙ্গে পেলে আমাদের বিনাশে নবাবকে আর অস্ত্র ধরতে হবে না। কি করলুম—কি করলুম! পা থাকতে পঙ্গুর মত বসে, হাত থাকতে হাত গুটিয়ে প্রাণ দেবো! প্রতিকারের চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে। ঘেসেটী! (ঘেসেটীর প্রবেশ) জেগেছ!

ঘেসেটী। জেগেই আছি। আপনার ফররাবাগ থেকে ফেরা না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারিনি।

আহ। মা! আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটেছে।

ঘেসেটী। সে কি!

আহ। কেন এখন বল্‌তে পারবো না। বলবার অবকাশ নেই। আজ রাত্রেই তুমি পাটনা রওনা হতে পারবে?

ঘেসেটী। আপনি যে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেছিলেন?

আহ। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, তুমি আমার একখানা পত্র নিয়ে এই রাত্রেই তোমার পিতার কাছে চলে যাও। নবাবের কাছে এখন গেলে, যদি তিনি তোমার কোন অমর্য্যাদা করেন, নীরবে চক্ষু জলে আমাকে সে অপমান সইতে হবে। তুমি এখন পাটনা যাও।

ঘেসেটী। যো হুকুম!

আহ। আমি তোমার যাত্রার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এস মা আমার সঙ্গে এস।

ঘেসেটী। বেশ চলুন।

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার খবরদার—হুজুর! খবরদার।

ঘেসেটী। একি হল! প্রহরী আপনাকে যেন সাবধান করছে না।

নেপথ্যে। খবরদার খবরদার—বাচ্ছা শয়তান—হুজুর! খবরদার।

আহ। তাইত ঘেসেটী তাইত মা! নবাবের হুকুমে কেউ আমাকে হত্যা করতে আসছে নাকি?

ঘেসেটী। বুঝতে পারছি না, আপনি শীঘ্র এ ঘর পরিত্যাগ করুন।

আহ। য়্যাঁ! পরিত্যাগ—কোন দিকে যাব! যদি সেই দিক দিয়েই ঘাতক এসে পড়ে?

ঘেসেটী। তাইত পিতৃব্য! আমি কি করব, কোন দিক দে পালাব?

(জালিমের প্রবেশ)

আহ। ও ঘেসেটী মারে যে, কে আছ দেখনা, খুন করে যে।

ঘেসেটী। খুন করলে—খুন করলে চাচাকে খুন করলে—রক্ষা কর রক্ষা কর।

(পলায়নোদ্যোগ)

জালিম। (ঘেসেটীর গমনে বাধা দিয়া) ভয় নেই বিবিসাহেব! আমি হত্যাকারী নই। আমি উজীর সাহেবের কাছে দরকারে এসেছি। এই অস্ত্র ফেলে দিলুম, আর কি আপনার ভয় আছে বিবি সাহেব? আপনিই কি উজীর সাহেব?

আহ। তোমার কি প্রয়োজন ভাই!

জালিম। আগে বলুন, আপনি উজীর কি না।

আহ। আমিই উজীর।

জালিম। এই বিবি সাহেবকে চলে যেতে বলুন।

আহ। একলা পেয়ে আমাকে হত্যা করবে নাকি?

জালিম। আপনি না জনাবালি, একটা দুনিয়ার মতন মুলুকের উজীর? আপনার এত প্রাণের ভয়!

আহ। ঘেসেটী চলে যাও।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

(আহম্মদের হস্তে জালিমের পত্র প্রদান)

আহ। (পত্র পাঠ) ইয়া আল্লা! একি! একি শুভ সংবাদ! ঘেসেটী ঘেসেটী!

মেসেটী। কি খবর কি খবর পিতৃব্য ?

আহ। এই বালকবেশী দূতকে হৃদয়ে তুলে নাও। তোমার গলায়, তোমার অঙ্গে যা অলঙ্কার আছে সে সমস্ত এই বালককে উপহার দান কর।

জালিম। উপহার আমি নেব না।

আহ। নিতেই হবে। শুধু তাই নয়, হাজার মোহর তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। বালক বীর! প্রবেশকালে তোমাতে মৃত্যু দূতের মূর্ত্তি দেখেছিলুম। এখন তোমার রূপের প্রভায় আমার অন্তর পর্যান্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে। যে ভাগ্যবানের পুত্র তুমি, তাকে আমি অসংখ্য সেলাম করি। বকসিস্ তোমাকে নিতেই হবে।

জালিম। কভি নেহি লেগা জনাবালি।

আহ। এত আনন্দ দিয়ে আবার মর্ম্মবেদনা কেন দিবি ভাই! পাটনা থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে খবর আনা জীন ভিন্ন পারে না।

জালিম। চিঠি আজ আসেনি—চিঠি কাল এসেছে জনাব!

আহ। কাল!

জালিম। কাল সন্ধ্যায়—আমার পিতা এই চিঠি এনেছেন। কাল তিনি বরাবর আপনার কাছে এসেছিলেন। আপনার দেখা পান নি। সারা রাত তিনি আপনার অপেক্ষায় বাড়ীর দেউড়িতে ঘুরেছেন। ভোরে এই পত্র আমার হাতে দিয়ে তিনি পাটনা ফিরে গেছেন। আমায় বলে গেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি যেন এ চিঠির খবর জানতে না পারে। তাই জনাব আমি কাউকেও কোনও কথা কইতে পারিনি। আমিও সারাদিন আপনার অপেক্ষায় ঘুরেছি।

আহ। আমার দুর্ভাগ্য—আমি কাল থেকে বাড়ীতে ছিলুম না। কোথায় ছিলুম, বাড়ীর পরিবারকে পর্য্যন্ত বলে যাইনি। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। বালক! সারাদিন

দুশ্চিন্তায় মর্ম্মবেদনায় আমার হৃদয় মথিত হয়েছে। তুমি সেই মর্ম্ম বেদনাকে উল্লাসে পরিণত করেছ। বৃদ্ধ করজোড়ে তোর মেহেরবাণী চাচ্ছে, পুরস্কার নয়—তোকে কিছু নজর দেবো—নিবিনি।

জালিম। মাফ করুন জনাবালি! পিতার আদেশ নাই।

ঘেসেটী। একবার তোকে বুকে করতেও পাব না।

জালিম। কতক্ষণ থাকবো মা! চিঠি দিয়েই আমার চলে যাবার আদেশ।

ঘেসেটী। তোমার বাপ্‌ত দেখতে আসছেন না!

জালিম। আমার অন্তর ত আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখবার জন্য এসেছে। জনাবালি—সেলাম! মায়িজী—সেলাম।

[জালিমের প্রস্থান।

ঘেসেটী। একি বিচিত্র ছেলে! এমনত কখন দেখিনি বাপ!

আহা। দুনিয়ায় এর জোড়া নেই, কোথা থেকে দেখবে মা! ভয় নেই, ওরা তোমার বাপের লোক। ওদের পরিচয় জানতে আমার বিলম্ব হবে না।

ঘেসেটী। কি খবর জানতে পাব না?

আহা। তুমি জানবেনা! অবশ্য জানবে—তবে দুদিন অপেক্ষা কর। এইমাত্র বলি, এই চিঠি পেয়ে আমি আজ যে খুসী হয়েছি, মুরশিদাবাদের মসনদ পেলে বুঝি এত খুসী হতুম না।

ঘেসেটী। বলেন কি!

আহা। আর তুমি পাটনাতেই যাও, কি এখানেই থাক—তোমার যা অভিরুচি।

ঘেসেটী। তা হ'লে চেহেল সেতুনে আর যাব না?

আহা। সে তোমার ইচ্ছা। তবে যদিই যাও, রাবিয়া বেগমের মুখ চেয়ে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

ঘেসেটী। বস্! এর চেয়ে সুখের সংবাদ আর আমি শুনতে চাই না।

আহ। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও। রাবিয়া একটা অজ্ঞাত নামা নবাবের স্ত্রী আর তুমি স্বনাম-ধন্য আলিবর্দ্দি খাঁর দুহিতা। যাও আজকের মতন বিশ্রাম করগে।

ঘেসেটী। তা হ'লে আজই একবার চেহেল সেতুনে যাব। রাবিয়ার দেমাক ভেঙ্গে দেবার—তাকে টিটকারী দেবার এই সময়।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পথ।

রমাবতী ও জালিম।

রমা। কিরে ছেলে চিঠি দিতে পারলি?

জালিম। হাঁ মা, পেরেছি, একেবারে উজীরের হাতে দিয়েছি।

রমা। যাক্ এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হলুম। উজীর কি তোর সুমুখে চিঠি পড়লে?

জালিম। শুধু কি পড়লে মা! চিঠি পড়ে এমন আহ্লাদ আমি আর কখন দেখিনি। আহ্লাদে বুড়ো উজীর তার ভাইঝীকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে আমাকে বক্‌সিস্ দিতে হুকুম দিলে। আমি যদি সর্ব্বস্ব চাইতুম, বুঝি বুড়ো আমাকে সর্ব্বস্বই বক্‌সিস্ দিয়ে দিত।

রমা। কেন, তাকি বুঝতে পেরেছিস?

জালিম। কেন মা?

রমা। ওরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

জালিম। তবে অমন পত্র বাবা আমাকে দিলেন কেন ?

রমা। তিনি ত পত্রের মর্ম্ম জানেন না। আর তাতেই বা কি! তোমার পিতা না দিতেন, আর একজনও ত দিত। কিন্তু জালিম ষড়যন্ত্র—

জালিম। তা হ'লে কি হবে মা! নবাবকে কি ওরা মেরে ফেলবে ?

রমা। তা কেমন ক'রে বুঝব—তবে ষড়যন্ত্রে ওরা কতকটা কৃত-কার্য্য হয়েছে, নইলে অত উল্লাস কেন ?

জালিম। অমন নবাবকে মেরে ফেলবে!

রমা। তা কি করবে কেমন ক'রে বলব! তোর যদি সেই ভয়ই হয়, তা হলে তার কি প্রতিকার করতে পারিস্ চিন্তা কর্। দেবতার কাছে অস্ত্র বিদ্যা শিখেছিস, সে কি শুধু শশক হত্যা করবার জন্য ? তোর প্রাণদাতার প্রাণ-রক্ষার দায়িত্ব তোর—আমার কি ?

জালিম। কেমন ক'রে রক্ষা করব বলে দাও না!

রমা। আমি তোকে বলে দেব বালক, তবে তুই প্রাণ দাতার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করবি! রাজপুতের ছেলে - কেন, তোর নিজের বুদ্ধিতে কি কিছু আসছে না ?

জালিম। আসছে।

রমা। কি আসছে ?

জালিম। ঘাতকের ছোরা যদি কখন নবাবের বুকে প্রবেশ করতে চায়, আগে সে আমার বুক দিয়ে প্রবেশ করবে।

রমা। বেশ তবে আর কি! মৃতের রাজ্য থেকে ফিরে এসেছিস্। সে রাজ্যের প্রবেশ দ্বার রাজপুত সন্তানের জন্য চির উন্মুক্ত। দেখিস জালিম, মৃত্যুদূত কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে মাথা হেঁট ক'রে, চোরের মতন যেন সেরাজ্যে প্রবেশ করতে না হয়। [উভয়ের প্রস্থান।

(হায়দারি ও রাবিয়ার প্রবেশ)

হায়। দেখলে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে কি মা!

রাবিয়া। দেখে, চক্ষু আমার জ্বলে গেছে। দোহাই ফকীর সাহেব, বোঝবার কথা নিয়ে আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

হায়। বেশ, এখন আমি কি করবো বল।

রাবিয়া। চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, কন্যাকে সঙ্গে নিন্।

হায়। তুমি যে স্বাধীনা নও মা—তোমার স্বামী আছেন। তিনি মুলুকের মালিক।

রাবিয়া। তবে কোথায় যাব? ঘরে ফিরতে গেলে যে লোক জানাজানি হবে। আমার গৃহত্যাগের কথা স্বামীর ত অগোচর থাকবে না।

হায়। বিবি সাহেব! বাগানে প্রবেশ করবার জন্য কি বলে তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে, তাকি তোমার মনে আছে?

রাবিয়া। কি কথা, আমার মনে নেই যে ফকীর!

হায়। তুমি পরিণামের জন্য প্রস্তুত হবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, আর সেই কথা শুনেই আমি তোমাকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলুম।

রাবিয়া। গেলুম, দেখলুম, কিন্তু কিছুইত বুঝতে পারলুম না!

হায়। সে তোমার নসীব।

রাবিয়া। কিন্তু হজরৎ! আপনারত কিছুই অবিদিত নেই।

হায়। যদি তাই মনে কর, তা হ'লে নেই।

রাবিয়া। (পদতলে পড়িয়া) দয়াময়! তাহলে জ্ঞান শূন্য কন্যার প্রতি দয়া করুন। আমি সমস্তই অন্তরাল থেকে দেখেছি। দেখে কিছুই বুঝতে পারলুম না। স্বামীর পরস্ত্রীর হাত ধরে চরিত্র-হীনতার অভিনয় দেখে আমার কলিজের পরদায় পরদায় বাণবিদ্ধ

হয়েছে। বলুন দয়াময়, ভিক্ষা চাচ্ছি একবার বলুন, স্বামী আমার এখনও পর্য্যন্ত অকলঙ্ক সুধাকর।

হায়। কেন বৃথা প্রশ্ন করছ রমণী! অবিশ্বাসের চক্ষু মঙ্গলময় দিবাকরের শুভ্র জ্যোতিতেও মলিনতা দেখে।

রাবিয়া। আমি বিশ্বাস কর্‌বো!

হায়। দুনিয়া তোমার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কি জানে?

রাবিয়া। চরিত্র হীন।

হায়। তুমি কি জান্‌তে?

রাবিয়া। পবিত্র।

হায়। তা হ'লে শুনে রাখ নবাব পত্নী, তুমিও দুনিয়া ছাড়া নও, সুতরাং বাহিরে থেকে দুনিয়ার চক্ষু নিয়ে মানুষ চিনতে যেয়োনা, ঠকে যাবে।

রাবিয়া। দোহাই! তা হ'লে লোকে না জানতে পারে এমন করে আমাকে চেহেল সেতুনে প্রবেশ করিয়ে দিন।

হায়। মাফ কর বিবি সাহেব, তা পারবো না। আপনার বুদ্ধিতে গৃহত্যাগ করেছ, আপনার বুদ্ধির সাহায্যে তুমি সেই গৃহে প্রবেশ কর।

[হায়দারির প্রস্থান।

রাবিয়া। মহাপুরুষ ত্যাগ করে চলে গেলেন। নিজের মৃত্যু নিজে ডেকেছি, এখন ভয় পেলে চলবে কেন! হজরৎ! চলে গেলে, যাও—কিন্তু তোমার করুণা এখনও এখানে পড়ে আছে। সেই করুণা অবলম্বন করে আমি গৃহে প্রবেশ করতে চললুম।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

ফতেচাঁদ।

ফতে। মুরশিদ কুলিখাঁ মৃত্যুকালে আমার মামার কাছে সাত ক্রোর টাকা গচ্ছিত রেখে যান। কাক পক্ষীতেও সে টাকার কথা জানে না। সে টাকা কেবল জানি আমি। টাকা আমার কাছে থেকে থেকে আমার রক্তের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে। বিশ বৎসরের মধ্যে নবাব পরিবারের মধ্যে কেহই কোন মুহূর্ত্তে ভুলেও সে টাকার কথা উত্থাপন করেনি। কুলিখাঁর মৃত্যু সময়ে ওঠেনি, কুলিখাঁর মৃত্যুর পর আজও পর্য্যন্ত ওঠেনি। জান্‌বার লোক একজন আছে, সে দৌহিত্র সরফরাজ। নইলে কুলিখাঁ কি এতই নির্ব্বোধ যে, মৃত্যুকালে কোন আত্মীয়কেই সে টাকার কথা কয়ে গেল না! কিন্তু সরফরাজ খাঁ যদি জান্‌ত, তা হলে কি এত দিন সে টাকার দাবী না করে চুপ করে থাক্‌তে পার্‌ত? তাকে ত আমরা বুঝতে পার্‌ছি না! তার পেটের কথা সেই জানে, আর কেউ জানে না। এখন যদি নবাব সেই টাকার দাবী করে! চাইলে ত ওজর আপত্তি করতে পার্‌ব না। নবাবের সঙ্গে আলিবর্দ্দীর বিবাদ বাধবেই, আর বিবাদ বাধলে পরিণামে নবাবকেই সর্‌তে হবে; আর নবাব গেলে, এই টাকা সম্বন্ধে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, রায়রায়ান!

ফতে। বহুত আচ্ছা, নমস্কার দাও। (প্রহরীর প্রস্থান) সব দিক বজায় রেখে কি কাজ হয়, টাকা রাখতে হলে সরফরাজকে

দুনিয়া থেকে সরাতে হবে, সরফরাজকে রাখতে হয় টাকা দিতে হবে। আসুন রায়রায়ান! নূতন খবর কি!

(আলমচাঁদের প্রবেশ)

আলম। বাখর খাঁ এই রাত্রেই ঘোড়ায় চেপে কোথায় রওনা হ'ল ?

ফতে। কোথায় আর যাবে—আমার বোধ হয় আলিবর্দ্দীর প্রতি তলবানা চিঠি গেল।

আলম। আমারও বিশ্বাস তাই।

ফতে। তা হলেই ত মুস্কিলের কথা হ'ল রায়রায়ান! আলিবর্দ্দী খাঁ আসবেন না।

আলম। আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন ?

ফতে। সে বিষয়ে আপনি স্থির ধারণা করে রাখুন। সে কথা থাক্; বলছিলুম কি, ব্যাপার ত ভাল রকম বোঝা যাচ্ছে না। আলিবর্দ্দী খাঁ আমার বন্ধু।

আলম। আলিবর্দ্দী খাঁ আমারও বন্ধু জগৎশেঠ জী!

ফতে। তবেই ত হল, তা হ'লে তার বিপদ ঘটলে কেমন করেই বা চুপ করে দেখা যায়! আর এ রকম ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বিবাদ ক'রে, নবাব কাকে নিয়ে রাজ্য চালাবে! আর কদিনই বা চালাবে!

আলম। বিশেষতঃ দিল্লীর এখন যে রকম দুরবস্থা।

ফতে। আর সেই সঙ্গে যেরূপ শক্তি পুঞ্জ চারিদিক থেকে বাংলার মসনদকে বেষ্টন করছে, তাতে আলিবর্দ্দীর মত জবরদস্ত লোক না থাক্লে নবাবকে দেখতে দেখতে পথে বসতে হবে!

আলম। তবে যখন বল্লেন, তখন বলি, এ ভীষণ সময়ে এক আলিবর্দ্দীই বাংলার মসনদে বস্‌বার যোগ্য পাত্র।

ফতে। ও আর বলাবলি কি রায়রায়ান, আলিবর্দ্দি খাঁর মত লোকের হাতে বাংলার শাসন দণ্ড না থাক্‌লে, বাংলার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর উজীর সাহেব।

(আহম্মদের প্রবেশ)

আলম। এখন ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?

ফতে। নবাব ওঁকে উজিরী থেকে বরখাস্ত করেছেন।

আলম। সে কি! কবে করেছেন?

আহ। একরূপ করাই। তবে প্রকাশ্য দরবারে আপনাদের সম্মুখেই আমার এই দারুণ অপমানের চূড়ান্ত হবে।

ফতে। কি কারণে হল?

আহ। আপনারা বুদ্ধিমান, আপনারাই বুঝে বলুন আর কিসে হ'তে পারে।

ফতে। বুঝতে পেরেছি, হতভাগ্যের এই মূর্খের আচরণের মূলে রমণী। কিন্তু কে সে?

আলম। সে এর মধ্যে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল!

আহ। তা আমি কি করে বুঝবো। তবে সে রমণী একবার দেখা দিয়েই নবাবকে যাদু করে ফেলেছে। নবাব এক মূর্ত্তি নিয়ে বিলাস গৃহে প্রবেশ করলে, আর এক মূর্ত্তি নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমার এত বয়স হয়েছে, এই বয়সে বহু সদসৎ লোকের সঙ্গে মেলা মেশা করেছি, কিন্তু মানুষের এমন আকস্মিক পরিবর্ত্তন আর কখন দেখিনি।

আলম। উজীর হবে কে?

আহ। হবে কি হয়েছে।

ফতে। এ আপনি কি বলছেন জনাবালি!

আহ। বলি দরবারেত নিমন্ত্রণ হবে, তাহলেই আমি কি বলছি জানতে পারবেন। সেত আর বেশী বিলম্ব নয়।

আলম। কে উজীর হল?

আহ। সেত দরবারে হাজির হ'লেই দেখবেন!

ফতে। তবু আগে থাকতেই জেনে রাখি। আগে থাক্‌তে সেলামটা ঠুকতে পারলে নেক্‌ নজরে পড়া যেতে পারে।

আহ। সেই দুশ্চরিত্রটার সঙ্গে দুটো লোক এসেছে! একটা শুন্‌লুম তার ভেড়ুয়া, সেটা হল উজীর; যেটা স্বামী, সেটা হল সেনাপতি।

আলম। দেওয়ান?

আহ। না রায় রায়ান! আপনার চাকরী এখনও বজায় আছে।

আলম। তা হলে আমাদেরত পালাতে হল দেখছি।

আহ। আপনারা না পালান, আমাকে কিন্তু পালাতে হল। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সকল লোকের চক্ষে অপমানিত হতে পারবো না। আমি এই রাত্রেই পাটনা রওনা হচ্ছি।

ফতে। আপনি কি পাগল হয়েছেন জনাবালি! এমন মতিহীন যুবকের ভয়ে বুদ্ধিমান কি কখন দেশত্যাগী হয়! এ রকম বুদ্ধির দৌড় যার, সে কি বুদ্ধিমান পূর্ণ বাংলায় এক দিনের জন্যও রাজত্ব করতে পারে! তারই নবাবীর অবসান হয়েছে জেনে রাখুন।

আহ। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দীকে পাটনা থেকে তলব করেছেন।

ফতে। আপনি গোপনে তাকে আসতে নিষেধ করে পাঠান।

আলম। তা হ'লে যখন আপনি যাবার মনন করেছেন, তখন নিজেই যান।

ফতে। না রায়রায়ান, ওঁর যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। উনি গেলে আমাদের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না।

আহ। তা হলে কি কর্ত্তব্য বলুন।

ফতে। আমি আপনার হয়ে যাচ্ছি।

আলম। আপনিই বা কেমন করে যাবেন?

ফতে। আমার যাবার উপায় আছে। আমার পৌত্র বিবাহ করতে কাশী গেছে। আজ খবর এসেছে বরযাত্র বাড়ী ফেরবার জন্য রওনা হয়েছে। আমি পৌত্রকে আগিয়ে আনবার অছিলা করে আজ রাত্রেই মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করি।

আহ। আমি আর কি বলব—বৃদ্ধ চির দিনই আপনাদের আত্মীয় দেখে এসেছে, আপনাদের অনুগ্রহেই তার এখন মর্য্যাদা রক্ষা।

[আহম্মদের প্রস্থান।

আলম। তা হলে আমিও আপনার সময় নষ্ট করবো না।

[আলমচাঁদের প্রস্থান।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। জনাবালি!

ফতে। কে আপনি বিবি সাহেব?

রাবিয়া। এই অপরিচিতা বিপন্ন হয়ে আপনার আশ্রয় নিতে এসেছে। আপনি যদি দয়া করে চেহেল সেতুন প্রাসাদে আমাকে পাঠিয়ে দেন।

ফতে। এতে আর দয়ার বিষয় কি, তঞ্জাম দেব?

রাবিয়া। আজ্ঞে হাঁ জনাবালি।

ফতে। বেশ, এখনি দিচ্ছি।

রাবিয়া। যে তঞ্জামে জগৎশেঠ-গৃহিণী আরোহণ করেন, সেই তঞ্জাম চাই।

ফতে। কে আপনি?

রাবিয়া। ভিখারিণীই জেনে রাখুন।

ফতে। তা'কেমন করে দেব। মর্য্যাদার সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে পারি, কিন্তু জগৎশেঠনীর তঞ্জাম আপনাকে দিতে পারি না।

রাবিয়া। পারেন না?

ফতে। কিছুতেই পারি না। জগৎশেঠনীর তঞ্জাম কখন নবাব প্রাসাদে প্রবেশ করেনি। তাতে আমাকে সমাজে অপদস্থ হতে হবে।

রাবিয়া। নবাব বেগম চাইলেও পারেন না?

ফতে। নবাব বেগম বাইরে আসবেন, এ কথা কে বিশ্বাস করবে?

রাবিয়া। দোহাই জনাবালি বিশ্বাস করুন। কেউ জানতে না জানতে নবাব বেগমকে তাঁর মহলে পাঠিয়ে দিন।

ফতে। বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার বংশে কলঙ্ক দিয়ে নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে চান।

রাবিয়া। কলঙ্ক কেন হবে জনাবালি?

ফতে। কেন হবে তা যদি জানতে পারতেন, তা হ'লে আপনি এই গভীর রাত্রে এই অসম্ভব কার্য্যে সাহস করেন?

রাবিয়া। আমি আপনার কন্যা।

ফতে। আমার কন্যা যদি এরূপ অসহায়া গৃহত্যাগিনী হয়,তাহলে তখনি তাকে পাথরে বেঁধে জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করি। বুঝতে পারছি, আপনি জগৎশেঠনীর নাম নিয়ে মহলে প্রবেশ করতে চান। অন্য তঞ্জাম চান দিতে পারি, নইলে আপনি গৃহ প্রবেশের অন্য উপায় অবলম্বন করুন। [ফতেচাঁদের প্রস্থান।

রাবিয়া। হজরৎ! বুঝতে পারিনি, অভিমানে মনের আবেগে পরিণামকে অগ্রাহ্য করেছিলুম। তাই তোমার কন্যা তোমার প্রেমপূর্ণ বাক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমার করুণা-পূর্ণ দৃষ্টি এ অভাগিনীর প্রতি এখনও প্রযুক্ত রয়েছে, অভয় দাতা! কন্যাকে অভয় দাও, আমার মান রক্ষা কর। কই কিছুই ত হল না, তা হলে আর অন্য উপায় কেন? এখন মহলে প্রবেশ করতে গেলেই লোকের চক্ষে পড়তে হবে। সে কলঙ্ক বহন করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। যাই, অন্ধকার থাকতে থাকতে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিই।

(আলম চাঁদের প্রবেশ)

আলম। কিছু করতে হবে না মা, আমার সঙ্গে আসুন। আমি যেতে যেতে আপনাকে দেখেছি। দেখেই ফিরেছি, কথা শুনেছি। শীঘ্র আসুন মা, আপনাকে সকলের অজ্ঞাতসারে মহলে প্রবেশ করিয়ে দিই।

রাবিয়া। আপনি কেমন করে দেবেন?

আলম। কেন, রায়রায়ান-গৃহিণীর তঞ্জামে আপনাকে মহলে প্রবেশ করাব। যদি কলঙ্ক হয়, রায়রায়ানেরই হবে, নবাব গৃহিণীর-নাম স্পর্শ করবে না। কি জন্য আপনি গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছেন, আমি সবই বুঝ্‌তে পেরেছি। আসুন মা, আমার সঙ্গে আসুন।

রাবিয়া। এরূপ মহৎ আপনি, ঈশ্বর কখন আপনার মাথায় অপবাদের ভার দেবেন না। যদি তার উপক্রম দেখি, যদি লোক অগোচরে গৃহে প্রবেশ করতে না পারি, তা হলে, স্থির জানুন, আপনার নামে অপবাদের ক্ষীণ রেখাও স্পর্শ করতে দেব না।

চতুর্থ দৃশ্য।

চেহেল সেতুন—কক্ষ।

সর্ফরাজ ও মালেকা।

সর্। আজকের মতন আমার বেগম মহলে বিশ্রাম কর বিবি সাহেব! কাল মহল-সরায় তোমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে দেব। এখনি একটা বাঁদীকে ডেকে দিই, সে তোমাকে বিশ্রাম স্থান দেখিয়ে দেবে।

মালেকা। তা যা হক্, এ কি রকম দেখছি হুজুরালি! এত বড় প্রাসাদ—এই প্রাসাদ পাহারা দিতে কি একজনও প্রহরী জাগরিত নেই! আপনি গৃহে প্রবেশ করলেন, আপনাকে অভিবাদন করতে একজনও কি এসে উপস্থিত হল না!

সর্। আমি ঘুমিয়ে আছি জেনে, এতদিন তারা সব ভয়ে ভয়ে আমার গৃহ রক্ষার জন্য জেগেছিল, আজ আমি ফর্‌রাবাগে বিলাসে জেগেছি জেনে, আর গৃহ রক্ষার প্রয়োজন নেই মনে করে অবসর বুঝে তারা সব ঘুমিয়েছে।

মালেকা। তাইত দেখছি।

সর্। তাদের ব্যবহারে দুঃখিত হয়োনা মালেকা! একদিনের জন্য তাদের নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দাও। তারা জানেনা, বিলাস্ করতে গিয়ে নবাব এক স্বর্গীয় সুরা পান ক'রে, ঘোর নিদ্রায় চক্ষু বুজে ঘরে ফিরেছে। এ বুঝি তার চির নিদ্রা—জানতে পারলে আর ত তাদের ঘুম হবে না! মালেকা! একদিনের জন্য তাদের ঘুমুতে দাও।

মালেকা। একি বলছেন হুজুরালি।—নিদ্রা কেন? বরং জাগরণ বলুন।

সর্। না মালেকা, নিদ্রা। আজকের এ মাদকতা—যার স্মরণ মাত্রেই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে—এ মাদকতা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমাকে আশ্রয় করে থাকবে। কিন্তু কি বললে মালেকা! ফকীর তোমাকে গান গাইয়ে ধরিয়ে দিলে!

মালেকা। আর সে কথা কেন তুলছেন নবাব! কি ক'রে বুঝবো, দুর্ব্বল রমণী ধর্ম্ম রক্ষার ভয়ে পরীক্ষায় পরাস্ত হয়ে গেলুম। হুজুরালি! করুণাময়ের করুণা বিশ্বাস করতে পারলুম না! বুঝতে পারলুম না, এই মহৎ সঙ্গ আমাকে দেবার জন্য তিনি কৌশলজাল বিস্তার করেছিলেন। যতদিন না তাঁর দুটী চরণ অনুতাপের অশ্রু-জলে সিক্ত করতে পারছি, ততদিন পর্য্যন্ত আমার মর্ম্ম বেদনার অবসান হবেনা। এমন বিভীষিকাময় ঘটনার সংযোগে এমন মহামূল্য মণি উপহার কিছুতেই ত বুঝতে পারলুমনা জাঁহাপনা!

সর্। আর কি তাঁর দেখা পাবে?

মালেকা। পেতেই হবে হুজুরালি!

সর্। এ ঐশ্বর্য্যও বিলাসের মধ্যে প্রবেশ করলে, কখন তাকে পাবে না।

মালেকা। না পাই, ঐশ্বর্য্য বিলাস ত্যাগ করবো।

সর্। ভেবে চিন্তে—ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ কখন হয়না ভগিনী!

মালেকা। বেশ, এখনি ত্যাগ করি।

সর্। তোমার স্বামী?

মালেকা। স্বামী আমার অধিকার ত্যাগ করেছেন।

সর্। না মালেকা দুদিন অপেক্ষা কর। বুঝতে পারছি তুমি

পারবে। আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলুম। দুদিন এ দরিদ্রের বিষজর্জ্জরিত সংসারে অবস্থান করে বিষের তীব্রতার একটু লাঘব কর;—দুদিনের জন্য একট শান্তি দাও।

মালেকা। যো হুকুম হুজুরালি!

সর্। কি গান গেয়েছিলে মালেকা?

মালেকা। হুজুরালি আজ বিশ্রাম করুন।

সর্। বেশ, ক্ষণেক এই গৃহে অপেক্ষা কর, আমি একজন বাঁদী ডেকে আনি।

[সর্‌ফরাজের প্রস্থান।

মালেকা। বেগমের আশ্রয় নিতে না পারলে আর আমি নিশ্চিন্ত হতে পার্‌ছি না!

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। খুব এসেছি, মানে এসেছি। পথ জন শূন্য,—দ্বার কে যেন আমার আগমন প্রতীক্ষায় খুলে রেখেছে। তার পর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ঘুমিয়েছে। একি তাজ্জব ব্যাপার! সব ঘুম! এ ঘুম চেহেল সেতুনে কে ঢেলে দিলে! হজরৎ তুমি। কন্যার মর্য্যাদা রাখতে তুমিই এই কাজ করেছ। তাইত! ওখানে দাঁড়িয়ে কে! স্ত্রীলোক দেখছি না! কে তুমি গা?

মালেকা। আমি এক জন বিদেশিনী। আপনি কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। এত দেখছি সেই ফররাবাগের বিবি! বিদেশিনী, তা এত রাত্রে এখানে কেমন করে এসে জুটলে?

মালেকা। আমি এখানে নবাবের সঙ্গে এসেছি। আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। নবাবের সঙ্গে যখন এসেছ, এই গভীর রাত্রে যখন

নবাবের কামরায় বসে আছ, যে কামরায় নবাবের বিনা হুকুমে নবাব বেগম পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, তখন বিদেশিনী বলে রহস্য করছ কেন ? তুমিইত এই চেহেল সেতুনের মালিক।

মালেকা। এ ঘরে নবাবের বিনা হুকুমে নবাব বেগম পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে পারে না !

রাবিয়া। এই রকমঁত শুনেছি।

মালেকা। আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব ?

রাবিয়া। আমি একটা বাঁদী।

মালেকা। না বিবি সাহেব, বিদেশিনী পেয়ে প্রতারণা কর্‌ছেন। নইলে যে গৃহে নবাব বেগম প্রবেশ করতে সাহস করেন না, সে গৃহে আপনি প্রবেশ করলেন কি করে !

রাবিয়া। আমি তোমার বাঁদী গিরি করতে এসেছি।

মালেকা। তা হ'লে হুকুম করবো ?

রাবিয়া। কর।

মালেকা। আমাকে বেগম মহলে নিয়ে চলুন।

রাবিয়া। সেইটী পারবো না। তুমি এখন নবাবের নবসোহাগের অধীশ্বরী, তাঁর কলিজা—নবানুরাগের আলিঙ্গন—তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর বাহু যুগল বিক্ষত করতে পারবো না।

মালেকা। ওকি বলছেন, বেগম সাহেব ! এতকাল সহবাস করে আপনার স্বামী যে কি বস্তু তা চিনতে পারলেন না ! অভাগিনী ! ঈর্ষার পরকোলায় চক্ষু আবৃত ক'রে, অকলঙ্ক সুধাকরে কালিমা দেখছ কেন ? আমাকে ভগিনী বলে তিনি চরণে আশ্রয় দিয়েছেন।

রাবিয়া। অকলঙ্ক সুধাকরই যদি জেনেছ, তা হ'লে কলঙ্কের পুঁটলিটী হয়ে এত রাত্রে এ গৃহে প্রবেশ করলে কেন ? এ গভীর নিশীথে যে তোমাকে নবাবের সাথে দেখবে, সে কি তোমাকে

নবাবের ভগিনী বিশ্বাস করবে! মুহূর্ত্তে নবাবের কলঙ্ক কথায় সহর পূর্ণ হয়ে যাবে। কে কৈফিয়ৎ শুনবে সুন্দরী!

মালেকা। ঠিক বলেছেন ত বেগম সাহেব! দুনিয়া কখন কাজের ভিতর দেখবার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না, সে কেবল কাজের বাহির দেখেই বিচার করে।

রাবিয়া। ওকি চল্‌ছ যে?

মালেকা। বড় আত্মীয়ার মতন কথা কয়েছেন।

রাবিয়া। তাতো কইলুম, কিন্তু যাচ্ছ কোথা?

মালেকা। আর আমি এ গৃহে থাকবো না।

রাবিয়া। তাকি হয়, আমি তোমায় যেতে দেবো কেন!

মালেকা। নবাবের মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চলে যাবার এই উপযুক্ত সময়!

রাবিয়া। আমাকে মাফ্ কর বিবি সাহেব! ক্ষণপূর্ব্বে তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেছিলুম। এখন দেখছি তুমি সুন্দর, তুমি মধুর। তোমায় যেতে দেবো না।

মালেকা। না বেগম সাহেব! আর বাধা দেবেন না, মন যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

রাবিয়া। দুনিয়া শুধু বাহির দেখে, ভিতর দেখে না! এক কথায় তুমি আমার মর্ম্মভেদ করে দিয়েছ। আমিও তোমার মত দুনিয়ার বিচারালয়ে দাঁড়িয়েছি—আমি স্বামীর ব্যবহারের সাক্ষী হ'তে গৃহত্যাগ করেছিলুম। তোমার আমার সমান অবস্থা। ভগিনী আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমায় যেতে দেবো না।

(সর্‌ফরাজের প্রবেশ)

সর্। মালেকা! মোহ নিদ্রায় চেহেল সেতুন আচ্ছন্ন হয়েছে।

একজনও বাঁদীর সাড়া পেলুম না। কে তুমি? রাবিয়া? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

রাবিয়া। মালেকা যদি এত রাত্রে এখানে আসতে পারে, আমি আসতে পারি না?

সব্। তোমায় ত আমি ডাকিনি!

রাবিয়া। তাতো ডাকবেননা জানি। সেই জন্যই উপযাচিকা হয়ে এসেছি! ফররাবাগ থেকে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এ পর্য্যন্ত বাঁদীকে দেখা দেন নি। বাঁদি আছে কি নেই, এ খবর পর্য্যন্ত নেন্‌নি।

সব্। সেটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি রাবিয়া?

রাবিয়া। বাঁদী অল্প বুদ্ধি—সে এ কথার উত্তর কেমন করে দেবে!

সব্। বাঁদী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুতরাং সে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে।

রাবিয়া। আমিত উত্তর দিতে পারছি না!

সব্। ভাল, অন্য রকমে প্রশ্ন করছি। তুমি নিজে এসে দেখা করেছ ভালই হয়েছে। রাবিয়া! আমার মনে বড়ই একটা কৌতু-হল জেগেছে। তুমি সেটা চরিতার্থ কর।

রাবিয়া। বলুন জাঁহাপনা!

সব্। তুমি রাজ্য বেশি ভাল বাস, কি আমাকে বেশি ভাল বাস রাবিয়া?

মালেকা। এ প্রশ্ন যে, উত্তর যোগ্য নয় জাঁহাপনা!

সব্। কেন মালেকা?

মালেকা। এ বিশাল দুনিয়ার ভিতর সতীর প্রিয়তম পদার্থ কি তা সতীই জানে। মুল্লুকের মালিক হয়েছেন, এটুকু জানেন না জাঁহাপনা যে, একথা কাউকেও বলতে নেই!

সর্‌। কেন্‌, স্বামীকেও কি বলতে নেই!

মালেকা। না জাঁহাপনা! একথা বললে, স্বামীর যদি প্রত্যয় না হয়, তা হলে তিনি অপরাধী হন। সেটাত স্ত্রীর পক্ষে সুখের কথা নয়!

সর্‌। বেশ, মালেকা বেশ। ভাল রাবিয়া, যদি এ কথার উত্তর দিতে না পার, অন্য প্রশ্ন করি তার উত্তর দাও।

রাবিয়া। অধিনীকে আজ এত প্রশ্ন কেন জাঁহাপনা?

সর্‌। বড়ই কৌতুহল জেগেছে রাবিয়া!

রাবিয়া। রাজার এত কৌতুহলী হওয়া কি ভাল?

সর্‌। কি ভাল, কি মন্দ বুঝতে পারছি না রাবিয়া। জীবনের এক স্তরে যে কাজ ভাল বলে মনে করেছি, অন্যস্তরে তাই আবার মন্দ, এমন কি জঘন্য বলে মনে হয়েছে। তাই আমি দুনিয়ার ভাল মন্দ, দুনিয়াতেই ঢেলে দিতে ইচ্ছা করেছি। তুমি উত্তর দাও।

রাবিয়া। বলুন!

সর্‌। বিলাসিতার আমোদে গা ভাসান্‌ দেবো শুনে, তুমি বসনাঞ্চলে নয়ন ঢেকে মর্ম্মাহতা কুরঙ্গীর ন্যায়, আমার নিকট থেকে ছুটে পালিয়েছিলে! আমি তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করে ফর্‌রাবাগে বিলাস সুখভোগ করতে চলে গিয়েছিলুম। আমার জানবার বড়ই কৌতুহল হয়েছে। বল ত রাবিয়া, এই সুদীর্ঘ সময়টা তুমি কি করেছিলে?

রাবিয়া। (স্বগতঃ) আর কেন রাবিয়া, মরণের জন্য প্রস্তুত হ'।

সর্‌। আমি জীবনে তোমাকে ইচ্ছানুযায়ী সুখী করতে পারিনি।

রাবিয়া। কই জাঁহাপনা, আমিত কখন আপনাকে অসুখী একথা বলিনি!

সর্‌। বলনি, সে তোমার মহত্ত্ব।

রাবিয়া। আপনি সদাশয় তবে আমি অসুখী হব কেন?

সর্। তুমি না অসুখী হ'তে পার। কিন্তু আমি তোমাকে সুখী রাখবার মতন বিশেষ কোনও কাজ করিনি। তথাপি রাবিয়া, আমার বোধ হয় এমন কোনও কাজ করিনি, যাতে তোমার মর্ম্ম পীড়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু সে দিন তোমার সেই কোমল মর্ম্মে বজ্রের প্রহার করে চলে গিয়েছি। তোমাকে সামান্য দুঃখেই আমি চঞ্চল দেখেছি! এই দারুণ দুঃখে তুমি কি ভাবে দীর্ঘ সময় যাপন করেছ জানতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছে।

মালেকা। নীরব কেন, নিঃসঙ্কোচে বলুন বেগম সাহেব! স্বামীর আদেশ ভক্তি সহকারে পালন করলে, রমণীর কখন অধোগতি হয়না। তাহলে আপনাকে বলি, স্বামীর আদেশে এক মুহূর্ত্তের জন্য অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এই গভীর রজনীতে চলে এসেছি। তার পরিণামের প্রধান সাক্ষী আপনি। আমি গৃহত্যাগ করতে যাচ্ছিলুম, আপনিই আমাকে কুলটা জ্ঞানে তিরস্কার করতে এসে আগ্রহ সহকারে ধরে রাখ্‌লেন। বলবার কিছু থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

রাবিয়া। আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন?

সর্। জানলে প্রশ্ন করব কেন! আমি যা আছি, তাই আছি, ছল তোমার সঙ্গে কেন করব রাবিয়া!

রাবিয়া। কি করেছি একটা অনুমান করুন।

সর্। আবার অনুমানে প্রয়োজন কি?

রাবিয়া। যদি মেলে, আমার জীবনের সকল দুঃখ, আমার হৃদয়ের সকল অবসাদ এই মুহূর্ত্তেই বিলীন হয়ে যাবে। তখন বুঝব আমার মতন ভাগ্যবতী রমণী দুনিয়ায় নেই।

সর্। ফর্‌রাবাগে বেড়াতে বেড়াতে আমার হঠাৎ মনে হল, যেন তুমি মনের আবেগে গৃহত্যাগ করেছ। কিন্তু কেমন ক'রে কোন

সাহসে বাংলার রাণী তুমি গৃহত্যাগিনী হবে, আমি অনেক ক্ষণ চিন্তা করেও বুঝতে পারলুম না। আমি যুক্তিতর্কে মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারিনি। রাবিয়া! যত-বারই বোঝাবার চেষ্টা করেছি ততবারই তর্কের পীড়ন অগ্রাহ্য করে আমার মানস চক্ষে গৃহত্যাগিনী রাবিয়ার ছবি ভেসে উঠেছে।

রাবিয়া। আপনার ও দেবচক্ষু, আপনি যা দেখেছেন তা মিথ্যা নয়।

সর্। তুমিকি সত্য সত্যই গৃহত্যাগিনী হয়েছিলে?

রাবিয়া। হয়েছিলুম।

সর্। কি করে সমস্ত লোকের চক্ষে তুমি গৃহত্যাগ করলে নবাব গৃহিণী!

রাবিয়া। যাবার সময়ে পরিণাম চিন্তা করিনি। কে দেখলে কিনা গ্রাহ্য করিনি। ভেবেছিলুম, এগৃহে আর ফিরবোনা। ফরহাবাগে বিলাসের স্রোতে আপনি কেমন ভেসেছেন দেখে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ভাগীরথীতে ভাসব। কিন্তু আমার বোধ হয়, কেউ দেখেনি। শুধু দেখেছিলেন এক ফকীর! আমি আত্ম গোপন করলেও তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন, এবং আমাকে অনেক উপদেশ দিয়ে বাড়ীতে ফিরতে বলেছিলেন। আমি তা না করে ফর্‌হাবাগে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। আমি পরিণামের জন্য প্রস্তুত কি না তিনি জানতে চাইলেন। আমি যখন বললুম, "প্রস্তুত" তখন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সর্। তার পর?

মালেকা। দোহাই জাঁহাপনা, আর প্রশ্ন করবেননা। গৃহস্বামিনী মানের সঙ্গেই গৃহে ফিরে এসেছেন। আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার কেউ বেগম সাহেবের গমনাগমন বার্ত্তা জানেনা। পুরীর নিস্তব্ধতার কারণ আমি এতক্ষণে বুঝতে পারলুম।

রাবিয়া। না মালেকা! জানতে পেরেছে, আমারই বুদ্ধির দোষে জানতে পেরেছে।

সর্। কে জেনেছে?

রাবিয়া। আপনার দুই হিন্দু ওমরাও।

সর্। তাদের কাছে প্রকাশের ভয় নেই। আর কেউ জানতে পারেনি?

রাবিয়া। আমার বিশ্বাস তাই।

সর্। এবাড়ীর মধ্যে কেউ?

রাবিয়া। এ বাড়ীর সকলে এখনও ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। কেমন করে তারা জানবে!

সর্। তা যদি না জানে, তা হলে তুমি আমার গৃহের অধীশ্বরী গৃহেই অবস্থান কর। আর যদি কেউ জানে?

(ঘেসেটীর প্রবেশ।)

ঘেসেটী। আমি জানতে পেরেছি হুজুরালি!

সর্। কে তুমি! একি ঘেসেটী বেগম! তুমি এত রাত্রে নবাবের প্রাসাদে কেন?

ঘেসেটী। জাঁহাপনা আমি বেগম সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলুম।

সর্। মিথ্যা কথা! তুমি তোমার পবিত্র স্বামীর মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে এই গভীর রাত্রে অভিসার করেছ। তুমি জানলে ক্ষতি নাই। তোমার কথা দুনিয়া বিশ্বাস করবে না।

ঘেসেটী। দোহাই জাঁহাপনা, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবেন না।

সর্। সত্য কথা চিরদিনই একটু কঠোর হয় বিবি সাহেব! তুমি এখনি নিজের মহলে ফিরে যাও।

ঘেসেটী। জাঁহাপনা!—

সর্। কথা কাল দিনমানে শুনবো, তুমি এখনি এ প্রাসাদ ত্যাগ কর।

ঘেসেটী। উঃ! কি অপমান!

সর। সমস্ত মান গৃহত্যাগ-মুখে পথে ফেলে এসেছ বিবি সাহেব! সেইখানে যাও। পথে পরিত্যক্ত মান কুড়িয়ে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ কর।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

এ মোহ-নিদ্রাচ্ছন্ন পুরীর মধ্যে এমন একজনও কি নেই যে জেগে আছে?

(জালিমের প্রবেশ।)

জালিম। হুকুম জাঁহাপনা!

সর্। কে তুমি বালক! তুমি! এত রাত্রে! জেগে আছ!

জালিম। দরিয়া আমার ঘুম যে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে জাঁহাপনা!

সর্। রাবিয়া! পরিণামের জন্যত তুমি আগে থাকতেই প্রস্তুত আছ!

রাবিয়া। আছি।

সর্। জাগন্ত প্রহরী! এই রমণীকে মুরশিদাবাদের বার করে দিয়ে এস।

জালিম। এস বিবি সাহেব!

[রাবিয়া ও জালিমের প্রস্থান।

মালেকা। জাঁহাপনা! আপনি গান শুন্‌তে চেয়েছিলেন না?

সর্। চেয়েছিলুম, কিন্তু শোনায় কে?

মালেকা। হুকুম করুন।

সর্। মৃত্যু-রাগিনীতে আলাপ করতে পার?

মালেকা। গৃহের চতুর্দ্দিকে তার সুর উঠেছে, শুনতে পাচ্ছেন না!

সর্। মালেকা! যদি সেই সুরে সুর মেশাতে পার, তাহলে আমাকে শুনতে দাও।

মালেকা। সেত এখানে সুবিধা হবেনা জাঁহাপনা! সে আলা-পের যন্ত্র এখানে নেই। সমীরণের মৃদু ক্রন্দনে, নদীর কল্লোলে, তরু লতার অশ্রুজলে সে গানের সুর বাঁধতে হবে। এখানে নয় নবাব! যদি বেঁচে থাকি, একদিন সে গান আপনাকে শোনাবো! কবর প্রান্তরে—আপনার সমাধির উপরে! নবাব! আজ আমি সেলাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

সর্। বহুত আচ্ছা বিবি সাহেব, সেলাম!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহিঃ-কক্ষ।

(আলিবর্দ্দি ও নন্দলাল।)

আলি। কি হল নন্দলাল, তোমার ভগিনীপতি কি করলে!

নন্দ। সে কি করেছে জনাবালি?

আলি। আমি তাকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে চিঠি পাঠালুম। ব'লে দিলুম, আমার ভাই ছাড়া দুনিয়ার কেউ চিঠির কথা যেন না জানে। সে কিনা একটা বছর দশেকের ছোঁড়ার ওপর সেই চিঠি বিলির ভার দিয়ে চলে এল!

নন্দ। আমার বোধহয় সে ছেলের ওপর ভার দিয়েছে। তা যদি সে দিয়ে থাকে, তাহলে সে কি না বুঝে দিয়েছে। জনাবালি! পরিণাম না জেনে, আগে থাক্‌তেই তাকে এত ছোট ঠাওরাচ্ছেন কেন?

আলি। তুমি একি বলছ নন্দলাল, ছোট ঠাওরানো কি বলছ? তোমার ভগিনীপতি না হলে সেই মূহূর্ত্তেই তাকে আমি কোতল করতে হুকুম দিতুম। পরিণাম না জেনে কি আমি তাকে ছোট ঠাওরাচ্ছি! ভাই আমাকে এক চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি যদি আমার পত্র পেতেন তাহ'লে কখনই তিনি সে চিঠি আমাকে পাঠাতেন না।

নন্দ। তাহ'লে সে চিঠি উজীর সাহেবের হাতে পড়েনি!

আলি। উজীর সাহেবের পাওয়া দূরে থাক্, সে চিঠি নবাবের

হাতে পড়েছে। তাই আমার ওপর এক জরুরি তলবানা চিঠি এসেছে। নবাব নিজে লিখলে পাছে আমি যেতে ইতস্ততঃ করি, তাই উজীর সাহেবকে দিয়ে লিখিয়েছে, বুঝেছ ?

নন্দ। জনাবালি! গোস্তাকি মাফ্ হয়, আপনি যা অনুমান করেছেন, সেটাই যে ভুল নয়, তা আপনি কি ক'রে জানলেন ?

আলি। সে কি নন্দলাল! আমি যা অনুমান করবো, তা আবার ভুল হবে কি! তবে আর আলিবর্দ্দির বিশেষত্ব রইল কই! ঈশ্বর আমার সহায়, দেখছ কি! নইলে যা কখন দিল্লীর বাদসা আশা করেন না, আমার নসীবে তাই ঘটেছে—হিন্দুস্থানের দৌলতের সম্রাট আমার কাছে দূত হয়ে এসেছে।

নন্দ। কে—জগৎশেঠ জী ?

আলি। এই প্রভাতে তিনি আমার এখানে এসে খবর দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন খবরদার! অসহায় অবস্থায় মুরশিদাবাদে যাবেন না। নবাব উজীর সাহেবকে বাধ্য করে সেই চিঠি লিখিয়েছেন। তারপর তোমাকে কি জন্য ডাকিয়েছি শোন! ফতে চাঁদ কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু ইঙ্গিত ক'রে গেলেন। তিনি অসহায় অবস্থায় মুরশিদাবাদে যেতে নিষেধ করে গেলেন। অর্থাৎ সহায় নিয়ে মুরশিদাবাদে যেতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই, বুঝেছ ?

নন্দ। তাহ'লে এখন থেকে কি আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে ?

আলি। থাকতে হবে কি নন্দলাল, বল প্রস্তুত হয়েছি।

নন্দ। যো হুকুম। বিজয় সিং গেল কোথায় ?

আলি। সে কি বিড় বিড় করে বলে গেল! সে বলে জনাবালি! পুত্রকে যোগ্য বুঝেই আমি তাকে চিঠি দেবার ভার দিয়েছিলুম। যদি সে অপারগ হয়, তাহ'লে তাকে ধরে এনে আপনার সম্মুখেই হত্যা

করব। আরে.পাগল! বালককে হত্যা করলে, আমার কি লাভ হবে! কিন্তু আমি যদি মরে যেতুম তা হলে বাংলার যে ক্ষতি হ'ত, ওরূপ লক্ষ বালকের জন্ম গ্রহণেও সে ক্ষতি পূরণ হ'ত না।

নন্দ। আপনি কি তাকে কোনও কটু কথা বলেছেন জনাবালি!

আলি। অন্য কোন কটু কথা বলিনি, তবে তার কথা যে কিছু-মাত্রও বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ কথা বলেছি।

[বেগে জালিমের প্রবেশ ও তৎপশ্চাতে খাপিখাঁ।

খাপি। হুজুর! সরে যাও। (হস্তদ্বারা আলিবর্দ্দিকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল)

আলি। কে এ! ব্যাপার কি!

জালিম। কার নাম আলিবর্দ্দি খাঁ!

আলি। কি এ! কে এ বালক, নন্দলাল?

জালিম। নবাব! এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার বাপকে মিথ্যা-বাদী বল।

নন্দ। একি—একি জালিম! মুলুকের মালিক, তাকে তুমি একি ভাবে সম্বোধন করছ!

জালিম। কেও মামা! গোলামী ক'রে আপনার বুদ্ধি স্থূল হয়ে গেছে। আপনি হিন্দু হয়ে মন্ত্র ভুলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ভুলে গেছেন। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ। আমি বাবার চেয়ে এ দুনিয়ায় আর কাউকেও বড় মানিনা। বাবার যে অপমান করে, সে দুনিয়ার মালিক হলেও আমি তাকে গ্রাহ্য করি না।

নন্দ। তোমার পিতা কি তোমাকে এই নীতি শিক্ষা দিয়েছে?

জালিম। পিতা কেন, আমার গুরু দেবতা রাজা দুর্জ্জন সিংহ। তিনি বলেছেন জালিম! সকলের কাছে তুমি নম্রতা দেখাবে; কিন্তু যে তোমার বাপ মা'র নিন্দা করবে, তার কাছে তুমি

সিংহ হবে, কেশর ফোলাবে, নখর দিয়ে তার মুণ্ড ছিঁড়ে নেবে। তাতে পাপ নেই।

আলি। ভাল, তুমি আমার কি করতে পার?

জালিম। অস্ত্র ধর!

আলি। যদি না ধরি, তাহ'লেই বা কি করতে পার?

জালিম। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে 'বাঘ নখ' বাহির করিয়া) বল, কি না করতে পারি?

আলি। (কিঞ্চিত পশ্চাৎ গমন)

জালিম। ভয় নেই নবাব, আমি শৃগাল নই! আমি অন্ধকারে বিছান থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে নিতে আসিনি!

আলি। কি করব হে নন্দলাল?

নন্দ। তুমি কি উজীর সাহেবকে পত্র দিয়েছিলে?

জালিম। সে কৈফিয়ৎ দিতে আসিনি মামা! সে নবাবকে খুঁজে নিতে বলুন।

নন্দ। তোমার মাতুলের প্রভু—

জালিম। বেশ—"অন্যায় করেছি" বলে নবাব নিজ হাতে বাবাকে আমার চিঠি দিন।

আলি। তোমার বাবাকে নিয়ে এস, আমি তোমার সুমুখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

জালিম। তিনি আসবেন না।

আলি। বেশ, তিনি কোথায় আছেন বল, আমি গিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।

নন্দ। আর কেন জালিম নবাবকে লাঞ্ছিত কর। এইত নবাবের কথায় আমি সাক্ষী রইলুম!

জালিম। (নত জানু হইয়া) জনাবালি মাফ করুন।

আলি। (হাত ধরিয়া তুলিয়া) এইত খুন করা হয়ে গেল। এখন আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে বালক সৈন্যের মনসব্দার করে দিই।

জালিম। জনাবালি! ওই হুকুমটী করবেন না। আমি থাকতে পারবো না। কেন, তাও বলতে পারবো না।

(নবাবকে অভিবাদন, মাতুলের পাদবন্দন ও প্রস্থান)

আলি। নন্দলাল! ওকে ধর।

নন্দ। এখন কি আর ওকে ধরতে পারব?

আলি। আরে তা নয় বাপ বেটাকে আয়ত্ত কর। ও দুটো যদি আমার কাছে থাকে, তা হ'লে দুটোতে দুলাখ সৈন্যের কাজ করবে, অন্য জায়গায় বিঘোরে মারা যাবে।

নন্দ। আয়ত্ত করা কঠিন।

[নন্দলালের প্রস্থান।

আলি। তা হক, তুমি তাদের আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর। একি! একি দৃশ্য দেখালে ঈশ্বর! আর কে তুমি অজ্ঞাত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী! এই অপূর্ব্ব শক্তির মূলাধার দুর্জ্জন সিংহের হাত থেকে তুমি অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাতে জপের মালা পরিয়ে দিয়েছ—দিয়ে মোগলের পরম সখার কার্য্য করেছ। অথবা, কোন্ ভাগ্যবান জাতিকে তুমি হিন্দুস্থান পুরস্কার দেবে বলে, এই অপূর্ব্ব শক্তি-স্রোত বিপরীত মুখে ফিরিয়ে দিয়েছ? একি মোগল? তা যদি হয়, তবে দিল্লীতে মোগল প্রবল বেগে ধ্বংসের মুখে ছুটেছে কেন?

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

খাপি। হুজুর! ছোঁড়া গেছে?

আলি (মুখ বিকৃত করিয়া) গেছে। এতক্ষণ কোথায় প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে ছিলে?

খাপি। মুখ বেঁকিয়োনা হুজুর! ও ছোঁড়া ভারি· খেলোয়াড়—এক টিপে বাঁকা মুখ সোজা করে দেবে।

আলি। বেরো বেটা সুমুখ থেকে।

খাপি। ছোঁড়াটা না বলে না কয়ে ঘরে ঢোকে দেখে, আমি যেমন তার কাণ ধরতে গেছি, ছোঁড়া ফস্ ক'রে ফাঁক মেরে না কান ধরে আমাকে মাটীতে বসিয়ে দিলে। ঝাঁকারি মেরে যেমন উঠতে যাব, অমনি ছোঁড়া কাঁধের এই খানটার কোথায় বুড়ো আঙ্গুলের একটা টীপ দিলে! অমনি হাত পা অসাড়! আমি বললুম বাপ্! আমি আলিমন খেলা জানি, হনুমানজী খেলা জানি, বিনোটী খেলা জানি, একি খেলা বাপ? ছোঁড়া বললে মদনমোহনজী খেলা।

আলি। তুই তাহলে বাধা দিয়েছিলি?

খাপি। তবে কি বসে বসে কেবল খাপি খাচ্ছিলুম! তবে ওই যে বললুম, মদনমোহন মিয়া কি তলোয়ার বার করতে সময় দিলে! এক টিপেই শুইয়ে ফেললে।

আলি। বলিস কি!

খাপি। হুজুর! বলবার কথা নেই। তুমিও দশ বিশ হাজার ফৌজ ছেড়ে দাও। তার বদলে ওই মদনমোহন মিয়াকে নিয়ে এসে দেউড়ীতে বসাও, পাটনার শহরে আর দুসমন আসবে না।

আলি। বেশ, সে বালক এই মুরশিদাবাদের দিকে কোথায় গেল দেখ। [খাপি খাঁর প্রস্থান।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

আলি। কি খবর দেওয়ান?

চিন্তা। যা সন্দেহ করেছিলুম তাই। উজীর সাহেব কর্ম্মচ্যুত! পুরাতন কর্ম্মচারীদের অনেকেই কর্ম্মচ্যুত,—হাজি লুৎফুল্লা, বর্দ্দান

আলি আর দুজন দিল্লী থেকে নবাগত ব্যক্তি নবাবের প্রিয় পাত্র হয়েছে।

আলি। নবাগত ব্যক্তি এসেই প্রিয়পাত্র হ'ল!

চিন্তা। শুধু তাই নয়, সকলেই অনুমান করছে, তারা দুজনেই দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হবে।

আলি। তাদের নাম জেনে এলে?

চিন্তা। একজনের নাম মীর মর্ত্তেজা খাঁ, আর একজনের নাম গাউস খাঁ।

আলি। তাহলে উদ্যোগ করি?

চিন্তা। আর কাল বিলম্ব নয়।

আলি। দিল্লীর খবর না পেলেত উদ্যোগ আয়োজন বৃথা হবে?

চিন্তা। সে বিষয়েও খুব সুবিধা হয়ে গেছে—আপনার নামে নবাবী সনন্দ এলো বলে আপনি জেনে রাখুন। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যুদ্ধের উদ্যোগ করুন।

আলি। বহুত আচ্ছা চলো।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সরফরাজ।

সর্। দিল্লীর বাদশার যা এখন অবস্থা, তাতে উপযুক্ত পয়সা পেলে বাদসা পথের পথিককে বাংলার দেওয়ানী ধরে দিতে পারে। বাদসাহী পর্য্যন্ত বিক্রয় করতে পারে। তাই সব আমাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হয়োনা। আলিবর্দ্দি ব্যক্তিগত স্বার্থে বাংলার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিহীন হয়েছে। প্রতিকার করতে গেলেই,

আমাকে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তাতে কি! আমি সর্ব্বাঙ্গে মহা ব্যাধি নিয়ে দীর্ঘ জীবন ভোগ করতে ইচ্ছা করি না। যদি যথার্থই তোমরা আমার বন্ধুত্বের অভিমান রাখতে চাও, তা হলে বাংলার নবাবী রক্ষার জন্য ব্যগ্র হও।

(জিন্নেত উন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব!

সর্। একি মা! তুমি এমন সময় এরূপভাবে এখানে কেন?

জিন্নেত। আর তুমি নিজেই যখন বেগম মহলের আবরু ভেঙ্গে দিয়েছো, তখন আমার এমন সময় এখানে আসতে দোষ কি! ওরা কারা তোমার সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করছিল?

সর্। ওরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জিন্নেত। নবাব! আমার পুত্রবধূ কই? এই চেহেল সেতুনের রাণী কই!

সর্। সে আপনার দোষে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

জিন্নেত। আপনার দোষে না তোমার দোষে! বালক! আমার দুর্দ্দশা দেখে তোমার জ্ঞান হ'লনা! বাপের অপমৃত্যু দেখে তোমার ভয় হল না! তুমিও শেষে বিলাসে মত্ত হলে! সে পাপিষ্ঠাকে কোথায় রেখেছ?

সর্। মা! তুমি পরের কথায় আত্মহারা হয়োনা! কে তোমাকে এই সকল কথা শুনিয়েছে?

জিন্নেত। নিজের চোখে দেখেছি, শুনতে হবে কেন?

সর্। বেশ, কি বল্‌তে এসেছ বল।

জিন্নেত। পুত্রবধূকে এখনি গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তার সন্তান মাকে না দেখে ব্যাকুল হয়েছে। আমার কাছে সে আর থাক্‌তে চাচ্ছে না।

সর্‌। সে কোথায় আছে তার ঠিক কি! আমি তাকে কোথা থেকে ফিরিয়ে আনবো!

জিন্নেত। দুদিন গদি পেয়েই তোমার এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল সর্‌ফরাজ! বালকের কোমলতা কোন্ পাপীয়সীর কুহকে এমন নিষ্ঠুরতায় পরিণত হল। ফিরিয়ে আনবে কি না?

সর্‌। যদি আত্মহারা না হই, তাহলে আনবোনা।

জিন্নেত। তবে আমি আনি?

সর্‌। সে তোমার ইচ্ছা। তবে আনলে আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবেনা।

জিন্নেত। কিছু প্রয়োজন নেই। যে রমণী একদিন তার চরিত্র-হীন স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পেরেছিল, সে চরিত্রহীন পুত্রকে পরিত্যাগ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

সর্‌। মা! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

জিন্নেত। কর!

সর্‌। সত্য বলবে?

জিন্নেত। আমি নবাবের কন্যা, নবাবের পত্নী, নবাবের মা। দুনিয়ায় ভয় করবার আমার কে আছে যে মিথ্যা কইব!

সর্‌। তুমি রাবিয়াকে ঘরে এনেছ?

জিন্নেত। আনিনি—আনতে চলেছি।

সর্‌। রাবিয়াতো নিজে বলেনি! কে তার খবর তোমার কাছে এনে দিলে?

জিন্নেত। বল, তুমি তাকে ক্ষমা করবে?

সর্‌। বেশ, ক্ষমা করব।

জিন্নেত। রাজা আলমচাঁদ।

সর্‌। বুঝতে পেরেছি, যাও।

জিন্নেত। তা হ'লে আমি আনতে চললুম।

সর্। তা হ'লে আমাকে দেখার আশা ত্যাগ কর।

জিন্নেত। বেশ, ত্যাগ করলুম।

[প্রস্থান।

সর্। কে আছ? (বাখর খাঁর প্রবেশ) আলমচাঁদ রায়কে খবর দাও।

[বাখর খাঁর প্রস্থান।

শুনেছি আমার মাতামহ ব্রাহ্মণ সন্তান। নবাবীর সমস্ত কঠোরতায় অভ্যস্ত হয়েও তিনি হিন্দু-সুলভ কোমলতা ত্যাগ করতে পারেন নি। সেইজন্য মাঝে মাঝে তাঁকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে। আমি সেই কোমল মর্ম্মের আংশিক উত্তরাধিকারী। তার জন্য আমি আমার অপর সমস্ত উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হতে চলেছি, তবু এ পাপ কোমলতাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারছি না। পরিত্যক্তা, হীনার মত লাঞ্ছিতা রাবিয়া! তুমি ফিরে আসছ শুনে আমি শত চেষ্টাতেও চোখের জল নিবারণ করতে পারছি না। ফিরে এস রাবিয়া! ফিরে এস। যার দর্শনলাভের জন্য আমি রাজ্য সম্ভ্রম এমন কি তোমার ন্যায় স্ত্রী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছি, তুমি তাঁর দর্শনলাভ করেছ। জাননা তুমি আমার চেয়ে কত অধিক ভাগ্যবতী। সেই ভাগ্য পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবার জন্য তোমাকে পরিত্যাগ-ছলে আমি তাঁর চরণপ্রান্তে নিক্ষেপ করেছিলুম। যাক্, ফিরে যখন আসছ— যখন কোমল-মর্ম্মী হিন্দু নিজের পরিণামকে অগ্রাহ্য করে, নবাবের ক্রোধকে তুচ্ছ করে, তোমাকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনছে, তখন এস ঘরের রাবিয়া তোমার ঘরে এস। হজরৎ! জীবনে বুঝি আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না! তা হোক তোমার করুণা তুমি রাখ, আমার কোমল মর্ম্ম আমি রাখি।

(বাখর খাঁ ও আলম চাঁদের প্রবেশ।)

সর্। কি রায় রায়ান! শুনলুম তুমি নাকি পরিত্যক্ত নবাব পত্নীকে বাঁদী রেখেছ?

আলম। (বারম্বার অভিবাদন করিয়া) সে কি হুজুরালি! তিনি আমার মা, আমার মাথার মণি, আমার হুজরাইন। আমি তাঁর গোলামের গোলাম, তাঁর বাঁদী আমার স্ত্রী।

সর্। তাকে তুমি গৃহে স্থান দিয়েছ?

আলম। আজ্ঞে হুজুরালি, প্রভুর অপরাধে প্রভু-পত্নীর লাঞ্ছনা দেখা এ গোলাম সহ্য করতে পারেনি।

সর্। কেয়া বেয়াদব!

আলম। (মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইলেন)

সর্। তা হ'লে তুমিই তার গৃহ প্রবেশের সহায়তা করেছিলে?

আলম। করেছিলুম।

সর্। কি করে করলে?

আলম। আমার স্ত্রীর তাঞ্জামে করে তাঁকে গৃহ প্রবেশ করিয়েছি।

সর্। অর্থাৎ রায় রায়ান গৃহিণীর মাথায় তুমি একটী কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলে। দ্বিতীয় অর্থাৎ, আমার মাথায় আর একটী বোঝা চাপিয়ে দিলে। আমার স্ত্রীর মান রাখ্‌তে চিরদিনের জন্য নিজের বংশের দুর্নাম কিনে আনলে। আর আমাকেও লোক সমাজে লম্পট বলে প্রচার করলে।

আলম। সে দুর্নাম হুজুরালিইত ফর্‌রা বাগ থেকে বহন করে এনেছেন।

সর্। ফতেচাঁদ আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বিচার মীমাংসা করেছিল?

আলম। হুজুরালি, তাঁর কথা কিছু বলতে পারব না।

সর্। তোমায় বলতে হবে কেন—আমি কি এতই বুদ্ধিহীন রায় রায়ান! ফতে চাঁদ জগৎ শেঠনীর তগ্লাম দিতে স্বীকৃত হয়নি কেমন?

আলম। হুজুরালিত নিজেই সব জানেন।

সর্। জগৎশেঠ বুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ তাই সে আমার বুদ্ধিহীনা স্ত্রীকে সাহায্য করেনি। তুমি আমার স্ত্রীর তুল্য বুদ্ধিমান, তাই তুমি সাহায্য করতে ব্যগ্র হয়েছিলে!

আলম। (মৌনাবলম্বন)

সর্। সে কথা যাক্, দ্বিতীয় বার যখন মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে নিজ গৃহে স্থান দিয়েছ, তখন অবশ্য এ কার্য্যের পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়েই দিয়েছ।

আলম। তা হয়েছি।

সর্। কি পরিণাম কল্পনা করেছ?

আলম। বন্ধন অথবা বধ উভয়েরই জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

সর্। বধের কত প্রকার প্রক্রিয়া আছে, তাও অবশ্য তোমায় জানা আছে?

আলম। আজ্ঞে আছে। ফাঁসী, অথবা শিরশ্ছেদ, অথবা বিষ-পান, অথবা দেহকে খণ্ড খণ্ড করে তাতে লবণ প্রয়োগ, অথবা জীবন্ত সমাধি, অথবা গাত্রের চর্ম্ম উন্মোচন।

সর্। যে বালকের উপর আমি বেগমকে মুরশিদাবাদের সীমান্তে রেখে আসবার ভার দিয়েছিলুম, সেত আমার হুকুম অমান্য করবে না, অথবা মিথ্যা কইবে না!

আলম। আমি কৌশলে তাকে ভুলিয়ে ছিলুম। মুরশিদাবাদের সীমা কোথায় সে বালক জানতোনা। সে আমাকে সীমা দেখিয়ে

দিতে অনুরোধ করে। আমি তাকে আমার বাটীর সন্নিকটে বাগানের ধারে নিয়ে বলি, "এই মুরশিদাবাদের সীমা" সীমা শুনেই বালক মাকে সেইখানে পরিত্যাগ করে চলে গেল। আমিও অমনি অতি যত্নে মাকে তাঁর গোলামের গৃহে প্রবেশ করিয়েছি।

সর্। শান্তি পাবেই এটী তুমি স্থির বুঝেছিলে?

আলম। স্থির বুঝিনি—তবে অনুমান করেছিলুম।

সর্। কোন পুরস্কার অনুমান করেছিলে?

আলম। পুরস্কারের কাজ যখন করিনি, তখন এমন অন্যায় অনুমান করব কেন?

সর্। বাখর খাঁ! আমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে যে মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়ে ছিলেন, সেই সঙ্গে যে মতির মালা, যে সব অলঙ্কার তইরি করিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্য বশে যা তিনি একদিনের জন্যও ব্যবহার করতে পাননি, সেই পোষাক, সেই মালা, সেই অলঙ্কার এখনি এই বৃদ্ধকে পরিয়ে দাও—তারপর আমার তাঞ্জামে চাপিয়ে ওঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। দেখো হুঁসিয়ার একটাও যেন বাদ যায় না।

[সর্‌ফরাজের প্রস্থান।

আলম। দোহাই হুজুরালি, ও হুকুম ফিরিয়ে নিন্।

বাখর। কি! হুজুরালি কি মিথ্যাবাদী যে, হুকুম ফিরিয়ে নেবেন!

আলম। দোহাই ভাই—আমি গোলাম, আমি সে দয়ালু মনিবের পরিচ্ছদ প্রাণান্তেও নিজের দেহে তুলতে পারবো না।

বাখর। ওকথা এখন শোনে কে, চলে চলুন, নইলে এখনি লোক ডাকবো, তারা চ্যাং দোলা করে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে।

আলম। আমি কিছুতেই সে পরিচ্ছদ পরবো না—আমি কিছুতেই স্বর্গগত প্রভুর অসম্মান করতে পারবো না।

বাখর। জানেন, আমি মহলের ভেতর শুদ্ধ মাত্র নবাবের অধীন?

আলম। বেশ আমাকে কোতল কর।

বাখর। হুকুম তামিল না করলে আমার কি হবে!

আলম। আমার মাথায় দাও। মাথায় করে ঘরে নিয়ে যাই—মনিবের স্মৃতি-চিহ্ন চিরদিনের জন্য আমার ঘরে তুলে রাখি।

বাখর। ধন্য রায়রায়ান! ধন্য আপনার প্রভুভক্তি! নবাবও কি তা বোঝেন নি! ক্রোধের বশে তিনি যে গর্হিত কাজ করেছেন, আপনা হতেই কেবল তার বিষম পরিণাম ঘটতে পায়নি। আপনি নবাবের সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন, সুতরাং আপনিই সেই মহামূল্য পুরস্কারের যোগ্য পাত্র। আসুন আপনাকে সে সমস্ত দিয়ে প্রভুর মনের অভিলাষ পূর্ণ করি।

আলম। কিন্তু বাখর খাঁ, আমি যে বড় গোলমালে পড়ে গেলুম।

বাখর। কি, হুজুরালির চরিত্র নিয়ে?

আলম। আমি যে ওঁর আর এক মূর্ত্তি ভেবে, অনবরত ওঁর অনিষ্ট চিন্তা করেছি!

বাখর। শুধু কি আপনি রায়রায়ান—গোলমালে না পড়েছে কে? আমিও পড়েছি। কারও অপরাধ নেই। তবে যে ওঁর প্রকৃত মূর্ত্তি না দেখতে পেয়ে হুজুরালির অনিষ্ট করতে অগ্রসর হবে, তার মত দুর্ভাগ্য দুনিয়ায় আর নাই।

আলম। তবে কি ফররাবাগের ঘটনা সত্য নয়?

বাখর। মিথ্যা কি সত্য কি করে বুঝাব রায়রায়ান! সে রাত্রির ঘটনা যে প্রত্যক্ষ না করেছে সে বুঝতে পারবে না, যে দেখেছে সে

বোঝাতে পারবে না। দোহাই আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না, চলে আসুন।

আল। নবাব! নবাব! এক নয়, গোলামের শত অপরাধ; মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর। আমি আর সে অপরাধের ভার সইতে পারছি না।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালেকা।

বন-পথ।

গীত।

সপট করি কহবি বঁধু কপট নাহি রাখবি,
ইহ রজনী আছিলি কার ঘরে।
কপট যদি কর বঁধু হামারি নহে মন্দহে
নব প্রেয়সী শপথি লাগে তোরে॥
মঝু মনে সাধ ছিল সেবিব হাম তোঁহে,
মিনি বেতনে নিজ কেতনে কিনি রাখবি মোহে—
এ সব যত ধরম বাত পহেলা তোঁহারি সাথ
আজু কাহে গোপলি নাথ মোরে॥

(গাউসের প্রবেশ।)

গাউস। তাইত! যা মনে করছি তাই! মনকে বিশ্বাস করতে পারছিলুমনা। অন্য পথে চলে যাচ্ছিলুম! কিন্তু সঙ্গীত আমাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করেছে। যে সঙ্গীত-তরঙ্গ একদিন যমুনা-তরঙ্গে শত প্রতি

ধ্বনির বাঁধনে আমার হৃদয়কে বন্দী করতো, আজও সেই প্রান্তর-প্লাবিনী সঙ্গীত-ধারা আমাকে ভাসিয়ে উজান বাহিয়ে তোমার কাছে এনে উপস্থিত করেছে! মালেকা! তোমাকে যে আমি বঙ্গেশ্বরের প্রাসাদ মধ্যে গোপনে সংরক্ষিত করিয়েছিলুম, এরই মধ্যে তোমাকে পথের তরুতলে নিক্ষেপ করলে কে?

মালেকা। যার জিম্মায় আমায় রেখে এসেছিলে, সেই আমাকে এই খানে নিক্ষেপ করেছে।

গাউস। সেকি, নবাব! একথা যে বিশ্বাস করতে পারছি না মালেকা!

মালেকা। নবাবের অন্তঃপুরে বাংলার রাজলক্ষ্মীর সঙ্গিনী হতে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেই রাজলক্ষ্মী নবাব গৃহ হতে নির্ব্বাসিত হচ্ছেন। যেখানে অধীশ্বরীর স্থান হ'লনা, সেখানে সঙ্গিনীর স্থান কোথায়? আমি নবাব বেগমের অন্বেষণে দুনিয়া ঘুরতে চলেছি।

গাউস। ভুল করেছ মালেকা! আমি আসবার সময়ে একটু সামান্য খবর শুনে এসেছি। নবাব গৃহিণী কোনও ওমরাওয়ের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নবাবের মাতা জিন্নেত উন্নীশা বেগম তাঁকে আজ আনতে সেই ওমরাওয়ের গৃহে গিয়েছেন। এতক্ষণ বোধ হয়, নবাব বেগম মহলে প্রবেশ করেছেন।

মালেকা। নবাব নিজে আনতে যাননি?

গাউস। না, তাঁর মা।

মালেকা। তবে নবাব বেগম মহলে প্রবেশ করেছে তুমি জানলে কেমন করে!

গাউস। নবাবের মা আনতে গেছেন, তিনি আসবেন না!

মালেকা। এক নবাব ছাড়া, তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তা পর্য্যন্তও যদি বেগমকে

ফিরে আসতে অনুরোধ করেন, তথাপি তিনি ফিরে সে পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করবেন না।

গাউস। তুমি পাগলের মত যা তা বললে কি আমি বিশ্বাস করব?

মালেকা। আমি পাগল! বীর! আজীবন অস্ত্র সাধন করেছ, রমণী হৃদয়ের মর্য্যাদা তুমি বুঝবে কি! সতী হৃদয়ের অভিমান-মাহাত্ম্য দুনিয়ার কে জানে জানিনা! সতী নিজেই তা অনুভব করতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা যদি বলে পারি তাঁর সৃষ্টিতে আমি সন্দেহ করি।

(রাবিয়ার প্রবেশ।)

রাবিয়া। তাইত! দুনিয়ার কোন স্থান চিনিনি! আমি এ কোথায় চলেছি ঈশ্বর!

মালেকা। কি দেখছ স্বামী! হজরৎ আমার দর্প রক্ষার জন্য আমার প্রাণের প্রাণ আমার কাছে এনে দিয়েছেন। এস রাণী, এস বাংলার রাজশ্রী! কোথায় চলেছ বুঝতে পারছনা? তার বাঁদীর কাছে। (ছুটিয়া রাবিয়াকে ধরিয়া)। ঈশ্বরের নাম নিয়ে পথে বেরিয়েছ, তিনি পথে পথে তোমার জন্য বাঁদী রেখেছেন। আমি ভাগ্যবতী তাদের মধ্যে প্রথম।

গাউস। এই রাণী! তাইত একি দেখলুম! এই রাণী! কি করলে নবাব! সরোবরের মৃদু হিল্লোলে যে কাতর হয়, সেই পুষ্প-রাণীকে বৃন্তচ্যুত করে পথে নিক্ষেপ করেছ!

রাবিয়া। তাইত! তাইত! তুমি ভগিনী মালেকা! তুমি ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, স্বামীর প্রলোভন ত্যাগ ক'রে আমার অপেক্ষায় পথে দাঁড়িয়ে আছ!

মালেকা। তা তো ছেড়েছিলুম, কিন্তু কম্‌লি ছাড়ে কই! ওই দেখ আমার গাড়োল স্বামী—তোমার গোলাম, আগে থাকতেই

আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এস বিশারদ বুদ্ধিহীন! মর্য্যাদা দাও, প্রভুপত্নী তোমার সম্মুখে।

গাউস। (নত জানু হইয়া) অভিমানে একি করলে মা! ফের মা ফের। স্বামীর উপর অভিমানে আত্মহত্যা স্বামীহত্যা—দোহাই মা, দেশের শ্রী নষ্ট কর না। বল মা একবার বল, তোমাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

মালেকা। সে বলবার আমাদের সময় নেই, শোনবারও আপনার সময় নেই। কি কর্ত্তব্যে বেরিয়ে ছিলেন বীর! আপনি ভুলে-গেছেন, আমি জানিনা এই জন্য স্মরণ করিয়ে দিতে পারছিনা।

গাউস। আমি আমার আফগান সৈন্য সংগ্রহ করতে চলেছি। নবাব আমাকে সেনাপতিত্ব দিতে চেয়েছিলেন, আমি গ্রহণ করিনি। আমি তাঁকে বলেছি, আমার নিজের শিক্ষিত তিন হাজার আফগান সৈন্য আছে তাদের অধিনায়কত্ব ছাড়া আমি অপর সৈন্যের অধিনায়কত্ব করতে ইচ্ছা করিনা। তিনি সম্মত হয়েছেন, আমি আমার দলকে আনতে চলেছি।

মালেকা। আনতে দেরী সইবে ‍

গাউস। ওকি অন্যায় কথা বলছ মালেকা!

মালেকা। যে রাজ্যের রাজলক্ষ্মী প্রান্তর আশ্রয় করে, তার অস্তিত্ব কত দিন ?

গাউস। তোমরা ফিরলেই আমি ফিরি।

মালেকা। অমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অধিনায়কের সঙ্গে ফেরা আমরা বড় পছন্দ করিনা। যদি নবাবের সাহায্যই আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে এখনি এস্থান ত্যাগ করুন।

গাউস। তোমরা এমনি করে ঘুরতে পারবে ?

মালেকা। এই যে ঘুরছি!

গাউস। দোহাই মালেকা, নিকটে আছি, এখনও একবার নিজের অবস্থা প্রণিধান কর।

(হায়দারির প্রবেশ।)

হায়। আবার আত্মহারা হচ্ছ গাউস খাঁ। এক মুহূর্ত্তের অন্তরায় জীবনের ঘটনার কত পরিবর্ত্তন করে তা জান ?

সকলে। একি হজরৎ ! (সকলের অভিবাদন)

হায়। মায়ার প্রলোভনে এইযে এতটা সময়ের জন্য কর্ত্তব্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এলে, এতে কত অনিষ্ট হল বুঝতে পারলে কি !

গাউস। হজরৎ ! এরই মধ্যে অনিষ্ট হবে ?

হায়। কালকে কখন ক্ষুদ্র জ্ঞান ক'রনা। কালের একটু ক্ষুদ্রাংশও অনন্ত। গাউস খাঁ, সেও অনন্ত শক্তিধর।

গাউস। হজরৎ বান্দা বিদায় গ্রহণ করে।

হায়। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

গাউস। হুজরাইন ! ভাগ্যবশে দেখিছি ! আর দেখ্‌বো কিনা জানিনা। গোলাম সেলাম করে, গ্রহণ কর মা।

[প্রস্থান

হায়। এস মা ! বাঙ্গালার নবাবাধিকার নাশের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। খোদার অভিপ্রায়। মালেকা ! বুঝে উত্তর দাও, তুমি এ অভিনয় কার্য্যে যোগ দিতে পারবে ?

মালেকা। আপনার যদি আদেশ হয়, অবশ্য পারবো।

হায়। তুমি পারবে ?

রাবিয়া। হজরৎ ! আমার স্বামীকে রক্ষা করুন।

হায়। মালেকা ! এ রমণীকে পরিত্যাগ করে এস।

রাবিয়া। দোহাই হজরৎ আমি কিছু জানি না, কিছু বুঝিনা। আশ্রয় পেয়েছি ফেলে দিয়োনা !

হায়। খবরদার! আর যেন চিত্ত বিচলিত না হয়।

রাবিয়া। হবেনা।

হায়। সন্তুষ্ট হলেম রাণী, সঙ্গে এস।

মালেকা। হজরৎ! একটা কথা—নবাবের রাজ্য কি রক্ষা হবেনা?

হায়। রক্ষার জন্য প্রাণ ব্যাকুল, কিন্তু অদৃষ্টের বাণী।

মালেকা। রক্ষার চেষ্টা?

হায়। বিড়ম্বনা—অদৃষ্টের বাণী। [প্রস্থান।

মালেকা। রাণী, বিষাদ ছাড়—সানন্দে অদৃষ্টকে অভিবাদন কর।

গীত।

তুমি আমার রূপের ছবি, আমি তোমার রূপের প্রাণ।
তুমি অধরে বেঁধেছো হাসি, আমি হৃদয়ে পুরেছি গান॥
নীরব কত মধুময়ী বাণী, ওগো রমণী, তোমার নয়ন ঠারে।
কত অজ্ঞাত দেশ প্রেমিক পিয়াসী, দিবা নিশি, ভিখারী তোমার দ্বারে॥
তুমি স্বরচিত কুঞ্জবন, বাহুলতা তব আবরণ।
আমি তাহে জাগরিত ফুল্ল কুসুম, আপনা বিঁধিতে বাণ॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

আলিবর্দ্দি ও ঘেসেটী।

আলি। ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগলি কেন? কি হয়েছে আমাকে বুঝিয়ে বল। আরে গেল, তবু কাঁদতে লাগল। না বুঝলে প্রতীকার করব কি করে!

ঘেসেটী। নবাব—

আলি। নবাব কি করেছে? ভাই সাহেবকে বরখাস্ত করেছে?

ঘেসেটী। বরখাস্ত সেত করেইছে। তাছাড়া নিত্য অপমান করছে। চাচা আর বাঁচবেনা।

আলি। নবাব নিজে অপমান করেছে?

ঘেসেটী। নিজে দরবারে সমস্ত ওমরাওয়ের সুমুখে সামান্য মুহুরীকে যেমন বরখাস্ত করে, সেই রকম ক'রে বরখাস্ত করেছে। তারপর তার ওমরাওদের দিয়ে অপমান করাচ্ছে। মর্দ্দানআলি ও লুৎফুল্লা, ঘাটে পথে, চাচাকে যেখানে দেখছে, সেইখানেই মুখে যা আসে তাই বলছে। আমার কথা চাচীর কথা, আমিনার কথা—আর কার নাম করব? পিতৃব্য বুঝি আর বাঁচেন না। তিনি দিবারাত্রি কেবল হা আল্লা হা আল্লা করে কাঁদছেন।

আলি। তুই এলি, তোর চাচাকে সঙ্গে ক'রে আনলিনি কেন?

ঘেসেটী। আমি নিজের দুঃখ জানাতে এসেছি।

আলি। তোমার আবার দুঃখ কি?

ঘেসেটী। স্বয়ং নবাব আমাকে—

আলি। আর বল্‌তে হবে না। রক্ষা কর ঘেসেটী, আর আমাকে ব্যাকুল ক'র না, চলে যাও। ভাল যাবার সময় একটা কথা বলে যাও। এক বালক তোমার পিতৃব্যকে এক খানা চিঠি দিতে গিয়েছিল, পিতৃব্য সে চিঠি পেয়েছেন?

ঘেসেটী। পেয়েছেন। সে অদ্ভুত বালক অদ্ভুত উপায়ে চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠির জোরেই পিতৃব্য শত অপমান সয়ে মুরশিদাবাদে, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

আলি। বেশ! তা হ'লে তুমি এখন বিশ্রাম নাও!

ঘেসেটী। আমি বিশ্রাম নিতে আসিনি, আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, আমি আপনার সম্মুখে জহর খেয়ে মরতে এসেছি।

আলি। অত অস্থির হ'লে ত চলবে না মা!

ঘেসেটী। আমার অপমানের, আমার পিতৃব্যের অপমানের প্রতিশোধ নেবেন প্রতিজ্ঞা করুন।

আলি। এ ত জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করাবার কথা নয় মা! এ সব অপমান আমার। তোমাদের কি মর্ম্ম বেদনা! তার শতগুণ মর্ম্ম বেদনা আমার! বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। যাও, এখন আমার চিত্তের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি কর না। আমাকে চিন্তা করবার অবসর দাও, মহলে যাও, বেগম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

আলি। বেশ হয়েছে, অছিলা জুটেছে। আমার কার্য্যে সকলেই সহায় কেবল বাদী এক বেগম। কিছুতেই বেগমকে বোঝাতে পারছিলুম না! তার একার বাধায় আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করেছে, সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করে আজও অগ্রসর হতে পারছি না। মুরশিদাবাদের দিকে অভিযান করবার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করতে পারছিলুম না। আজ অছিলা মিলেছে, বেগম সাহেব আর আমার গন্তব্য পথে বাধা দিতে পারছে না। (খাপিখাঁর প্রবেশ) খাপি খাঁ! গিগ্‌গির দেওয়ানকে খবর দে।

খাপি। খাপি খাঁ কবে দেরি করে খবর দিয়েছে।

আলি। গিয়ে বলবি, "যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থায় আসুন।"

খাপি। বলব না তো কি, বোবার মতন দাঁড়িয়ে থাকবো!

আলি। আরে মর বেটা! আর দাঁড়াস্‌নি, এখনি যা।

খাপি। তাই বল।

[প্রস্থান।

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

আলি। কেও? নোয়াজেস? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

নোয়া। আপনাকে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

আলি। কি শুভ সংবাদ?

নোয়া। আপনার কন্যা নবাব কর্ত্তৃক অপমানিতা হয়েছে।

আলি। মুর্খ! এটা তোমার পক্ষে শুভ সংবাদ হল!

নোয়া। আমার পক্ষে হবে কেন পিতৃব্য, আপনার পক্ষে। আপনি মুরশিদাবাদে অভিযানের সমস্ত উদ্যোগ করে, শুধু এক চাচীর বাধায় পঙ্গুর ন্যায় বসে আছেন। আপনি প্রবল শক্তির অধিকারী হয়েও সেই পবিত্র রমণীর দৈব শক্তিকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না। তার একটী একটী সুমিষ্ট কথার আঘাতে আপনার অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আপনার কন্যা অপমান কথার মালিশ দিয়ে আপনার সেই সন্ধি দৃঢ় করে দিয়েছে। যেসেটী তার মায়ের কাছে কাঁদছে—মায়ের মুখ মলিন হয়েছে। তিনি বুঝেছেন, আর তিনি আপনার অভিযানে বাধা দিতে পারছেন না। এমন শুভ সংবাদ আপনি আর শুনতে পাবেন না, এমন শুভ দিন আপনার আর আসবে না।

আলি। বড়ই দুঃখের কথা নোয়াজেস, তুমি তোমার পিতৃব্যকে এত হীন বিবেচনা কর। তোমার পিতা সেখানে নজর বন্দী—অপদস্থ—শত্রু কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, আমার কন্যাও অপমানিত—আমি বীরের অহঙ্কার নিয়ে শক্তি থাকতে প্রতীকার না করে চুপ করে থাকবো?

নোয়া। হীন বিবেচনা করলে, আমি আপনার কাছে আসতুম না। আপনি শক্তিমান বলেই, আপনার সেই শক্তির জাগরণ দেখতে এসেছি। তবে কি জানেন পিতৃব্য, শক্তি থাকতে চুপ থাকা অতিবড় শক্তিমানের কাজ!

আলি। তা কি কখন কেউ থাকে নোয়াজেস্?

নোয়া। আছে বই কি পিতৃব্য। আমি তাকে দেখেছি।

আলি। কোথায় দেখেছ?

নোয়া। যেথানে আপনি সসৈন্যে যাবার মানস করেছেন। সেই মুরশিদাবাদে।

আলি। বলতে যদি বাধা না থাকে, তা হ'লে বল কে সে।

নোয়া। যার বিরুদ্ধে আপনি অভিযান করছেন. সেই নবাব সরফরাজ খাঁ।

আলি। আর একটী আমি জানি।

নোয়া। কে সে পিতৃব্য?

আলি। সেটী আমার গুণধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নোয়াজেস খাঁ।

নোয়া। আপনি রহস্য করছেন। কিন্তু আপনি যখন রহস্যের ছলেও আমার শক্তির কথা উথাপন করেছেন, তখন আপনাকে বলি। আপনি আমার পিতৃব্য, চির মাননীয়; সুতরাং বুঝবেন আমি আপনাকে রহস্য করছি না। আমি বড় হতভাগ্য। আমি এক দিন ওই মহাত্মার কাছে শক্তি মন্ত্রের সাধন শিক্ষা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু অপারগ হয়ে ফিরে এসেছি। তথাপি শুনুন পিতৃব্য! অতি অল্প দিনের সাধনায় আমি যে যৎসামান্য শক্তির অধিকারী হয়েছিলুম, তাতেই আমি বলদৃপ্ত দাম্ভিক আলিবর্দ্দি খাঁকে এক মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত করতে পারি, তাঁর প্রভুভক্ত বিশহাজার সৈন্যকে এক মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাঁরই বক্ষ বিদ্ধ করবার জন্য ধাবিত করতে পারি। ষোল বছরের নীরব সাধনায় তাঁর শক্তি ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। আপনি কার বিরুদ্ধে অভিযান করতে চলেছেন? (প্রস্থানোদ্যত)

আলি। নোয়াজেস্ শোন।

নোয়া। আপনি বাংলার মসনদের ভিখারী। একবার নবাবের সম্মুখে যান, হাত পাতুন, তদ্দণ্ডেই বাংলার অধীশ্বরত্ব আপনার লাভ হবে। সেই তুচ্ছ সামগ্রীর জন্য আপনার অভিযান কেন? বাংলার রাজশ্রী বহন করে আনবার জন্য এত বাহক কেন? তবে দুর্ভাগ্য আপনার বিশ্বাস হবে না।

আলি। নোয়াজেস! একি সত্য বলছ?

নোয়া। যদি অপর দিকে পূর্ণ ষোল কলার বল পান, তবেই অগ্রসর হোন। নতুবা হবেন না।

[নোয়াজেসের প্রস্থান।

আলি। তাইত এ পাগলটা বলে কি! আমাকে যে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল! না না, আমিও কি পাগলাটার সংস্পর্শে পড়ে পাগল হলুম! সরফরাজ শক্তিমান! এযে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না। তবু অগ্রসর হবার মুখে পাগলটা আমার মনটাকে কেমন টলিয়ে গেল! সরফরাজ শক্তিমান? চির দিন যাকে নিষ্ক্রিয়, অলস, অকর্ম্মণ্য, মতিহীন, ধর্ম্মহীন বলে জানি, যে কখন সাহস করে একটী দিনও বেগম মহলের সীমা-অতিক্রম করলে না, সে কেমন ক'রে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে শক্তিমান হ'ল! এক অলসের শক্তির সাক্ষী, আর একটা নিষ্ক্রিয় স্ত্রী-স্বভাব-বিশিষ্ট অলস। কার কথায় আলিবর্দ্দি তুমি অগ্রগমনে বিরত হচ্ছ? (স্থিরভাবে অবস্থিতি)

(স্বপ্নমূর্ত্তি রাজশ্রীর প্রবেশ)

রাজশ্রী। নিজেকে যে পঙ্গু জানে, তাকে কেউ চালাতে পারে না আলিবর্দ্দি!

আলি। য়্যাঁ য়্যাঁ তাইত- তাইত! তুমি কে মা?

রাবিয়া। আমি বাংলার রাজশ্রী—তোমাকে মসনদ নেবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

আলি। আমি বাংলার মসনদ পাব ?

রাজশ্রী। এইত অদৃষ্টের বাণী।

আলি। অদৃষ্টের বাণী কি মিথ্যা হয় না ?

রাজশ্রী অদৃষ্টের বাণীতেই দুনিয়ার সৃষ্টি। সৃষ্টির আগেও তা যেমন সত্য, সৃষ্টির পরেও তা তেমনি সত্য।

আলি। আর বলতে হবে না মা, আপনাকে সেলাম।

রাজশ্রী। বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহাবৎজঙ্গ আপনাকে সেলাম। [রাজশ্রীর প্রস্থান।

আলি। একি তাজ্জব ব্যাপার! এ সব আমি কি দেখলুম! (চক্ষু মুছিয়া) না একি সম্ভব! সেই বালকের প্রবেশের পর থেকে আমার ঘরের পাহারা দেবার জন্য, আমি উপযুক্ত পাহারাদার নিযুক্ত করেছি। আমার বিশ্বাস তারা জেগে আছে। তবে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এ কে রমণী আমার গৃহে কেমন করে প্রবেশ করলে! এ ত স্বপ্ন বলেই ক্রমে আমার বোধ হচ্ছে। চিন্তার আবেগে কিছুক্ষণের জন্য সত্য সত্যই কি আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! তাই হবে, নইলে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য জাগরণে দেখছি বলে আর ত আমার বোধ হচ্ছে না! ক্রমে দৃশ্য দূর দূর—অতিদূর—ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টি পথ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু ওই মধুর বীণা ঝঙ্কার - বাংলার রাজশ্রীর নিমন্ত্রণ! কই, দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে সে ঝঙ্কারের ত বিলয় হ'ল না! সে উত্তরোত্তর প্রবলতর তরঙ্গে আমার কর্ণপটহে আঘাত করছে (চিন্তামণির প্রবেশ) ছি চিন্তামণি! আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছ!

চিন্তা। নিদ্রা যাচ্ছি কে বললে জনাবালি! আর বিলম্ব করবেন না। আমি ত দেখছি আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। চলে আসুন—

আলি। কোথায় ?

চিন্তা। এ আপনি কি বলছেন ! সমস্ত ফৌজ আপনার আদেশের অপেক্ষায় এক পা মুরশিদাবাদের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আলি। কই সনন্দত এলোনা।

চিন্তা। কে বললে এলো না ? বাদশা মহম্মদ সা আপনাকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করেছেন।

আলি। সনন্দ সনন্দ—চিন্তামণি সনন্দ।

চিন্তা। গোলাম কি আপনার সঙ্গে রহস্য করছে জনাবালি। (সনন্দ বাহির করিয়া) এই দেখুন বাদসাহী পাঞ্জা, এই দেখুন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, আর এই দেখুন নূতন উপাধি মহাবৎজঙ্গ।

আলি। (হাস্য) চিন্তামণি ! শুনলে না ! তোমার অন্তরাল দিয়ে কি এক মোহকর আবাহন গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে শুন্‌তে পেলে না ! বলছে সন্দেহ কর না আলিবর্দ্দি ! আমি তোমাকে বাংলার সিংহাসনে বসবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। কিন্তু সে গান কত দূরে ? অতি সূক্ষ্ম সুরে—যেন ভাগীরথী তীরে। বলছে আলিবর্দ্দি চলে এস, অনেকক্ষণ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। চিন্তামণি ! শোন, কি মধুর ! শুন্‌তে পেলে না ?

চিন্তা। আমাদের নাগরার আওয়াজ শোনা কান। সেই মুরশিদাবাদেই গিয়ে শুনবো জনাবালি !

আলি। বেশ, চলো—চলো চিন্তামণি, কিন্তু চলতে চলতে শোন, অদৃষ্টের বাণী মিথ্যা নয়। আর এখনি মুরশিদাবাদ দরবারে খবর পাঠাও, আমি ভোজপুরী জমীদারদের দমন করতে মুঙ্গেরের পথে যুদ্ধ যাত্রা করলুম।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

(মস্তাফা ও সর্দারগণের প্রবেশ)

১ম সর। কোথায় যুদ্ধ করতে যেতে হবে বুঝতে পেরেছেন সরদার ?

মস্তাফা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি, কিন্তু অনুমানে কতকটা বুঝেছি। আমাদের ভোজপুরী জমীদারদের দমন করতে হবে।

১ম সর। তাতে এত সৈন্য, সমস্ত সরদারের শক্তি সামর্থের প্রয়োজন !

মস্তাফা। আমি নবাগত, আমি সবিশেষ জানি না। হাজারি মনসবদার ছেদনখাঁ আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। (ছেদন খাঁর প্রবেশ) এই যে নাম না করতেই সেনাপতি।

ছেদন। ভাই সব ! নবাব আমাকে সমস্ত মুসলমান বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। নন্দলাল সিং নিযুক্ত হয়েছেন হিন্দু সৈন্যের সেনাপতি।

মস্তাফা। এরচেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে সরদার। আপনার ন্যায় বীরের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ করা গৌরব।

১ম সর। আমাদের কোথায় লড়াই করতে যেতে হবে?

ছেদন। ভোজপুর। ভোজপুরের জমীদাররা বিদ্রোহী হয়েছে। দিল্লিতে পাঠাবার জন্য যে সমস্ত খাজনা সংগ্রহ হয়েছিল, তা তারা লুট করেছে। ভোজপুরীদের দমন করতে এক বৎসর পূর্ব্বে আমি আলিবর্দ্দিখাঁর সহায় হতে সুবেদার কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে ছিলুম। অতি দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে বহু চেষ্টায় ভোজপুর দখল করেছিলুম ; কিন্তু নায়েব সুবেদারের দয়ার জন্য আমাদের সে বারের যুদ্ধজয়

বিফল হয়েছে। নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে আমাকে শত্রুকুল নির্ম্মূল করতে নিরস্ত করেছিলেন। আজ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করতে যেতে হবে।

মস্তাফা। পথ কি অতি দুর্গম ?

ছেদন। অতি দুর্গম। আজন্ম যুদ্ধ-ব্যবসায়ী আমি, আমাকেও পথের জন্য সময়ে সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হতে হয়েছিল।

মস্তাফা। এবার কিন্তু আর তাদের ক্ষমা করতে দেবনা।

ছেদন। আবার! এবারে ভোজপুরকে মরুভূমিতে পরিণত করবো। কারও অনুরোধ রাখবো না। আমার করুণাময় প্রভু সরফরাজ নিজে যদি ভোজপুরীদের ক্ষমা করতে আদেশ করেন ত তাঁরও আদেশ অমান্য করবো।

মস্তাফা। কবে আমাদের রওনা হতে হবে।

ছেদন। কবে, কি ক'রে বল্‌ব সরদার! নায়েব সুবেদারের হুকুমের অপেক্ষায় আছি। হয়ত আজ—এখনি। পাঠান সরদার! আমি শুধু আপনাদের সম্মতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মস্তাফা। সম্মতি কেন মনসবদার, আপনি আমাদের সেনাপতি। যখনি আমাদের যাত্রার আদেশ করবেন, আমরাও তখনি প্রস্তুত।

(কোরাণ হস্তে মহম্মদ আলি ও গঙ্গাজল লইয়া চিন্তামণি, সঙ্গে নন্দলাল ও আলিবর্দ্দির প্রবেশ)

আলি। ভাই সব! পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে আমি তোমাদের কাছে একটী প্রার্থনা করতে এসেছি।

ছেদন। সেকি হুজুরালি! কি হুকুম করবেন করুন।

আলি। হুকুম নয়, প্রার্থনা। মুসলমান সরদারকে কোরাণ স্পর্শ করে, হিন্দু সরদারকে তুলসী ও গঙ্গাজল নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

মস্তাফা। কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন।

আলি। "আমি আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তোমরা আমার বহুদিনের সঙ্গী ও এক মাত্র বিশ্বাসী। কেবল তোমাদেরই সাহায্যে আমি জয়লাভের আশাকরি। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করছি যে, যদি তোমরা আমার ভাগ্যের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তা হলে শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হও যে, যদি আমি গভীর জলমধ্যে কি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হই, তা হলে তোমরা কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করবেনা। আক্রিসিয়ার কি রুস্তম যে কেহই আমার শত্রু হ'কনা, তাদের সম্মুখীন হতে ও পরাঙ্মুখ হবেনা। আমার বন্ধুদিগকে তোমাদের বন্ধু, আর আমার শত্রুদিগকে তোমাদের শত্রু ব'লে বিবেচনা করতে হবে। আমার ভাগ্যে যাই হোক না কেন, তোমরা আপন আপন জীবন ও ভাগ্য উৎসর্গ ক'রে আমার নিকট অবস্থিতি করতে ইতস্তত: করবেনা।"

মস্তাফা। হুজুরালি আমি প্রতিজ্ঞা করলুম। (কোরাণ স্পর্শ)

আলি। মুসলমান সরদারগণ!

সকলে। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

আলি। হাজারি সরদার।

ছেদন। আমি ত আপনার আছিই হুজুরালি।

আলি। তবু ভাই প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা করি।

ছেদন। বেশ, হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

আলি। মুসলমান ভাই সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। এইবার নন্দলাল!

নন্দ। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম! (তুলসী স্পর্শ)

আলি। হিন্দু সরদারগণ!

সকলে। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

চিন্তা। হুজুরালি, এইবার হুকুম।

আলি। সরদারগণ ! তোমরা এইবারে নিজ নিজ সৈন্য মুরশিদাবাদের পথে চালিত কর।

ছেদন। মুরশিদাবাদ ! সে কি ! আমরা জানি ভোজপুর।

আলি। ভোজপুরের ক্ষুদ্র শত্রুর জন্য আমাকে এ সকল শক্তিমান সরদারদের এরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করবার প্রয়োজন ছিলনা।

ছেদন। মুরশিদাবাদ ! মুরশিদাবাদ ! সেখানে কে আপনার শত্রু ?

আলি। স্বয়ং নবাব।

ছেদন। সেকি ! তিনি যে আমার আশ্রয় দাতা !

আলি। কিন্তু আমার ঘোর শত্রু। নবাব আমার ভ্রাতার অপমান করেছে, আমার কন্যার অপমান করেছে। আমাকে বিনাশ অথবা বন্দী করবার চেষ্টা করেছে। এখন আবার আমার বংশ মর্য্যাদায় আঘাত করবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছে। আমার ভ্রাতার জামাতা আতাউল্লার কন্যা লুৎফউন্নিসার সঙ্গে আমার দৌহিত্র সিরাজের সম্বন্ধ স্থির করে ছিলুম। নবাব সেই কন্যা নিজের পুত্রকে দেবার জন্য আমার ভাইকে দিবা রাত্রি উৎপীড়িত করছে। অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারি, কিন্তু মন্‌সবদার আমি বংশ-মর্য্যাদার হানি সহ্য করতে পারিনা। যে করতে চায়, তার তুল্য আমি আর কাউকেও দুসমন মনে করিনা। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মন্‌সবদার, শপথ করবার আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেনা কেন ? ভাল, নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান যদি তোমার অভিরুচি না হয়, তুমি এই স্থান থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও, আমি প্রফুল্ল মনে তোমাকে ফুরসৎ দিচ্ছি। তুমি আমার সাহায্য না করলে ও তোমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ও আমার স্নেহের হ্রাস হবেনা। এস ভাই সব, তোমরা কে কে আমার ভাগ্যের অংশীদার হতে চাও, সঙ্গে এস।

(ছেদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ছেদন। মূর্খ! মুসলমান-কলঙ্ক! না জেনে, এক বিশ্বাস-ঘাতকের মিষ্টবাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে একি শপথ করলি? আমার আশ্রয় দাতা মানদাতা করুণাময় প্রেমময় সরফরাজ! তোমার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে! তোমার আলিঙ্গন দানেচ্ছু পবিত্র হৃদয়ে কৃপাণ প্রবেশ করাতে হবে! কে আছ? কে কোথায় আত্মীয় আছ? আমার বিকৃত বুদ্ধিকে সুপথে চালিত কর।

(মালেকার প্রবেশ)

মালেকা। আমি আছি। মুসলমান! তুমি ধর্ম্ম রাখ্‌তে চাও, কি মর্ম্ম রাখ্‌তে চাও?

ছেদন। ধর্ম্ম রাখতে চাই! সুন্দরী যদি আবাহিতা আত্মীয়া হও, তাহলে আমাকে ধর্ম্মের পথ বলে দাও।

মালেকা। যদি ধর্ম্ম রাখতে চাও, আলিবর্দ্দির অনুগামী হও।

ছেদন। বেশ বিবি সাহেব! তোমারই পরামর্শ গ্রহণ করলুম, আলিবর্দ্দির অনুগামী হলুম।

মালেকা। মনে প্রাণে অনুগামী হচ্ছ, না শুধু দেহটা নিয়ে হচ্ছ?

ছেদন। আপনি কে বিবিসাহেব?

মালেকা। মনসবদার! পথচারিণী রমণীর সঙ্গে পরিচিত হবার এ সময় নয়।

ছেদন। বিবিসাহেব! জ্ঞানে এ জীবনে অধর্ম্মের কাজ করিনি। পবিত্র কোরাণের আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করে এসেছি। এতদিন পরে বেইমানি করব? আমার স্নেহময় মনিবের বুকে ছুরি মারবো?

মালেকা। সেটা বোঝ বীর! আমি তোমাকে কি বলব? আমার বক্তব্য আমি তোমায় বললুম। তোমার কর্ত্তব্য তুমি স্থির কর

যদি ধর্ম্মরক্ষা করতে চাও, তাহলে আলিবর্দ্দির অনুগামী হও, আর যদি মর্ম্মরক্ষা করতে চাও, পবিত্র সরফরাজকে রক্ষা কর। [প্রস্থান।

ছেদন। তাইত একি সমস্যা। পবিত্র কোরাণ ছুঁয়ে শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা! বিবি সাহেব, বিবি সাহেব! না না কই কে? কে তুমি আমাকে দারুণ সমস্যায় ফেললে? নবাব—নবাব—সে যে আমার আশ্রয়দাতা! হে মহিমময় দীনবৎসল আর্ত্তপ্রাণ নবাব সরফরাজ! এই হস্তে তোমারই শক্তি সাহায্যে আমি তোমারই বুকে অস্ত্র নিক্ষেপ করবো? কিন্তু কোরাণ, পবিত্র কোরাণ—ঈশ্বরের আদেশ-বাণী-পূর্ণ ভক্ত মুসলমানের হস্তে হজরতের অমূল্য দান! ধর্ম্ম, না মর্ম্ম? খোদা! বলে দাও কি রক্ষা করি, কি রক্ষা করি! ধর্ম্ম, না মর্ম্ম? [প্রস্থান।

(মালেকার পুনঃ প্রবেশ)

মালেকা। বাবা! মঙ্গল সাধতে এসে নিজেই নিয়তি হলুম! ধার্ম্মিক মুসলমান ধর্ম্মের মর্ম্ম ছেড়ে ধর্ম্মের আবরণ নিলে! রণভেরী বাজলো, মরণের গান জাগলো! কি আনন্দ! স্বর্গচ্যুত তারকা দুনিয়ার আবর্জ্জনায় পড়ে যন্ত্রণা পাচ্ছে। সে আজ নিজের রাজ্যে ফিরে যাবে। কি আনন্দ! স্বর্গের দূত তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। আবাহন গানের সুর উঠেছে—কি আনন্দ কি আনন্দ! যাও পবিত্র-চিত্ত মুসলমান, পবিত্র সরফরাজের বক্ষে প্রেমের ছুরিকা সন্নিবেশিত কর। যেন বিশ্বাসঘাতকের ছুরিতে তার পবিত্র বক্ষ কলুষিত না হয়। সে আমাকে মরণের গান শোনাবার নিমন্ত্রণ করেছে। রণভেরী বাজলো, মরণের গান জাগলো! চল্ মালেকা চল্, তোর প্রিয় সহোদর তোর অপেক্ষায় মৃত্যুভরা রণাঙ্গণে প্রাণটী ধরে বসে আছে। রণভেরী বাজলো, মরণের গান জাগলো, চল্ মালেকা, চল্।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুসজ্জিত-কক্ষ।

সরফরাজ।

সর। কই এলেনা? অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে আছি, কই এখনও তোমরা কেউ এলে না? কল্যাণময়ী রাবিয়া, আমার নীরব জীবনের সহচরী প্রেমময়ী রাবিয়া! এত অভিমান! আমার এ কোলাহলময় জীবন একদিনের জন্যও তোমার সহ্য হ'ল না! অভি-মানিনি! অপেক্ষায় বসে আছি—একবার এস—কোলাহলের মধ্যে মৃত্যুর ভীম নীরবতা যদি দেখতে চাও, তাহলে একবার এস। সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস মালেকা! নবজীবন প্রভাতে নব বসন্তে স্বর্গচ্যুত কুসুম! সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস! সমস্ত জীবন মরণের আবরণে আবৃত হয়েছে, শুধু নিশ্বাস বাকী আছে—বিলম্ব ক'র না, গান শোনাতে এস! এস হজরত! দূর থেকে স্বপন-ইঙ্গিত দেখিয়ে আমায় ব্যাকুল কর না—কাছে এস। এস আলিবর্দ্দি! বাংলার মসনদ নিয়ে আমি বিপন্ন হয়েছি। তুমি এসে আমাকে বিপন্মুক্ত কর। মর্ম্ম ফেলে এসনা, মুসলমানের অমূল্য অধিকার বিশ্বাস ফেলে এস না। আমি বাংলার মসনদ তোমাকে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হুজুরালি!

সর। কি বাখর?

বাখর। আলিবর্দ্দি দূত পাঠিয়েছেন

সর। এখনি তাকে পাঠিয়ে দাও—একা—সঙ্গে যেন কেউ না আসে।

(বাখরের প্রস্থান ও খাপিখাঁর প্রবেশ)

সর। আলিবর্দ্দিখাঁ তোমাকে পাঠিয়েছেন ?

খাপি। আং—

সর। কিছু বলবার আছে ?

খাপি। আং আজ্ঞে না হুজুরালি !

সর। বুঝেছি, তোমার জিহ্বার জড়তা আছে। বেশ ইঙ্গিতে বল—পত্র এনেছ ? (খাপিখাঁর পত্রদান ও সরফরাজের পাঠ।) তোমার প্রভু কবে পাটনা থেকে রওনা হয়েছেন,তার তারিখ দেননি। তুমি জান ? (খাপিখাঁর কথা কহিবার চেষ্টা) বান্দা ! যদি তোর সত্য বলতে সাহস থাকে, তাহলে সত্য বল্। খোদার কৃপায় এখনি তোর জিহ্বার জড়তা দূর হয়ে যাবে।

খাপি। সত্যই বলব হুজুরালি !

সর। তোমার মনিব ভোজপুরীদের দমন করতে সসৈন্যে পাটনা ত্যাগ করেছে, না আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ?

খাপি। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সর। সঙ্গে কত সৈন্য ?

খাপি। ঠিক বলতে পারি না হুজুরালি—তবে আন্দাজ বিশ হাজার।

সর। কতদূর এসেছে ?

খাপি। আমি মুঙ্গের পার হতে দেখে এসেছি। এতদিন হয়ত তেলিয়াগড়ী।

সর। আর কাউকে চিঠী দিয়েছ ?

খাপি। তাঁর ভাই হাজী সাহেবকে।

সর। আর কাউকে দিয়েছ? ভয় পেয়োনা—ঠিক বল। যে বাক্‌শক্তি একবার স্ফুরিত হয়েছে, ভয়ে সত্যের অপলাপে আর তাকে স্তম্ভিত ক'র না।

খাপি। আর দিয়েছি জগৎশেঠকে।

সর। বেশ! বাখর! এই দূতকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দানের ব্যবস্থা কর।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হুজুরালি! জগৎশেঠজী!

খাপি। হুজুরালি! হজরৎ! (নতজানু) অজ্ঞান ছিলুম, অন্ধ ছিলুম, কোন দূরদেশে পড়েছিলুম! এত করুণা! কেন করুণা? ভয় হচ্ছে।

সর। কিছু ভয় নেই ভাই! ঈশ্বর তোমাকে যে করুণা দিয়েছেন, সেই করুণা অন্তরে অন্তরে অনুভব কর। আজ থেকে সত্যাশ্রয়ী হও। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রভুকে ক্ষমা করলুম। আমি নিজ হাতে তাকে পত্রের উত্তর দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাবে। পত্রে আমি তাকে মসনদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেছি। (বাখর ও খাপিখাঁর প্রস্থান) এনে দাও করুণাময়! হজরৎ! যে যেখানে আমার পাওনাদার আছে, সব এনে দাও। আমি অঞ্জলিপুরে তাদের দেনা দিয়ে মুক্তি সাধন করি।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ।)

ফতে। হুজুরালি, আদাব!

সর। পৌত্রের বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হল জগৎশেঠজী?

ফতে। হাঁ হুজুরালি! ঈশ্বরের কৃপায় নিরাপদেই সম্পন্ন হয়েছে।

সর। শুনলুম, আপনার পৌত্রবধূ নাকি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

ফতে। হাঁ হুজুরালি সুন্দরী।

সর। মুরশিদাবাদে নাকি সেরূপ সুন্দরী নেই!

ফতে। তা কেমন করে বলব হুজুরালি!

সর। বেশ, আমাকে দেখান, আমি দেখলে বলতে পারব।

ফতে। তা কেমন করে হবে খোদাবন্দ!

সর। কেন দোষ কি—শুনলুম ক্ষুদ্র দশ বৎসরের বালিকা। কন্যাকে দেখব, তাতে বাধা কি জগৎ শেঠজী!

ফতে। বাধা আছে। জগৎশেঠের পর্দ্দানসীন কখনও নবাব গৃহে প্রবেশ করেনি। দোহাই হুজুরালি, ও আদেশ করবেন না। প্রজার কুলমর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করবেন না।

সর। আপনি কি রাজার মর্য্যাদা রেখেছেন জগৎশেঠ?

ফতে। রাজার মর্য্যাদা এ গোলাম নষ্ট করেছে?

সর। করেন নি? ভিখারিণীবেশে যে সময় নবাব গৃহিণী আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, আপনি তাকে আশ্রয় ভিক্ষা দিয়েছিলেন, না কাঙ্গালিনীর মতন দূর করে দিয়েছিলেন?

ফতে। তিনি জগৎশেঠনীর তাঞ্জাম চেয়েছিলেন।

সর। দিলে কি আপনার বংশের গৌরব ডুবে যেত, না আরও বর্দ্ধিত হত। শুনেছি আপনাদের এক সাধু বিল্বমঙ্গল এক বণিকের গৃহে অতিথি হয়ে, তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব ভিক্ষা করেছিলেন। কই তাতে কি সতীর মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছিল, না আরও বর্দ্ধিত হয়েছিল? এরূপ ক্ষেত্রে জগৎশেঠ, ঈশ্বর নিজে এসে মর্য্যাদা রক্ষা করেন। রমণী ভুল করেছিল—সেই ভুল সংশোধনের জন্য যোগ্য আশ্রয়দাতা বুঝে আপনার ঘরে অতিথি হয়েছিল। হিন্দু! ধর্ম্মের কোন শাসনে তাকে প্রত্যাখ্যান করলে? আর এক আপনারই মত মর্য্যাদাবান হিন্দু সেই

বিপন্নাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মর্য্যাদা রাখতে মধুর ঘুমে মুর্শিদাবাদকে ঢেকে দিয়েছিলেন। এক ঈশ্বর দ্রষ্টা—জগৎশেঠ! দুনিয়ার আর কোনও প্রাণী নবাব গৃহিণীর গমনাগমন জানতে পারেনি।

ফতে। জাঁহাপনা! অপরাধ করেছি।

সর। প্রায়শ্চিত্ত করুন। জগৎশেঠনীর তাঞ্জামে পৌত্রবধূকে নবাব গৃহে প্রেরণ করুন।

ফতে। হুজুরালি! তার চেয়ে আমার শির গ্রহণ করুন।

সর। আপনাকে ভাবতে সময় দিচ্ছি।

ফতে। আমি ভেবেই বলেছি—আমার জান নিন।

সর। পারবেন না?

ফতে। প্রাণ থাকতে জগৎশেঠ কুলবধূকে নবাব গৃহে প্রবেশ করাতে পারবে না।

সর। ভাল, তা না পারেন আর এক কাজ করুন। আপনার কাছে আমার মাতামহের গচ্ছিত সাত ক্রোর টাকা আছে। কেমন জগৎ শেঠ—কথা সত্য না মিথ্যা?

ফতে। সত্য।

সর। সুদে আসলে এতদিনে তা চৌদ্দ ক্রোর হয়েছে, কেমন?

ফতে। হয়েছে।

সর। একদিকে চৌদ্দ ক্রোর, অন্য দিকে আপনার পৌত্রবধূ। শুধু মাকে একবার দেখবো। দেখতে পেলে চৌদ্দ ক্রোর রেহাই। দেখাতে যদি অভিরুচি না থাকে, আজই আমার প্রাপ্য অর্থ আমার কাছে প্রেরণ করুন। পার্শ্বের গৃহে আপনাকে বিবেচনার অবসর দিলুম। কর্ত্তব্য স্থির করে এখনি আমাকে উত্তর দিন।

সরফরাজের প্রস্থান।

ফতে। তাইত! এযে দেখ্‌ছি সমস্ত জানে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জেনেও এতকাল এ ব্যক্তি কেমন করে এই অগাধ অর্থ সম্বন্ধে নীরব ছিল! কি করব? এমন সমস্যায় ত আমি জীবনে কখন পড়িনি! আলিবর্দ্দিখাঁ তেলিয়াগড়ীতে এসে ছাউনি করেছেন। আর পাঁচদিনের মধ্যেই তিনি মুরশিদাবাদে এসে পড়বেন! এই পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে যে আমি নিশ্চিন্ত হই। পাঁচটা দিন—পাঁচটা দিন! তা হলে কমবখ্‌ত নবাব! তোমার জগৎশেঠের কুললক্ষ্মী দেখার সাধ জন্মের মতন আমি মিটিয়ে দেব। [প্রস্থান।

(মর্ত্তজা, মর্দ্দানআলি ও লুৎফুল্লার প্রবেশ)

মর্ত্তজা। যে রাজা নিজের রাজ্য হাতে করে অপরকে বিলিয়ে দেবে, আমি তার উজীরী করতে পারব না। ভাই সব! আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমি আজই উজীরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। পথের ভিখারী আবার পথে পথে বেড়াব।

মর্দ্দান। দোহাই উজীর সাহেব শান্ত হন।

লুৎ। দোহাই ক্রোধ করবেন না। আপনি উজীরীতে ইস্তফা দিলে, আর একদিনের জন্যও মুরশিদাবাদ নবাবের হাতে থাকবে না। প্রতিহিংসা-পরবশ হাজী আহম্মদ একদিনেই এরাজ্য গ্রাস করে ফেলবে।

মর্ত্তজা। এক এক ক'রে রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ থেকে বিশ্বাস-ঘাতক আহম্মদের লোকদের সরিয়ে দিলুম, বিশ্বাসী লোকদের দান করলুম, নবাব সেই সকল পদ আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোনও ফল ত হলই না। লাভের মধ্যে আমার উপরে তাদের ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হল।

মর্দ্দান। আপনি বীরশ্রেষ্ঠ গাউস খাঁর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। দোহাই উজীর সাহেব! সহসা উজীরীতে ইস্তফা দেবেন না।

লুৎ। উজীর সাহেব! কসুর মাফ করেন ত একটী কথা বলি।

মর্ত্তজা। বলুন।

লুৎ। (চারিদিক চাহিয়া) গোপনে—এখানে বলতে সাহস করছি না।

মর্ত্তজা। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ভাই! সে আমা হতে হবে না।

মর্দ্দান। আমিও বুঝেছি—হতেই হবে উজীর সাহেব! আমরা জীবন দিয়ে আপনার সাহায্য করবো।

মর্ত্তজা। বলেন কি! বিশ্বাস ঘাতকতা—আমা হতে? আমি বোখারার সুলতানীর লোভ ত্যাগ করে চলে এসেছি।

লুৎ। এ লোভ নয়—রক্ষা—ধর্ম্ম রক্ষা।

মর্দ্দান। শুধু ধর্ম্ম নয়, নবাবকে রক্ষা।

লুৎ। ইচ্ছা করেন, নবাবের অধিকার আবার তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

মর্ত্তজা। এ চিন্তাত স্বপ্নেও আমার মনে উদয় হয়নি। আমাকে ভাবতে অবসর দিন।

লুৎ। অবসরের সময় নেই—এখনি—উজীর সাহেব, এই মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য স্থির করুন।

মর্দ্দান। বলুন আপনি প্রস্তুত। পাপিষ্ঠ আলিবর্দ্দি এ বাংলার কে?

মর্ত্তজা। তাইত মাথা যে গুলিয়ে যাচ্ছে! বঙ্গভূমি তোমার আধিপত্যের একি মাদকতা?

লুৎ। তা হলে নবাবের সঙ্গে এখন দেখা করবার কোনও প্রয়োজন নেই, চলে আসুন।

মর্দ্দান। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমরা আপনার সহায়।

মর্ত্তজা। গাউস খাঁ না ফিরলে, আমি কেমন করে একার্য্যে সাহস করি।

লুৎ। আমরা কাজ হাসিল করতে না করতে তিনি ফিরে আসবেন। চলে আসুন আর এখানে দাঁড়াবেন না।

(সরফরাজ বাখর ও আহম্মদের প্রবেশ)

সর। ভাই সব! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আলিবর্দ্দি বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুরশিদাবাদ দখল করতে আসছে।

আহ। দোহাই হুজুরালি, বিশ্বাস করবেন না। আলিবর্দ্দি আপনার গোলাম। সে কখন আপনার সঙ্গে বেইমানি করবে না।

বাখর। তবে কি বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে আপনার ভাই মুরশি-দাবাদের হাওয়া খেতে আসছে?

সর। আহম্মদ! পবিত্র মক্কাতীর্থে গিয়েছিলেন—সেখানে সমস্ত বিষয়াসক্তিকে কবর দিয়ে এসেছেন জেনে আমার পিতা ও আমি আপনাকে অবিশ্বাস করতে সাহস করিনি। কিন্তু পদে পদে আপনি সেই বিশ্বাসে আঘাত করেছেন।

আহ। না হুজুরালি, কখন করিনি, করব না। দুসমনের কথা শুনবেন না। আমরা আপনার বংশের কাছে চির ঋণী।

বাখর। তাই বুঝি বিশ হাজার সঙ্গী নিয়ে আপনার ভাই হুজুরালির বুকে বিশ হাজার অস্ত্রের উপঢৌকন দিতে আসছে?

আহ। মিথ্যা কথা—দোহাই হুজুরালি, মিথ্যা কথা। আলিবর্দ্দির অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। সে চিরকালই নবাবের আজ্ঞাকারী ভৃত্য।

বাখর। হাজী আহম্মদ! আর তোমার মর্য্যাদা রাখতে পারলুম না। আমি, তোমার বেইমানির সাক্ষী সম্মুখে—করুণাময় মনিব তোমার সমস্ত অপরাধ জেনেও তোমাকে ক্ষমা করেছেন। ঈশ্বরের দোহাই, আর প্রভুকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত কর না।

সর। আহম্মদ! কাল আমি আমার এই হিতৈষী উজীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আপনার লোকের উপর আমার জীবন রক্ষার ভার

দিয়েছি। এই ব্যক্তি অপমানে মর্ম্মাহত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় এই সকল আমার চির হিতৈষী বন্ধু। বাকী রইলো স্বজনগণের উপর ন্যস্ত আমার রাজ্য— সেই রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে আপনার ভাই ছুটে আসছে। এখন আমার কর্ত্তব্য কি আপনি অনুগ্রহ করে বলে দিন।

আহ। দোহাই—দোহাই—পশ্চিমে চেয়ে বলছি—হুজুরালি, আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না। আমাকে ছেড়ে দিন—যদিও সে সৈন্য নিয়ে আসে, আমি যাওয়া মাত্র তাকে পাটনা মুখে ফিরিয়ে দেব।

সর। বেশ, আপনাকে যেতে অনুমতি দিলুম।

লুৎ। একি আদেশ করছেন হুজুরালি!

মর্দ্দান! দোহাই হুজুরালি এমন কাজ করবেন না—বৃদ্ধকে কিছুতেই ছাড়বেন না।

লুৎ। ওর কথা বরফের উপর লেখা, দেখতে দেখতে গলে যাবে। বৃদ্ধের মাথা জামিন রাখুন।

বাখর। কোন প্রয়োজন নেই! ওঁর মাথা নিয়ে হুজুরালির কি লাভ? হুজুরালি বৃদ্ধের উপর শেষ বিশ্বাস স্থাপন করুন।

সর। যাও বৃদ্ধ! তোমার ভাইকে বেইমানী কাজ হতে প্রতি-নিবৃত্ত কর।

আহ। ঠিক করবো হুজুরালি! আপনি নিশ্চিন্ত হন, যুদ্ধ যাত্রা করবেন না। যদি আলিবর্দ্দি আসে, বিশহাজার তরোয়ার হুজুরালির পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হবে।

[আহম্মদের প্রস্থান।

সর। ভাই সব! কর্ত্তব্য কি?

মর্দ্দান। ও বেইমানকে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

সর। বেশ তোমরা প্রস্তুত হও।

[মর্দ্দান, লুৎফুল্লা ও বাখরের প্রস্থান।

সর। কই উজীর! সকলেই মতামত প্রকাশ করলে, আর তুমি যে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে!

মর্ত্তজা। আমার ত মতামত প্রকাশের উপায় রাখেন নি। ওই বেইমানের লোক সব দূর করে দিয়ে আমি বিশ্বাসী বীরের ওপর মুরশিদাবাদ রক্ষার ভার দিয়েছিলুম। তারা থাকলে, লক্ষ সৈন্য নিয়ে এলেও আলিবর্দ্দি সহজে সহর দখল করতে পারতো না। আপনি তাদের বরখাস্ত করেছেন।

সর। বিশ্বাসী! কোথায় বিশ্বাসী মর্ত্তজা! মুরশিদাবাদের জলবায়ু বিশ্বাসের অনুকূল নয়। এখানে দুদিন বাস করলে দেব-হৃদয় কলুষিত হয়। তাইত উজীর! তোমার ও মুখে আজ আমি সে নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি না কেন?

মর্ত্তজা। (পদতলে পড়িয়া) হজরত!

সর। কি করেছ উজীর?

মর্ত্তজা। হৃদয়ে বিশ্বাস ঘাতকতার বীজ বপন করেছি।

সর। তুলে ফেল, আলিবর্দ্দির বিশ্বাসঘাতকতার বিষমাখা তীর ফলক দিয়ে তাকে এখনি হৃদয় থেকে তুলে ফেল। মুখের সৌন্দর্য্যে শয়তানী কালিমা মাখিয়ো না। সুলতান পুত্র সংসার ত্যাগ করে ভিখারীর বেশে বাংলায় এসেছিলে। বাংলার বাতাস আগমন মাত্রেই তোমার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছি, তোমার মনে মসনদ নেবার অভিলাষ জেগেছে। আর নয়, ওঠ মর্ত্তজা! মৃত্যু, সুখের সমর-মৃত্যু আমাদের দূর থেকে দুন্দুভি ধ্বনিতে নিমন্ত্রণ করছে। মৃত্যু বন্ধু, তাকে আলিঙ্গন করবে চল।

মর্ত্তজা। প্রাণে অনুতাপের জ্বালা! একবার প্রভু রক্ষার চেষ্টায় প্রায়শ্চিত্ত করতে পাব না।

সর। বেশ, ক্ষণেক পার্শ্বের গৃহে অপেক্ষা কর, উত্তর দিচ্ছি। ঘরে জগৎশেঠ বিশ্রাম করছে, তাকে পাঠিয়ে দাও। (মর্ত্তজার প্রস্থান) মুসলমান তার পবিত্র সম্পত্তি চির জ্বলন্ত বিশ্বাস হারিয়েছে। হিন্দু! এইবারে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। যদি তোমাতে এখনো ধর্ম্ম দেখি, তা হলে এখনও একবার রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করবো, যদি না দেখি, আমার সাধের জন্মস্থান চির মধুর মুরশিদাবাদ! তোমাকে বিশ্বাস ঘাতকের রঙ্গালয় করতে চির নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করবো।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ)

কি জগৎশেঠজী! কি কর্ত্তব্য স্থির করলেন?

ফতে। হুজুরালি! গোলামকে ভাববার জন্য সপ্তাহ সময় দিন।

সর। ততদিন বিলম্ব সইবে না। আলিবর্দ্দি সসৈন্যে বাংলা জয় করতে আসছে। সময় নিয়ে আমাকে প্রতারিত করবেন না, আপনি জানেন। শুধু তাই নয়, আলিবর্দ্দি কোথায় এসে ছাউনি করেছে, তাও আপনার জানা আছে। ভীত হবেন না, আমি ও প্রশ্ন আর করব না। এখন যা জানতে চেয়েছিলুম, আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিন।

ফতে। তা—তা—একান্তই যদি হুজুরালি জেদ না ছাড়েন, তা হলে রাত্রে—

সর। পৌত্রবধূকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন!

ফতে। কাজেই—গোলামের আর উপায় নেই।

সর। এই না ফতে চাঁদ, একটু আগে বংশ মর্য্যাদা রাখতে তুমি জান দিতে চেয়েছিলে! সেই মর্য্যাদা তুচ্ছ অর্থের কাছে লঘু হয়ে গেল! অর্থলোলুপ বেনিয়া! যাও, তোমার পৌত্রবধূকেও দেখতে

চাই না, তোমার কাছে যে প্রাপ্য অর্থ তাও চাই না। সে অর্থ তোমার পাপ হস্তে পড়ে কলুষিত হয়েছে। যাও, মুরশিদকুলি খাঁর সঞ্চিত অর্থ তার বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের প্রয়োজনে নিযুক্ত করে বংশ মর্য্যাদার পোষণ কর। উজীর! (মর্ত্তজার প্রবেশ) আবর্জ্জনা পূর্ণ গৃহ রক্ষার আর প্রয়োজন নেই। এখনি যুদ্ধের আয়োজন কর। হিন্দুর কৃতজ্ঞতা দেখবার মোহে দাঁড়িয়েছিলুম। মোহ টুটেছে বাঁধন ছিঁড়েছে, যুদ্ধের আয়োজন কর, মুক্তির আয়োজন কর। উজীর! জীবনের পরপারে ওই দেবদুন্দুভি বেজে উঠেছে, আর বিলম্ব কর না, সঙ্গে চল, সঙ্গে চল।

মর্ত্তজা। যো হুকুম।

(সর্‌ফরাজও মর্ত্তজার প্রস্থান)

জগতে। হুজুরালি, বুঝতে পারিনি টাকা নিন্, পৌত্রবধূকে দর্শন করুন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(মর্ত্তজা, মর্দ্দানালি, লুৎফুল্লা ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

মর্ত্তজা। ভাই সব, প্রতারিত হয়েছি। বিশ্বাসঘাতক লাল রুমালে ইট মুড়ে কোরাণ বলে পাঠিয়েছে। আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করে অন্ধকারে নদীপার হয়েছে। এখন চারি দিকে আক্রমণ! এই যে এই যে সরদার? চারি দিকে আক্রমণ— রক্ষা করুন। এক এক জন বীর এক এক দিক রক্ষা করুন।

মর্দ্দনা। আর রক্ষা করবার রাখলেন কি উজীর!

মর্ত্তজা। বেঁচে থাকি, কিম্বা বেঁচে থাক সরদার, কাল তিরস্কার

ক'র। পাঠান সরদার মুস্তাফা প্রবল বেগে নবাব শিবির আক্রমণ করতে চলেছে। আলিবর্দ্দী সহরের পথ আক্রমণ করেছে। বাধা না দিলে দাঁড়িয়ে মৃত্যু।

মর্দ্দান। তবে আর কথার প্রয়োজন কি! বাঁচি, বাঁচেন, নবাবকে রক্ষা করতে পারি, পারেন, কাল প্রাতঃকালে যে যাকে সেলাম দেওয়া যাবে।

লুৎ। খোদা! বেইমানের হাত থেকে নবাবকে রক্ষা করবার বল দাও।

মর্ত্তজা। চল, ভাই সব চল—নবাবকে রক্ষা কর—বাংলার মসনদ রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল)

সরফরাজ ও বিজয় সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। দোহাই জাঁহাপনা! অন্ধকার-পথ চিনতে পারবেন না! শত্রুর গুলি চারি দিকে ছুটছে! দোহাই জাঁহাপনা আর অগ্রসর হবেন না।

সর। বিজয় সিং কি বুঝছ? ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ। হিন্দু! কোন সাহসে তুমি আমাকে অগ্রসর হ'তে নিষেধ করছ? পবিত্র কোরাণ আবৃত ছিল, দেশের দুর্ভাগ্যে আবরণ উন্মোচনে সে ইষ্টকে পরিণত হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, সত্যের অন্তর্দ্ধানে মরতে দাও। মৃত্যু সত্য, মৃত্যু প্রাণ! বিজয়! তাকে আলিঙ্গন দিয়ে সত্যের পথ উন্মুক্ত করে না দিলে, বাংলার গৃহে আর সত্য প্রবেশ করতে পারবে না। সত্যের পথ উন্মুক্ত কর। হিন্দু! সত্যের আগমনের জন্য অন্ততঃ একটী পথ-রেখা কণ্টকের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর।

বিজয়। কি ক'রে রক্ষা হবে জনাবালি!

সর। কি করে হবে! কে যেন আমাকে বলছে শিবির পরিত্যাগ কর! বেইমানের ছুরীতে মর না! যদি মরণই তোমার ধ্রুব, তা হ'য়ে অগ্রসর হও, হৃদয় শোণিতে সত্যাশ্রয়ীর ছুরিকার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

[প্রস্থান।

বিজয়। তবে নবাব! আপনারই সম্মুখে, আপনারই জীবন রক্ষায় আমার মৃত্যু হোক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছেদন খাঁর প্রবেশ)

ছেদন। কোরাণ! তোমাকে হাতে করে আজ আমি বিশ্বাস হন্তার সহায়তা করতে এসেছি। আমার ভিতরে বাহিরে অন্ধকার। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকারেই বেইমান আমার দয়াল প্রভুর শিবির আক্রমণ করেছে। অন্ধকারের খেলা অন্ধকারে। অন্ধকার! তুমিই আমাকে বিমলচন্দ্র তুল্য প্রভুর মুখ দেখিয়ে দাও। দিনকর! যতক্ষণ না পর্য্যন্ত প্রভুবধ লীলার অবসান হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উদয়াচলের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাক। দোহাই, রক্তিম আঁখি নিয়ে এ হতভাগ্য প্রতারিতের কার্য্যে তিরস্কার করতে আকাশ-সীমান্তে দেখা দিয়ো না। কোরাণ, হজরতের অমূল্য দান—বিনিময়ে প্রভুর প্রাণ—ওই দূরে—দেখতে পেয়েছি! ওই প্রভু দূরে—প্রাণনাশী শিলা বৃষ্টির ভিতরে—ওই ওই। [প্রস্থান।

(মালেকার প্রবেশ)

ছেদন। এই যে এই যে—বিবি সাহেব! এ মরণের লীলা প্রান্তরেও তুমি! বেশ যদি দেখাই মিললো, তাহ'লে আর একটীবার মুক্তকণ্ঠে বল—ধর্ম্ম কি মর্ম্ম।

মালেকা। একবার ত বলেছি সরদার ?

ছেদন। আর একবার বল। পেছন থেকে শুনেছি তুমি কি রমণী বুঝেছি। আর একবার বল। ওই তোমার স্বামী দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে নবাব শিবির আক্রমণ করতে আসছে! কি তীব্রগতি, বাধা দিতে ওই নন্দলালের বাহিনী বুঝি বিধ্বস্ত হল! বিবি সাহেব এই ছেদন ভিন্ন ও প্রবল বেগ আর কোন বীর রোধ করতে পারবে না। ও বীর বেঁচে থাকলে বেইমান আলিবর্দ্দির মসনদ পাওয়া হবে না। জলদি বল, ধর্ম্ম না মর্ম্ম! এক হস্তে কোরাণ পবিত্র হজরতের দান। অন্য হস্তে তোমার স্বামীর অমূল্য প্রাণ। জলদি বল ধর্ম্ম না মর্ম্ম ?

মালেকা। ধর্ম্ম।

ছেদন। সেলাম তোমায় হাজার সেলাম। বেঁচে থাকি, তোমার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ তোমাকে শুনিয়ে আবার তোমাকে সেলাম দেব ?

[প্রস্থান।

মালেকা। কি দ্রুতবেগে ছুটলো! উন্মত্ত ধার্ম্মিক আমার স্বামীর জীবন নাশের জন্য কি তীব্র বেগে ছুটলো। আর দেখতে পারি না, আর দেখবার হৃদয়-বল নেই। হজরৎ কোথায় তুমি ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল (অপরাংশ)।

(ছেদনের প্রবেশ)

ছেদন। বস্—সব শেষ—আলিবর্দ্দী! তোমার রাজ্য প্রাপ্তির দুর্ভেদ্য বাধা মৃত্তিকাসাৎ করেছি, প্রভুর বিশাল বক্ষ আমার হস্ত-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষায় যেন অপেক্ষায় অপেক্ষায় মুক্ত ছিল। বস্—সব শেষ। সব শেষ? না না এখনও বাকী আছে। প্রতারিত মুসলমান! এবারে কার প্রাণ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। এবারে তোমার। (ছেদনের বক্ষে ছুরিকাঘাত)

ছেদন। আঃ! কোথা থেকে এলি! বালক বীর! আমার অমানুষিক বীরত্বের অপূর্ব্ব পুরস্কার দিতে কোন দেব রাজ্য থেকে ছুটে এলি?

জালিম। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছ, প্রভুকে হত্যা করেছ—তাই আমি তার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম।

ছেদন। সুন্দর প্রতিশোধ—পিছন থেকে অস্ত্রাঘাত করবার সমস্ত সুযোগ থাকতে তুই সুমুখে এসে ছোরা মেরেছিস্। ছোরা আমূল বুকে বিঁধে গেছে। রণক্ষেত্রে অস্ত্রশূন্য হয়েছিস্—নে ভাই, মেহেরবানি ক'রে আমার অস্ত্র উপহার নে!

জালিম। নেব?

ছেদন। যদি না নিস্, আমার মর্ম্মবেদনা তোর সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

জালিম। তবে দাও— [অভিবাদন ও প্রস্থান।

(আলিবর্দ্দির প্রবেশ)

আলি। কে অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধু, সকলের অলক্ষ্যে অমাকে

মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করলে? উদ্ধার ক'রে সঙ্গোপনে বাংলার মসনদ আমার হাতে তুলে দিলে! কে তুমি? অলক্ষ্যে এলে, অলক্ষ্যে গেলে! আমার প্রাণ দাতা, জয় দাতা, রাজ্য দাতা কে তুমি? সমস্ত দেহে রক্ত ধারায় প্রকৃত বীরত্বের গৌরব বহন ক'রে টলতে টলতে আসছ কে তুমি?

ছেদন। চিনতে পারছেন না নবাব?

আলি। কেও, হাজারি মনসবদার—তুমি! তুমি এসেছ!

ছেদন। পবিত্র কোরাণ হজরতের দান অমান্য করতে পারিনি।

আলি। তা হ'লে তুমিই গাউস খাঁকে মেরে আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছ, তুমিই নবাবকে বিনাশ করে আমাকে রাজ্য দিয়েছ!

ছেদন। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আমি সেই দু'জন বীরকে ধরণীর কোলে স্থান দিয়েছি।

আলি। এস মনসবদার তোমার বীর বক্ষ একবার বক্ষে ধারণ করি।

ছেদন। (হাস্য) তার উপায় নেই। এক বালক দেব দূত বেইমানের বুকের স্পর্শ থেকে, এই প্রতারিত মুসলমানের বক্ষের ব্যবধান দিয়েছে। (বক্ষে সংলগ্ন ভোজালি প্রদর্শন)

আলি। তাইত একি! এ যে ছুরী।

ছেদন। এখনও কি এ বুকে বুক ঠেকাতে সাহস কর আলিবর্দী খাঁ! যাও, বাঙ্গলার মসনদ গ্রহণের বাসনায় বেইমানির উপর বেইমানি করেছ! সরে যাও আমি মরিয়া—কাছে এলে তোমাকে শুদ্ধ হত্যা করবো।

[প্রস্থান।

আলি। এখন বৃথা তিরস্কার বীর! এখন দেখছি বাংলার রাজশ্রীর নিমন্ত্রণে রাজ্য লোভে আমি আত্ম প্রতারণা করেছি। নবাব

সরফরাজ! নোয়াজেসের কথায় বিশ্বাস করিনি--এখন দেখছি তুমিই যথার্থ শক্তিমান। আমি কেবল নরহত্যায় আত্মহত্যা সার করলুম। দুনিয়ার দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত শক্তি, এক অবলার বাক্য অবলম্বন করে আমার গতি স্তম্ভিত করে চলে গেল। অজেয় সরফরাজ! রাজ্যলুব্ধ ভৃত্যকে জয় দান করে যুদ্ধ জয় করলে তুমি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল (অপরাংশ)।

(সর্‌ফরাজ)

সর্‌। কাল সংহারমূর্ত্তি নিয়ে খেলা ক'রছে। ক্ষুদ্র আমি, তার খেলায় বাধা দিতে হাত বাড়িয়েছিলুম! অভিমান চূর্ণ হয়েছে—বিদ্ধ হৃদয়ে সঙ্গীহীন অবস্থায় কালাহত নরদেহ-প্লাবিত প্রান্তরে আমি কালের খেলনা হ'য়ে ব'সে আছি। আলিবর্দ্দী ভাইকে মস্‌নদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ কর্‌লুম—মুরশিদাবাদের সৌন্দর্য্য অটুট রাখ্‌তে বিশ্বাসের পুষ্পপাত্রে সৌহার্দ্দের কুসুমোপহার নিয়ে আলিবর্দ্দির সম্মুখে ধ'র্‌তে এলুম—ভাইজান ছুরি হাতে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'র্‌তে এলো—আত্মীয় স্বজনের বুকের রক্তে পুষ্পপাত্র কলুষিত ক'রে দিলে! আর কেন নয়ন! নিমীলিত হও শোণিত-শীকর-সিক্ত বঙ্গ-প্রকৃতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মলিন হ'য়ে এলো—বিশ্বাসঘাতকতা মস্‌নদ গৃহের দ্বার অধিকার ক'র্‌লে—মুরশিদাবাদ ওই বিপুল অন্ধকারে ঢেকে গেল!

(মালেকার প্রবেশ।)

মালেকা। নবাব!

সর্। কেঁদনা ভগিনী।—ভাই বল—নবাব মরে গেছে—তোঁমাদের করুণাদত্ত অনন্ত সম্বন্ধ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য একটী ব্যাকুল ভিখারী পথপার্শ্বে পড়ে আছে। কিন্তু কই মালেকা! আমার কবরের উপরে গান গাইবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে—সে মধুর মরণাচ্ছাদনে সারা জীবনটা আমি স্বপ্নে কাটিয়েছি—আমার সে সমাধির আবরণ রাবিয়া কই!

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। সে যে আর এখানে আস্‌বে না সখা! তোমার গন্তব্য-পথ কুসুমাকীর্ণ কর্‌বার জন্য, করুণাময় তাকে আগে থাক্‌তেই সেই মহাপথের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অন্ধকারে গুলি এসে তোমার আগে তার বক্ষ বিদ্ধ ক'রেছে।

সর্। হজরৎ!

হায়। তোমার সখা।—তোমারই সঙ্গলোভে আমি ব্যাকুল হ'য়ে মুরশিদাবাদে ছুটে এসেছিলুম—তোমারই সঙ্গলোভে আমি তোমাকে সঙ্গীহীন করেছিলুম।

সর্। মালেকা—মালেকা—আনন্দময়ী মালেকা! বিলম্ব কেন, করুণাময়ের আবাহন কর—হজরৎ—হজরৎ। (মৃত্যু)

হায়। মালেকা! চক্ষু জল ফেল'না। আমার হৃদয়ের গোপন কথা শ্রবণ কর। ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে কিনে এনে তাকে বাংলার মস্‌নদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম—আজ আবার সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার দৌহিত্রকে দিয়ে বাংলার মস্‌নদের উচ্ছেদ করলুম! রাখ্‌বার চেষ্টায় তুমিও সেই উচ্ছেদের সহায়তা করলে।

সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল। কেঁদ না। নবাবের অভিলাষ পূর্ণ কর, এই শান্তিময় মহাযাত্রিগণের বিশ্রাম-প্রান্তর দয়াময়ের নামাক্ষরে কুসুমাকীর্ণ কর।

গীত।

তুঁঝসে হামনে দিল্‌কো লাগায়া
যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।
এক তুঁঝকো আপনা প্যায়া
যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়॥
কেয়া মুলায়েক কেয়া ইন্‌সান্‌
কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান,
যেসা চাহা তুনে বনায়া
যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।
নেলকিমে কী সবকিমে কী তু
কোন্‌ সো দিল হ্যায় যিস্‌মে নাহি তু,
খোদা এক দিল্‌ মে তুনে সমায়া
যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়॥

যবনিকা পতন।